

আর্য্য-বালক ।

পৌরাণিক নাটক ।



শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

সনাতন যন্ত্রে

শ্রীকলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ।

১২৮৮ সাল ।

(*All rights reserved*)

2007-07
Acc. 2007
20/1/2007



— ১ —

আর্য্য-বালক ।

— ১০৫ —

প্রথম অঙ্ক ।

চন্দ্রলোক । রাত্রিকাল ।

(কিন্নরের প্রবেশ)

(স্বগতঃ) আহা ! এই সুধাময় চন্দ্রধামের কি দুর্ভাগ্য-
স্বাই ঘটেছে । এই প্রমোদকুঞ্জ, পূর্বের অবিরত ভ্রম-
রের গুঞ্জিতে, কোকিলের কূজিতে, আর দেবকামিনী-
গণের শিঞ্জিতে প্রতিধ্বনিত থাকতো । এখন ইহা
পরিত্যক্ত—জনশূন্য-অরণ্যবৎ প্রতীতমান হচ্ছে । এই
মলিময় হর্ষের স্ফটিক-স্তম্ভসকল সুধাকরের বিমল
ফরে উদ্ভাসিত হয়ে পূর্বের উদ্ভাপহীন শীতল বঙ্কির
ন্যায় মনোহর প্রভা বিস্তার কর্তো ; কিন্তু, এখন
শশাঙ্কবিহনে ইহার। অঙ্গারের কালিমা ধারণ করেছে ।
হায় ! হায় ! এ দুঃখের কি শেষ হবে না, নিশানাথ
কি শাপান্ত হবেন না । এই চন্দ্রধাম কি পুনরায়
নিত্যসুখের ধাম হবে না ।

বাগেস্ত্রী।—মধ্যমান্।

কণে কণে দুঃখ রাশি, উখলিছে মনে ।
আজি দশদিশ হেরি আঁধার নয়নে ॥
বিনা সুধাকর কর, স্বগের শোভা নিকর,
প্রতাহীন নিরন্তর, হতেছে সঘনে ॥
দেবধামে হাছা রবে, ক্রন্দন করিছে সবে,
শিরে করাঘাত করি, শশাক্ষ বিহনে :—
হবেনা কি স্বর্গধাম, নিত্য সুখের ধাম,
কবেরে পূরিবে কাম, সুধাকর আলিঙ্গনে ॥

(কিম্বরীর নৃত্য করিতে ২ প্রবেশ)

কিম্বরী।

সাহানা।—খেম্টা।

সুখের তরি ডাসিলো,
প্রেম নদী নীরে, আনন্দে ধাইলো ।
মদন পবন ঘন, বহিতেছে অনুকর্ণ,
ভাগ্যক্রমে হেন, মাঝি মিলিল ।
এতদিনে আজি, মানস পুরিলো ॥

কিম্বরী। এ কি প্রিয়ে এ দুঃখের সময় এত আনন্দ কিম্বের ?

কিম্বরী। নাথ ! তপনের মনোহর কিরণ উধাকে ভূষিত করলে
কি পদ্মিনী আর মুদিতা থাকতে পারে ; না কুমুদবল্ল-
ভের প্রিয়সমাগমে কুমুদিনী বিষণ্ণবদনা থাকে ? হৃদয়
বদন্ত ! তুমি শশাক্ষ শোকে কাতর হয়ে কি সকলই

ভুলে গেছো। এই রাত্রিই যে সেই শোকপূর্ণ বোধশ-
বর্ষ পূর্ণ করছে। কাল সন্ধ্যাকালে সুধাকরের সুধা-
জ্যোতি এই স্বর্গধামকে আবার আলোকিত করবে।
তা, চল, এই সুখের রাত্রি আমরা মনের সাথে
কাটাই গে।

(উভয়ে)

ইমন ভূপালি।—একতারা।

সুখের ঘামিনী, দুঃখ আঁধার নাশিনী বিচ্ছেদ বারিনী ;
মধুর ভানে, গাইব হৃৎমনে, মিলি হৃৎনে, (গীতি)
হৃদয় হারিনী, স্বর্গ সুখ প্রদায়িনী।
মনোরঞ্জে, একসঙ্গে, প্রাণপুলকে নাচিবো,
শোক সাগর, হইয়ে পার, সুখ সরসে ভাসিবো,
আজিরে নাচিবে সুখে, দেবকামিনী ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

কৌরব-শিবির ।

(কর্ণ, জয়দ্রথ, অশ্বখামা, স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান ।)

(দ্রোণাচার্য্য ও দুর্যোধনের প্রবেশ)

দ্রোণ । মহারাজ ! এই তো আমার ব্যূহ রচনা সমাপ্ত হয়েছে।
ইহা অগণ্য সেনায় পূরিত, নানা অস্ত্রে সজ্জিত, আর

বিচিত্র পতাকা সকলে শোভিত্ব করেরছি। ঐ দেখুন একদিকে আমার পুত্র অশ্বখামা, অপরদিকে ভুবন বিজয়ী কর্ণ, এবং প্রধান দ্বারে বীরকুলকেশরী সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ দণ্ডায়মান। যখন অর্জুন উপস্থিত নাই, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ও এ ব্যূহ ভেদ করতে পারবেন না। অন্যে পরে কা কথা।

সূর্য্যো ! বা ! কি চমৎকার ! কি অভূতপূর্ব্ব ! কি বিচিত্র কৌশলময় ! এমন অপূর্ণ কৌশলময়ী সৈন্যরচনা তো কখন দেখি নাই :-কই, সমগ্রসমরশাস্ত্রের ও তো কোন স্থানে পাঠ করি নাই। উঃ ! কি ভয়ানক ! শত শত যোদ্ধার কর ধৃত নিষ্কোসিত তরবারিতে প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ প্রতিভাত হয়ে যেন চতুর্দিক্ হতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ বর্ষণ করছে ; যেন তরঙ্গিত মহাসাগরের ক্লেয়াসমূহে সূর্য্য কিরণ সহস্রধা বিভক্ত হয়েছে।

কি আশ্চর্য্য ! গুরুদেব ! এ দেখে ও সেই পারশুরাম এখন ও পলায়ন করে নাই। সেই বনচারি তিখারিগণের স্পর্ধা কি কম ? আমার দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বর্গে দেবগণ ;-মর্ত্তে নরগণ ;-পাতালে বাসুকি কম্পবান্, সসাগরা সশৈলা মেদিনী সর্ব্বদা সশঙ্কিত, এই অশুভ ভূগণ্ডলের আমি এক মাত্র অধীশ্বর। সেই পরাম-জীবি তিখারিগণ কিনা আমার এই বাসববাঞ্ছিত ত্রিলোকপূজিত পদ বাসনা করে ? আর শুদ্ধ বাসনাই কেন ? তার জন্য আবার সৈন্য সংগ্রহ করে, রণসজ্জার সজ্জিত হয়ে, সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। হি

ছি, ছি! এঁকি কম্ লাঞ্ছনা। এতে হাসিও পায়, রাগ
ও উপস্থিত হয়। ভাল, সেই হিংসাপরায়ণ পুরুষেই
পামরগণ কি স্বপ্নে ও ভাবে না, যে আমি তাদের যে
এতদিন ভূতলে স্থান দিছি, এই তাদের ভাগ্যের কথা।
এই জন্য কৃতজ্ঞ না হয়ে কিনা রাজবিদ্রোহ উপস্থিত
করে। আর তাদের এতদিন পৃথিবীতে স্থান দিছিই
বা কেন? পর্বতের বিশাল অভ্যন্তরে সামান্য মুষিক
বাস করে; শৃঙ্গরের পাষণ হৃদয় কি তার জন্য
উৎকর্ষিত হয়। না অক্ষয় অক্ষয়ী আতুর তার তুঙ্গ
শৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করতে লক্ষদান করলে পর্বতরাজ
আকুল হয়। হাঁ, যখন প্রভঞ্জন ভীমবেগে শৈলশিখরে
আঘাত করে, তখন অটল অচল প্রসারিত হৃদয়ে
অকাতরে তার বেগ ধারণ করে। তা যা হোক গুরু
দেব! আজ আপনার আশীর্ষনে একবার জয়লাভ
হোলে হয়, পরে, সেই পামর রাজদ্রোহীগনকে কি
শাস্তি দিই প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন।

দ্রোণ। কৌরবনাথ! আশীর্ষন কি? সে হো সামর্থ্যহীন
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাজ। যখন দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং মশাজ্ঞে
দণ্ডায়মান, তখন নিরর্থক আশীর্ষনের কি প্রয়োজন?
মহারাজ! আজ আমি সমরাজ্ঞে অবতীর্ণ হয়ে ভীষণ
সমর সাগর সৃষ্টি করবো। অসংখ্য শত্রুর শিরঃনিস্ত
রক্তস্রোতে সেই সাগর পূর্ণ করবো। পাণ্ডবগণের
হস্তি, অশ্ব, রথ প্রভৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে বাড়বাড়ীত কুণ্ডী-
রের ন্যায় তাঁতে বিচরণ করবে। বিপক্ষ পক্ষের

উক্ৰীষ সকল শুভ ফেণার ন্যায় শোভা পাবে। আজ বজ্রধারি বজ্র হস্তে উপস্থিত হলেও প্রশ্নান করতে পারবে না। এই সমাগরা সন্নীপা মেদিনী আজ কৌরব পদভিরে বিকম্পিতা হবে। অনন্ত দেবের সহস্র শিরোরাজি ও তাহা ধারণ করতে পারবে না। মহারাজ! এই পবিত্র শরাসন হস্তে প্রতিজ্ঞা করু'ছি; আজ দেবগন কর্তৃক রক্ষিত হলে ও যুধিষ্ঠিরের শিরোদেশ আপনার ঐ রাজপদে লুপ্তিত করবো।

দুর্যো। গুরুদেব! অন্যের মুখে এরূপ কথা শুনলে লোকে পাগল বলে উপহাস করে, অথবা সে সকল বিকারের প্রলাপ বলে। কিন্তু, আপনার মুখ হতে নির্গত হলে সমস্ত ক্ষত্রিয় বর্গের গুরুর উপযুক্ত বলেই বোধ হচ্ছে। পর্কতের বিশাল গহ্বর নিঃসৃত বায়ু শুদ্ধ ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির করে না, প্রবল বেগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকেও বিচ্ছিন্ন করে।

(জয়দ্রথের প্রতি)

সিদ্ধুরাজ! এই অভেদ্য ব্যূহের প্রধান দ্বারে আপনার ন্যায় বীরপুরুষ থাকতে বোধ হচ্ছে যেন অপর জলধির তীর রক্ষার গগনভেদী হিমাচল স্বয়ং উপস্থিত।

জয়। মহারাজ! বেলাভূমি অতি নিম্ন হলে ও সাগরের তরঙ্গ মালাকে অনারাসে রক্ষা করে। কৌরব নাথ! আশ্রয়শ্রদ্ধা অতি নীচের কাজ; কিন্তু বলতে কি আজ গুরুদেব যা ভার দিয়াছেন, প্রাণ সত্বে ও তাহা প্রতি-

পালন করতে ত্রুটি করবো না। ধর্মরাজ যম ও ইহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

হুয্যো। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ! তুমি একক ধনুকে শরযোজনা করলে দেবদৈত্য পর্যন্ত ত্রাস পায়। তোমার পার্শ্বে এই অসংখ্য সেনাদল থাকতে বোধ হচ্ছে, যেন প্রদীপ্ত হতাশনের সাহায্যে প্রবল প্রভঞ্জন উপস্থিত।

কর্ণ। কুরুরাজ! যে অনিল মৃদুমন্দ হিলোলে জগৎকে প্রক্ষুর করে, তাহাই আবার ভীমরবে প্রচণ্ডবেগে বিশাল শাল-বৃক্ষকে উৎপাটিত করে। আপনার অঙ্গে পালিত হয়ে, যে বাহু অবিরত আপনার সেবার রত, আজ দেখবেন, তাহা সহস্র শত্রুর শিরোদেশ মুহূর্ত মধ্যে বিচ্ছিন্ন করবে।

হুয্যো। গুরুনন্দন! এক অগ্নি শিখা হতে অপর শিখা জ্বাললে যে সেইরূপ বা ততোধিক তেজ্জ্ব হতে পারে, আপনিই তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। ভুবনে অতুলবিক্রম গুরুদেবের ক্রমতা আপনাতে উপযুক্ত রূপেই যুক্ত হয়েছে।

অশ্ব। কোরবনাথ! যে অগ্নি ধাতুশ্রেষ্ঠ স্বর্ণকে অধিকতর বিশুদ্ধ করে, তৎসংযোগমাত্রেই হৈকনাদি ইতর ধাতু ভস্মীভূত হয়। সেইরূপ, আমার পিতার যে অসীম তেজোরশি আপনার বিশাল সাম্রাজ্যকে সমুজ্জল করেছে, আজ দেখবেন, সেই তেজোপ্রভাবে আপনার শত্রুগণ মুহূর্তমধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

হুয্যো। (সব্যস্তে আর বাক্যের অবকাশ নাই।)

সিকুরাজ! গুরুদেব! বীরকুল! দেখুন, দেখুন ঐ

পাণ্ডবের রথধ্বজা, এই সম্মুখে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির
স্বরং শরাসন হস্তে উপস্থিত ।

(সকলে সমস্তরে) জয়! মহারাজ রাজাধিরাজ
কৌরবরাজের জয়! দুর্ঘ্যোধনের জয়। জয় কুরুবংশ-
শের জয় ।

(অপর পার্শ্ব হইতে) জয়, জয়, ধর্মরাজের জয়,
জয়পাণ্ডুকুলের জয় । ইত্যাদি শব্দ ও রণবাদ্য।

(শরাসন হস্তে যুধিষ্ঠির ও সারথির প্রবেশ)

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ! সমস্ত সেনাগনকে
অতিক্রম করে বেগে বিপক্ষ-পক্ষে উপস্থিত হলেন ।
দেখুন আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতি, অধিক কি
পার্শ্বরক্ষক বীরগণ ও দূরে রয়েছে । মহারাজ! বলতে
ভয় হয়, কিন্তু, একেশ্বর এতদূর আগমন করা আপনার
উচিত হয় নাই ।

যুধি । কি ? শরাসন হস্তে ক্ষত্রিয়রাজ আবার একেশ্বর
কোথায় ?

(পরিভ্রমণ)

কর্ণ । (দুর্ঘ্যোধনের প্রতি) কৌরব নাথ! দেখুন দেখুন।
ঈশ্বর বাতাসেই যেমন সারহীন পত্র বৃক্ষ হতে দূরে
পতিত হয়, এই বীরভিমানী যুধিষ্ঠির ও সেইরূপ
সৈন্যগনকে পরিত্যাগ করে আমাদের সমক্ষে বীরত্ব
জানাতে এসেছে ।

(অগ্রসর হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

রে রাজকুলকলক ! যদি রক্তকহীন কাপুরুষের কেশা-
কর্ষণ করা বীরের অযোগ্য বিবেচনা না করতাম্, তা
হলে এই দণ্ডেই তোর যুদ্ধের সাধ পূর্ণ হ'তো।
কৌরবনাথের চিরঅভিলাষ ও সার্থক হ'তো।

যুধি। রে পরানজীবী পামর ! যদি তোর মত অকিঞ্চিৎকর
নীচের শিরশ্ছেদন আমার পবিত্র রাজধর্মের বিরুদ্ধ
না হোতো, তা হলে এই দণ্ডেই তোর বাক্যবিশ্ব
জিহ্বামধ্যে রুদ্ধ রাখতাম।

কর্ণ। রাজধর্ম ! রাজধর্ম কার ? সে তো রাজার। সে কি
তোর ? পরের দাসত্বই তোর বীরত্ব, জনশূন্য বন তোর
রাজ্য, ভিক্ষা প্রাপ্ত হতুল তোর বিভব, আর ক্ষুধার্ত
আত্মীয়গণকে তাহা ভাগ করে দেওয়াই রাজধর্ম।
ভীকু ! সাগরের তরঙ্গমালাও সংখ্যা করা যায়, মরু-
ভূমের বালুকণাও গণনা হয়, আকাশের নক্ষত্র ও
গুনে বলা যায় ; কিন্তু এ অসংখ্য সেনার সংখ্যা
হয় না। তুই কোন্ সাহসে বাতুলের ন্যায় ইহার
সম্মুখে এলি ?

যুধি। নিকোঁধ ! পবন যখন মহাবেগে বহে, তখন অনায়াসে
সাগরের তরঙ্গমালাকে বিক্ষিপ্ত করে ; মরুভূমের বালু
কণাকে দূরে উড়াইয়া দেয়, আর নক্ষত্র জ্যোতিষ্কে ও
স্নান করে। রে নীচ ! আমি সৈন্যগণকে দূরে রেখে
স্বয়ং কি সাহসে এ স্থানে উপস্থিত হলাম, তোর পরা-
পালিত বুদ্ধিতে তাহা ধারণ হবে না, ইহা বিচিত্র
কি ? পামর ! সিংহ কি শৃগালের পাল মংশ করিতে

সঙ্গীপণের অপেক্ষা করে, না দাবানল অরণ্য দহন
করিতে অন্য অগ্নির সাহায্য লয় ?

কর্ণ । এই তো তোর সৈন্যগণ নিকটে উপস্থিত । আর
তোকে বিনাশ করতে আমার বাধা নাই । এই বার
দেখবো তোর বীরত্ব-অগ্নির তেজ কত ।

যুধি । এই দেখ তোর মত সহস্র পতককে অনাগ্নাসে ভস্মী-
ভূত করে ।

(পরস্পর যুদ্ধ ।)

জ্যোৎস্না । (অগ্নিসর হইয়া) একি ! বীরকুলচূড়ামণি কর্ণের এ
বুধা পরিশ্রম কেন ? তোমার তীক্ষ্ণ শরের উপযুক্ত
বীর কি এই ? বীরবর ! কণেক বিশ্রাম কর,—আমি
আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি ।

কর্ণ । আপনার আজিকার প্রতিজ্ঞা যদি ভালরূপে না জান্-
তাম্, তা হলে এই বীরাভিমानी কাপুরুষকে উচিত
শাস্তি না দিয়া কখনই ক্ষান্ত হতাম্ না ।

(ধনুঃ হস্তে জ্যোৎস্নার অগ্নিসর হওন)

যুধি । গুরুদেব ! প্রণাম ।

জ্যোৎস্না । সর্কদা ধর্মপথে থাক ।

যুধি । গুরুদেব ! আপনি যে ধর্ম শিক্ষা দিরাছেন, তাহাতে
বিপক্ষের কাছে নত হওয়া মহাপাপ ; নহিলে আমার
মস্তক এখনই আপনার পদ যুগল স্পর্শ কর্তো । কিন্তু
গুরুদেব ! কি করি, যে কঠোর ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি,
যে কঠিন কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, তাহাতে বিপক্ষ

পক্ষে আপনাকেও সশস্ত্র দেখে অস্ত্র নিক্ষেপ কর্তে
কুণ্ঠিত হতে পারি না। গুরুবধ ও পাপজ্ঞান করি
না। গুরুদেব! সাবধান।

জ্যোৎস্না। ধর্মরাজ! আজ আমিও কঠোর প্রতিজ্ঞার বদ্ধ।
তোমাকে বন্ধন করে দুর্ঘোষনের নিকট উপস্থিত করবো
এই আমার প্রতিজ্ঞা। সুতরাং আমিও শাসনে
অ্যারোপন করিলাম।

(পরস্পর যুদ্ধ, ও জ্যোৎস্না কর্তৃক বুদ্ধিতিরের কেশাকর্ষণের
উদ্যম।)

(ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সশস্ত্রে প্রবেশ ও বুদ্ধিতিরকে
মধ্যে রাখিয়া)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কি? নাগলোক হতে কে বায়ুকিকে অপহরণ
কর্তে পারে? নির্ঝেঁধ, জলন্ত অগ্নি তুই হস্তে ধারণ
কর্তে চাস্।

(বুদ্ধিতিরের জয়! জয় পাণ্ডুকুলের জয়, ইত্যাদি শব্দে
নিক্ৰান্ত)

ধর্মরাজ। (জ্যোৎস্নার প্রতি) নিস্তন্ধ-নিশ্চল-নিজ্জীব-কাঁঠ-
পুস্তলিবৎ! অস্ত্রের মৃত দেহও রণস্থলে এমন
নিষ্পন্দ থাকে না।

(দুর্ঘোষনের প্রতি) মহারাজ! এই জন্যই তো আপ-
নাকে বারম্বার বলি, যে আচার্য্যের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম,
উনি সমস্ত শাস্ত্রের পারদর্শী। কিন্তু শাস্ত্রে ও কার্য্যে

অনেক প্রভেদ। কি আশ্চর্য্য! সিংহ ও এমন নির্ঝি-
রোধে শৃগালের গ্রাস অপহরণ করতে পারে না। এই
জন্যেই কি আপনি আমার শিকার হস্ত হতে গ্রহণ
করেছিলেন। যার জন্যে এত কাণ্ড, এত আড়ম্বর, এই
ভয়ানক যুদ্ধ; মহারাজের সেই জাতশত্রুকে হাতে
পেরে ও আপনি কি বলে অনায়াসে তাকে পরিত্যাগ
করলেন।

দুষ্ট্যো। তাইতো গুরুদেব! আপনার স্মরণশক্তি ও কি বরস
দোষে এত দুর্বল হয়েছে যে এই মুহুর্তেই যে দারুণ
প্রতিজ্ঞা করলেন, কার্যকালে তাহা একেবারে বিস্মৃত
হলেন।

কর্ণ। এমন সুবিধা কি আর দ্বিতীয় বার হয়? যদি
নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাসই ছিল না, তবে কেন
এই তেজপুঞ্জ মহাবীরকে এ ভার দিলেন না। একটা
সামান্য কাপুরুষকে দূর করে দিলেই আমাদের
অভীষ্টলাভ হতো। আপনি কি তাও পারলেন
না।

দ্রোণ। সেই জন্যেই আমি ধর্ম্মরাজকে পরিত্যাগ করলাম।
এক! যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করে, আমাদের কি ইষ্টলাভ
হতো। কালসর্পের প্রাণবধ করলে কি তার বিষের
জীবননাশিনী শক্তি বিলুপ্ত হয়;--গরল নষ্ট করলে,
ভীষণ সর্প ও ক্রীড়ার সামগ্রী হয়। অর্জুনই যেন
আজ্ঞ রণস্থলে উপস্থিত নাই:--তার ভুবনবিজয়ী
সমগ্র তেজ তো তার পুত্র অভিমন্যুতে বর্তমান

রয়েছে। সে কি তার জ্যোতিতাত্ত্বের জন্য অন্য উল্লেখ-
লন কর্তো না। ভীমের প্রকাশ্য গদ্য, কি নিদ্রিত
ধাক্তো? আর অসহার ধর্মরাজকে ধৃত করলেই
কি আমার উপযুক্ত কার্য্য হতো?—

কর্ণ। আর এই বুঝি আপনার উপযুক্ত কার্য্য হলো। ছি!
ছি! আপনার মতিভ্রম ও হয়েছে।—

দ্রোণ। ভূমিকম্পের প্রবল বেগ অটল অচলকে দূরে নিক্ষেপ
করে, সামান্য ভূগকে তা জানতে ও দেয় না।

কর্ণ। ভয়ঙ্কর ইরক্ক তীব্রবেগে গিরিশৃঙ্গ ও চূর্ণ করে, সামান্য
ভূগকে ও ভস্মীভূত করে। যখনই জলদগ্ধটা আকাশকে
অন্ধকার করে, তখনই সে প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়।
সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের তেজ, উচ্ছ্বত শত্রু মাত্রকেই ধ্বংস
করে।

হৃষ্যে। আর এখন মিথ্যা বাগ্বিতণ্ডার লাভ কি? চলুন
আমরা শিবিরের মধ্যে গিয়ে এখনকার উচিত পরামর্শ
করিগে।

দ্রোণ। এ মুক্তিসম্ভব বাক্য।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত) •



তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

পাণ্ডব শিবির ।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমুখ্য প্রভৃতি ।)

যুধি । ভাই ভীম, এখন উপায় ! আমরা সমস্ত যোদ্ধা, সচল সেনা উপস্থিত থাকতে শৃগালের নায় কি করে লক্ষ্য হিন্দু থাকি। এই শুভ শত্রুগণ বারম্বার সিংহ-নাদ করছে। উহাদের জরঘোষণায় আমাদের কর্ণ বপির ভেঙ্গে, বাগে শবীর কেঁপে উঠছে। এরূপ অব-স্থায় কাপুরুষের মত শিবিরের ভিতর উপবিষ্ট থাকলে, অর্জুন এসে আমাদের কি বলবে। সে অভুলবিক্রম মহাপুরুষ, তোমাদের শিবির হতে ভো একটি মাত্র সেনা সঙ্গে লয় নাই। সে নিশ্চয়ই দুর্জয় নারায়ণী সেনাগণকে একক নিরস্ত করে উপস্থিত হয়ে আমা-দের লজ্জা দান করবে। এখা আমাদের কর্তব্য কি ?

ভীম । আর্ষা ! অর্জুন একক নারায়ণী সেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গিয়াছে, আপনি কেন আমাদেরও কোরবের সমুখে পাঠান না। আমরা এই সময়েও সন্নগদা ভিন্ন আমি

আপনার শিবিরের এক গাছি ভূণমাত্র সহায় চাহি না। এই ভীষণ দণ্ডে, এই দণ্ডেই আমি কৌরব-গণকে পেষিত করে ফেলবো। বজ্রের আঘাতে পর্বতের চূড়া ভেঙ্গে পড়লে যেমন সিংহ, ব্যাঘ্র, শূগাল প্রভৃতি সকলই চাপা পড়ে, সেইরূপ আমার এই বিশাল বাহুবলে এই প্রকাণ্ড গদা কৌরবগণের ব্যূহের উপর আঘাত করলে হস্তী, অশ্ব, রথ, সৈন্য, সকলই সমভূম হবে।

ধৃষ্ট। বীরবর! আপনি তো আজকার অপূর্ণ দ্বাহেব, নিকট গমন করেন নাই : শিবির রক্ষার্থেই নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু, মহারাজ্ঞ আর আমিও যাজ্ঞসেই বলের যথেষ্ট পরীক্ষা পেরেছি। চক্ষে দেখা দূরে থাক, কখন এমন সৈন্যরচনাও কথা কর্ণেও শুনি নাই। বীরশ্রেষ্ঠ আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যে লোহের প্রাচীরও ভেদ করা যায়, পর্বতের বেড়াও অনায়াসে ভঙ্গন করা যায়; কিন্তু সে দুর্ভেদ্য চক্রবাহ ভেদ করা যায় না।

ভীম। ধৃষ্টহাম! আমি ধনুর্মাণ ধরে ক্রমে ক্রমে বাহ ভেদ কর্তে জানিনা—চাহিও না। মহারাজের আজ্ঞা পেলেই আমি বাহ নাম পর্দান্ত লোপ করতে পারি।

যুধি। তাই একটু স্থির হও। তাই শাস্ত্রে বলে,—“ভূণৈ গুণত্বমাপনৈ বর্ধুস্তে মত্তদস্তিনঃ”—সামান্য ভূণ ও একত্র করলে মত্ত হস্তীকে বদ্ধ করা যায়। এই সকল কৌরবগণ ক্ষমতার আমাদের অপেক্ষা তো কেহই ন্যূন নয়। তাহাতো চিরকালই মনে মনে জানো।

আর এই করদিনের যুদ্ধে ও বিলক্ষণ পরিচয় পেয়েছ।
তারা যখন একত্রে ব্যূহরচনা করেছে, তখন সে ব্যূহ
ভেদ করতে না পারলে কোন মতেই শ্রেয়ঃ নাই।
সাগরের তরঙ্গ ও হস্ত দিয়ে ঠেলে রাখা যায়, তথাপি
আজিকার ঐ সৈন্যসমাবেশ ভঙ্গ করা যায় না।

ভীম।

মহারাজ! তবে আমি অশক্ত। আপনি যদি আমার
বলবীৰ্য্য এখন ও এত অজ্ঞাত থাকেন, যে আমার
প্রতিজ্ঞাকে বৃথা দস্ত মনে করেন, তবে এই আমি
এক পাশে উপবিষ্ট রহিলাম। দেখি, আপনার
কোন মহাবীর এ কার্য্যে অগ্রসর হন।

সুধি।

ভাই হুঃখিত হয়ে না। তোমার লোকাভীত শক্তি
কে না বিলক্ষণ জানে, তবে কি না, অন্তর্যামী ভগবান্
বাসুদেব যখন উপস্থিত নাই। শত্রুনাশন অর্জুন
যখন অনুপস্থিত, তখন আমাদের অনেক ভেবে
কাজ করতে হবে। বীরকুল! যোধগণ! তোমা-
দের পরাক্রম আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এখন
কার্য্যকাল উপস্থিত। তোমাদের বীরত্ব জানাবার
উপযুক্ত সময় এমন আর নাই। এখন অগ্রসর হও।
চিরকালের নিমিত্ত অক্ষয় যশঃ ক্রয় করো। বল, তোমা-
দের মধ্যে কোন সেনাপতি আজ কৌরবদিগের ব্যূহ
ভেদ করতে প্রস্তুত। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) কি? এখনও
আমার বাক্যের উত্তর নাই? পাণ্ডব সেনার মধ্যে
এমন যোদ্ধা কি কেউ নাই, যে এই সাত অক্ষৌহিনী
সেনা পশ্চাতে নিয়ে কৌরবদিগের ব্যূহ ভেদ করতে

সাহসী হর। বীরপ্রসবিনী ভারতভূমি কি বীরশূন্য হয়েছেন? থিক্—থিক্ সেনাগণ।—থিক্—থিক্ আমাকে,—যে এমন ভীরু কাপুরুষ সেনা সঙ্গে করে আমি যুদ্ধ করতে উপস্থিত হয়েছি। কি আশ্চর্য! সেই আমার সকল সেনাই বিদ্যমান, সেই আমি, সেই আমার বীরকেশরী সেনাপতিগণ—সেই অতুল বিক্রম সাহায্যকারি নরপতিগণ,—দেই সমস্তই উপস্থিত; কিন্তু একা ভগবান্ মধুসূদন না থাকতে সকলেই নিস্তক্, জড়প্রায়। সূর্যের অভাবে যে রূপ সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার আর জড়ীভূত হয়, আজ একা বাসুদেব না থাকতে আমার এই সাত অক্লোহিনী সেনা সেইরূপ স্তম্ভহীন। হার! হার! কি দুর্ভাগ্য, কি মনস্তাপ!

অভি। আর্ধ্য! যদি বালকের ধৃষ্টতা মার্জন্য করেন, তবে আমি একটি নিবেদন করি।

যুধি। বৎস! তুমি নিতান্ত শিশু; এ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরপ্রসঙ্গে তোমার কি বক্তব্য থাকতে পারে?

অভি। মহারাজ! যেখানে লোহগদা প্রবেশ করিতে পারে না, সূক্ষ্ম সূচী অনারাসে দীর্ঘ সূত্রে তাহার মধ্যে নিরে যায়। আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ যে কার্যে অগ্রসর হলেন না, অন্তর্মতি করেন কো এই শিশু এই দণ্ডেই কোবর্ধর্ষ করিতে পারে চক্র ব্যুৎপত্তি করে, আর আপনার এই অসংখ্য সেনা পশ্চাতে লরে শত্রু সৈন্য ধ্বংস করে।

ভীম। সাধু বৎস! সাধু! সাধু! সাধু! কুলমানিক! বংশ-

লোচন ! হৃদয়ের ধন ! আর বাণ্ একবার তোকে কোলে করে প্রাণ পুলকিত করি। বৎস, তোর এই বীরদর্পে যে আজ আমার হৃদয়ে কত আনন্দ হলো তা আর বাক্যে কি প্রকাশ করবো। এই শিবির মধ্যে যদি আর কোন যোদ্ধা এ কার্যে অগ্রসর হতো, আমি যখন একবার হুঃখিত মনে অস্ত্র ত্যাগ করে-ছিলাম তখন ইহা আর কোন মতেই পুণঃগ্রহণ করতাম না। কিন্তু বৎস যখন বংশের সার্বভাষ্য তুই যুদ্ধে গমন কর্তে উদ্যত, তখন আর কোন মুখে জড়ের মত বসে থাকবো। আর অভিমুখ্য ! সিংহ শাবক যেমন নির্ভয়ে পর্কভের পার্শ্বে ক্রীড়া করে, তুমি অকুতোভয়ে আমার পার্শ্বে শত্রু নিপাত করবে। বটরক্ষ যেমন পথপ্রান্ত পথিককে রোদ্র হতে রক্ষা করে, আমার এই ভয়ঙ্কর গদা তেমনি তোমাকে শত্রুর শরনিকর হতে রক্ষা করবে।

যুধি । বৎস ! তোমার এখনও ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। বুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া দূরে থাক্ যুদ্ধশাস্ত্র ও তো এখনও তোমার সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করা হয় নাই। তুমি কোন সাহসে ভয়ঙ্কর চক্রব্যূহ ভেদ কর্তে যাবে, আর আমিই বা কি বলে তোমাকে এ কার্যে প্রেরণ করবো ?

অভি । আর্ষ্য ! সিংহ শিশু কি শৃগালকুল ধ্বংস কর্তে পূর্ক শিক্ষা অপেক্ষা করে, না জোনাকির জ্যোতি মলিন কর্তে সর্ষদেবের অন্য তেজ আৱশ্যক হয় ? মহা-রাজ ! ত্বন বিজয়ী পাণ্ডুলে আমার অন্ম ; আমি

গাভীৰধাৰি দানবঘাতি অৰ্জুনের আত্মজ, জগতের স্বষ্টি-
স্থিতি প্রলয়কারী ভগবান্ বাসুদেব আমার মাতুল;—
আমি কি এই তুচ্ছ ব্যূহ ভেদ করতে স্মর পাই।
বিশেষ আপনি যে শিক্ষার কথা বললেন, এ বিষয়ে
গুরু শিক্ষাও আমি পেয়েছি। আমি যখন জননী জঠরে,
ভগবান্ বাসুদেব, আমার পিতার নিকট ব্যূহ ভেদ
প্রণালী বর্ণন করেছিলেন। কিন্তু তিনি আগমের উপ-
দেশ দিরাছিলেন, নিগমের কথা বলেন নাই। সেই
কারণে আমি ও আগম জানি, নিগম জানি না।

বুধি । তবে তুমি কি সাহসে ব্যূহ ভেদ করবে? প্রবেশ করে
কি উপায়েই বা নিগৰ্ত্ত হবে?

ধৃষ্ট । মহারাজ! একবার অভিমন্যুর পশ্চাতে আমরা প্রবেশ
করতে পারলে শত্রু সৈন্য ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো।
তখন আমাদের পথ পাওরা দূরে থাক, কোঁরব সেনাপণ
পালাবার পথ পাবে না।

অভি । আৰ্য্য! অরণ্যে একবার অগ্নি প্রবেশ করলে কি আর
একটা ও বৃক্ষ মষ্ট করিতে বাকী রাখে? আপনি আশী-
ৰ্বাদ করুন, আমি অনাৱালে জয়লাভ করে আসি।

বুধি । বৎস! ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুন্ প্রভৃতি দেবগণ তোমার
মঙ্গল করুন। তুমি বীরপুত্র ও বীরশ্রেষ্ঠ, অচিরে শত্রু-
নিপাত করে স্বীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান্ করো।

অভি । আৰ্য্য! আমি জননীর আশীৰ্বাদ গ্রহণ করে অবিল-
ম্বেই আপনার আদেশ পালন করবো।—

(সকলে নিষ্কান্ত)

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পাণ্ডব-শিবির।—অন্তঃপুর।

সুভদ্রা ও সখীর প্রবেশ ।

- সখী । দেবি! কি জ্ঞান আপনি এত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন ।
- সুভ । কি জ্ঞানি, সখি! কিছুতেই আজ আমার মন স্থস্থির হচ্চেনা, সকলি যেন বিষময় ।
- সখী! এ ভাবনা কি আপনার মহাবীর ধনঞ্জয়ের জ্ঞান ?
- সুভ । ঠাঁয় জন্য আবার চিন্তা কি সখি! তিনি কি যুদ্ধে গিয়ে কখন পরাজিত হয়ে প্রত্যাগমন করেন, তা তিনি আজ নারায়ণী সেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গেছেন বলে উৎকণ্ঠিত হবো। তা নয় সখি! আজ প্রাতঃকাল অবধি আমি কেবল কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। পাণ্ড পক্ষীগণ আজ যেন আমাকে দেখে উর্দ্ধমুখে ক্রন্দন করছে; সূর্য্য দেব যেন তমসাবৃত বোধ হচ্চেন। কিজানি, যেন কি অলক্ষিত, অনুদ্ধিষ্ঠ আশঙ্কা আমাকে অভিভূত করছে—আমার হৃদয় ব্যাকুল, শরীর অস্থির হচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলাম। সখি! তুমি সত্বর অভিমত্নাকে এ স্থানে তেকে আন ।

সখী । দেবি! আমি শীঘ্রই কুমারকে ডেকে আনছি। আপনি এসকল কল্পিত চিন্তা ত্যাগ করে এখানে একটু বিশ্রাম করুন।

(নিষ্ক্রান্ত)

সুভ । (স্বগত) এ চিন্তা কল্পিত না স্বভাবগত। আশঙ্কারই বা কারণ কি? কোন বিশেষ বিপদতো এখন উপস্থিত নাই। তবে কেন আমার মন প্রবোধমানুচ্ছে না। এই যে অভিমন্যু আসছে।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি । জননী! প্রণাম করি।

সুভ । এস বাছা! চিরজীবী হও, - কুলগৌরব রক্ষা কর, তোমার যশ অক্ষয় হউক। অভিমন্যু! বাছা এই নির্দয় রণক্ষেত্রে কি সকলকেই রণবেশে থাকতে হয়। বাছা তোমার এই নবকমলকান্তি কলেবর কোথা কেয়ূর, বঙ্গর আদি আভরণ ধারণ করবে, না কঠিন লৌহময় বর্ম দিয়ে আবরণ করেছে। তোমার এই কোমল করপল্লব কোথা কেলি কুতূহল কাল যাপন করবে, না ভীষণ শরাসনের কঠিন জ্যা আকর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছে। বাছা! তোর এই কুলক্ষেমণ করবে কি এ কঠিন আবরণ ধারণ করতে পারবে।

অভি । জননী! স্বভাবের কোমল কমল তো আতপতাপে শুষ্ক হয় না বরং আরো প্রস্ফুটিত হয়।

সুভ । বাছারে! তাও কি বলতে হয়। এ বেশ কি তোমার

সবিশেষ শোভা করছে না। কমল কি ঠৈবালমলে
বেষ্টিত থাকলে শোভা পায় না। না রত্ন অবশ্যে পতিত
থাকলে প্রভা বিস্তার করে না। কিন্তু বাছা! যে বয়-
সের যা, সেই বয়সের তাই ভালো।

অভি। মা! আপনি আমার বেশ দেখেই কাতর হচ্ছেন, না
জানি সবিশেষ অবগত হলে কি বলবেন।

মুত। বৎস! সবিশেষ কি? এতো যুদ্ধ ক্ষেত্র, বিপদে পূর্ণ।
বাছা বল, শীঘ্র বল, কি বিপদ উপস্থিত।

অভি। জননী! বিপদ নয়, সম্পদ। মহারাজ আজ আমাকে
সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেছেন। আশীর্বাদ করুন,
আমি অনারসে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রত্যাগমন করি।

মুত। বাছারে! মায়ের প্রাণে কত সয়, তাই দেখবার জন্যেই
কি ভুই এই ছল করে এলি। যুদ্ধ কি চাঁদ? তোর
পায়ে একটি কাঁটা কুটলে যে আমার হৃদয়ে শেল
বেঁধে :-জার তোকে কি না আমি যুদ্ধে যেতে দেবো।
আর, আমার অঞ্চলের ধন, ছল রাখ। কোলে আর
বাপু। আমি একবার প্রাণ ভরে তোর মুখচুম্বন
করি।

অভি। জননী! ছেলের কথা কি বলছেন। ছল তো আমাদের
রূপধর্মের বিপরীত। আপনি কি জানেন না, যে কোর-
বের ছলেই পাণ্ডবের গৌরব মূন করেছিলো। আজ
আমি সেই ছলব্যবসারী পামরগণকে শাস্তি দান করতে
নিযুক্ত হয়েছি। মা! রাজার আজ্ঞা সততই শিরোধার্য
আজ বধন মহারাজ পাণ্ডব নাথ আমাকে সেনাপতিত্বে

বরণ করেছেন ; তখন আর আমার বিলম্বকরা বিহিত
নয়। আমি কেবল আপনার চরণ দর্শনের অভিলানী
হয়ে এখানে এসেছি ; এক্ষণে বিদায় দিন ।

সুভ ।

বাপ্রে । সত্য সত্যই কি মহারাজ আজ নিদারূণ হয়ে
তোকে এই অসাধ্য সাধনে নিযুক্ত করেছেন হৃদয়ের
ধন। জীবনসর্বস্ব । পাণ্ডবনাথের তো সাত অক্ষৌহিনী
সেনা আছে । অসংখ্য রাজবর্গ তো তাঁর সাহায্য
করতে এসেছে ; তাঁর তো লোক জনের অভাব নাই ।
এই অভাগীর নয়নের পুতলী কেড়ে না নিলে কি আর
তাঁর যুদ্ধ হবে না । বাছা ! তুই ছাড়া আর আমার কে
আছেরে ? খাবার সময় অতীত হলে যে তোমার কমল
মুখ শুকিয়ে যায় । নিজার ঈষৎ আবেশে যে তুমি এক-
বারে অজ্ঞান হও । বাছা ! কষ্ট কাকে বলে তা যে তুমি
স্বপ্নেও জ্ঞাননা । তোরে যুদ্ধে পাঠাবো ? যেখানে
বর্ষা কালের ধারার মত অসংখ্য বাণ বর্ষণ হচ্ছে, যেখানে
ভৃষিতের চীৎকার, ও আহতের রোদন শ্রবনে এবং
নিহতের আকার দর্শনে অকুতোভয়েরও ভয়ের সঞ্চার
হয়, সাহসী পুরুষেরও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয় ;
সেই রণক্ষেত্রে সেই সদ্য শ্মশানে তোরে পাঠাবি ?
কখনই না, কখনই না । আর বাছা ! তোর যশে
কাজ নাই, ধনে প্রয়োজন নাই, মানে আবশ্যিক
নাই, কুলগৌরবে ও প্রয়োজন নাই । তোর হাত
ধরে, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূর্ণ
করবো, তথাপি এ নৃশংস নরহত্যার সম্মত হব

না। মহারাজকে সকলে ধর্মপুত্র বলে ;—
 তিনি কোন ধর্মের এমন সুকুমার শিশুহত্যার সম্মত
 হলেন ! তাঁর শিবিরে এক এমন বীর কেহই নাই,
 যে বেনাপতির ভার নয়, তাই তোমার সুকুমার দেহ
 তিনি বলিদান দিতে প্রস্তুত। তাই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে
 ছরসু শত্রুর সম্মুখে পাঠাতে চান। সুকুমার শিরীষ
 গুপ্প দিয়ে পর্ত্ত ভেদ করতে চান্।

রাগ বসন্ত ।—আড়াঠেকা ।

কেমনে ভীষণ রণে, পাঠাব তোমায় ।

সম কৃতান্ত, তীম সে অরিদল, ত্রাসিত বাসব ঝার ॥

মীন তাড়নে সিদ্ধু হয় কি কোণ্ডিত,

নীহার পতনে দাবানল কি নিস্তায় ॥

বীর হানিত ইষু, কেমনে সহিবে ।

নবনীত নিভ ভব এ কোমল কায় ॥

ছিন্ন-কোরক পদ্ম, রহে কি জীবিত ।

যাইয়া সমরে কিরে বধিবি আমায় ॥

অভি । মা ! আপনি বীরপত্নি, বীরউদ্ভি হষে, কেন ইতরা
 কামিনীর ন্যায় বীরকার্যে এত অনুৎসাহী হলেন ।
 আমি ষোণ্য কিনা তা না বিবেচনা করেই কি মহারাজ
 আমাকে এ কার্যে নিযুক্ত করেছেন । কোষবেরা
 আজ যে চক্রব্যূহ রচনা করেছে, তাহা ভেদ করতে
 মাতুল মহাশয়, প্রহর, পিতা আর আমি এই চারি জন
 মাত্র জানি । পিতা ও মাতুল মহাশয় যখন উপস্থিত

নাই, তখন আমি ভিন্ন পাণ্ডবশিবিরে আর কে এ কার্যের ভার গ্রহণ করতে পারে ? জননি ! চিন্তিত হবেন না। আমি অবিলম্বেই কোরবগণকে ধ্বংস করে এসে আপনার চরণ দর্শন করবো। মা ! আমি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, রণভূমিতে আমার ক্রীড়াস্থল। আমি সেই ক্রীড়া সমাপন করে এসে আপনার পদ বন্দন করবো। আপনি আর আমাকে বাধা দিবেন না।

সুত। বাছা ! বাধা দিয়ে আর কি করবো। পাহাড়ের চূড়া যখন ভেঙ্গে পড়ে, বৃক্ষের ডাল কি তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে ? আমি দেখছি, আমার কপাল ভেঙ্গেছে। কে যেন আমার কানে কানে বলে দিচ্ছে,—“অভাগিনীয়ে তোর সুখের শেষ দিন উপস্থিত”—(কাঁদিতে ২) চাঁদ ! তোর অভয়দাতা, বিপদ ত্রাতা মাতুল যখন উপস্থিত নাই, তখন তোর অনাখিনী জননীর সাধ্য কি, যে নিষ্ঠুর নির্দয়দের হাত থেকে তোরে রক্ষা করে। হায়, হায় ! শেষে কি আমার এই হলো ! আর বাপ ! একবার জনমের মত তোকে কোলে লই।

অভি। মা ! কেঁদনা, কেঁদনা। মিছে কেঁদে কেঁদে কেন শরীরকে কষ্ট দেবে, আর আমার অমূল্য সময় নষ্ট করবে। তার চেয়ে ভগবান্ ভুতভাবনকে আরাধনা কর, আমি অচিরে অস্তীষ্ট লাভ করে আসি।

(সারথির প্রবেশ)

সার। কুমার! আপনার রথ প্রস্তুত। সৈন্যগণ ও সকলে সজ্জিত হয়েছে।

অভি। (সারথির প্রতি) চল, আমি ও প্রস্তুত আছি।

(সারথির প্রস্থান)

মা! আর আমি বিলম্ব করতে পারি না। আমি আসি, বিদায় দিন।

সুত। (কাঁদিতে) বাছা! বিদায় কিরে? ওঃ! আর যে সহ্য হয় না।

(সারথির পুনঃ প্রবেশ)

সার। কুমার! শত্রুগণ ক্রমেই শিবিরের নিকটবর্তী হচ্ছে। গুপ্তচরগণ সংবাদ দিচ্ছে, যে দ্রোণাচার্য্য আজ মহারাজকে বন্ধন করবেন বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছেন।

অভি। আমি এখনই রথে আরোহণ করছি, তুমি সত্বর গিয়া সৈন্যগণকে নিষ্ক্রান্ত হতে বল।

সার। যে আজ্ঞা। (নিষ্ক্রান্ত)

অভি। জননী! এ সংবাদ শুনেও কি বীরপুত্র নিজীবের ন্যায় স্থির হয়ে থাকতে পারে। মা! স্নেহময়ী জননীর একমাত্র পুত্রের মঙ্গল কামনা বিচিত্র নয়; কিন্তু, তা বলে কি এমন স্থলে, এই আসন্নবিপদসম্মুখে কত্রিয়রমণী সশস্ত্র সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাতে কাতর হন?

(নেপথ্যে সিংহনাদ)

মা! ঐ শুন্ন, ঐ শুন্ন, শত্রুগণ উল্লাসভরে সিংহনাদ করছে। ক্রোধে আমার অঙ্গ হতে অগ্নিক্ষুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। শরীর কম্পবান্ হচ্ছে। মা! এখনও বিদায় দিন। আমি এই নিষ্কোষিত তরবারে সেই অধর্মজীবী পাষাণগণকে ধণ্ড ধণ্ড করে আদি। আপনি বীরপত্নী, বীরভগ্নী,—দেখুন লোকে আপনাকে বীরজননী বলে কি না ?

সুভ।

বৎস! আর আমি বাধা দিই না। আর তোমাকে নিরস্ত রাখতে চাই না। আর আমার সন্দেহ নাই— আর খেদ নাই। তোমার বীরদর্পে আমার মন যেন উল্লাসভরে উথলে উঠলো। নবজলধর যেমন তড়িৎঘটা বিস্তার করে, তোমার এই ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল তেমনি অগ্নিক্ষুলিঙ্গ বর্ষণ করছে। এ অগ্নি যে শত্রুকুল নির্মূল করবে, তার আর সন্দেহ নাই। স্বাণ্ড অভিমুখ্য, আমি কারমনোবাক্যে আশীর্বাদ করছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে রণে গমন কর। কিন্তু দেখো, যেন কুলগৌরব রক্ষা হয়। তোমার ভুবন বিজয়ী পিতা কখন রণে ভঙ্গ দেন্ নাই। নৈখো, যেন এ পবিত্র কুলে সে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। স্মরণ রেখো যে ক্ষত্রিয়বীর অকাতরে প্রাণভ্যাগ করে, তথাপি বিপক্ষকে পৃষ্ঠ লক্ষ্য কর্তে দেয় না।

অভি।

মা! আমি আপনার কুলাঙ্গার সন্তান নহি। কুলগৌরব রক্ষা করতে না পারি, পবিত্র পাণ্ডুকুলে কখনই কালি:

দিব না। জননি! আজ্ জ্যোতিষ্য প্রতিজ্ঞা করে
ছেন, ধর্মরাজকে বন্ধন করবেন। আমি ও আপনার
সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি, আজ ধর্মরাজকে আচার্য্য
স্পর্শ ও করতে পারবেন না। যখন আপনার আজ্ঞা
প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার আশীর্বাদ লাভ করেছি,
তখন আর আমার চিন্তা নাই। আমি এই মুহূর্তেই
কৌরবগণের চক্রবৃহৎ খণ্ড খণ্ড করে ফেলবো। যদি
পুতঙ্গের নিখাসে হিমাচল রসাতল যায়, যদি গভীর
সাগর শুষ্ক হয়, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে
না। জননি! আর বিলম্ব বিধেয় নয়। আপনি
আশীর্বাদ করুন। (প্রণাম করিয়া) আমি অচিরে
শত্রু দমন করে আপনার চরণ দর্শন করবো।

শুভ। চল বাবা! আমি ও তোমার মঙ্গল কামনার ইষ্টদেবের
পূজা করিগে।

(উভয়ে নিষ্কান্ত)

চতুর্থ অঙ্ক।

চন্দ্রধাম।

কিন্নর ও কিন্নরীর প্রবেশ।

পিলু বারোয়া।—কাওয়ালী।

কিন্নরী। মরি কি মোহন সাজে সাজিয়ে কানন।

রসস্তু রাজেরে আজি করিছে বরণ ॥

কুঞ্জে ২ গুঞ্জে অলি, পুঞ্জে ২ কোটে কলি,
মুঞ্জুরিত লতাবলি, কিবা সুশোভন ।
দেখ, শিখ ডালবাসা, বধুঁ হৃদে ডালবাসা,
তবু অলির পিপাসা, নহে নিবারণ ॥

সোহিনী বাহার।—আড়াঠেকা ।

কিন্নরী । ও তাবে অতাব কিহে ভেবে দেখ প্রাণেশ্বরী ।
তোমার প্রেমকমলে আবদ্ধ দিবা শর্করী ॥
তুমি কমলিনীশ্বরী, আমি ত অলি তোমারি ।
নির্মল মুখমণ্ডল, কতু না তুলিতে পারি ॥
পিরিতি পূর্ণ নয়নে, হেরি রূপ প্রতিকণে,
উথলে সুধার সিদ্ধু বচনে তব সু নদরি ॥

কিন্নরী । বা ! যেন মধুবর্ষণ হলো । কি আশ্চর্য্য ! প্রতিদিন
প্রতিক্ষণই নাথের মধুর কণ্ঠের সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণ
করছি তথাপি যেন কর্ণ পরিতৃপ্ত হচ্ছে না । আর
শুধু শ্রবণ কেন ? তোমার এই কমল বদন অবলো-
কন করে আমার উভয় নয়নই নিদ্রা বিস্মরণ করেছে ।
কিন্তু কৈ, তবুতো এক মুহূর্তের জন্য আকাঙ্ক্ষার হ্রাস
হলো না ; নিত্য নিত্যই যেন নবনব ভাবের আবি-
র্ভাব দর্শন করছি ; নাথ ! সত্য করে বল দেখি তুমি
কি কোন সোহিনী জান ?

কিন্নর । হাঁ প্রিয়ে ! জানি ; সে তোমার ইন্দীবরশ্যাম ঐ নয়ন-
ধুগল ; যা একবার নিরীক্ষণ করলে আর কারও
পালাবার পথ নাই ।

কিন্নরী । নাথ ! দেখ ! দেখ ! ভূতল হতে সহসা কি আলোক
উদ্ভিত হলো ।

কিন্নর । কই ; ও বুঝি মেঘবনিতা বিদ্যুন্নতা সোহাগ ভরে
তোমার এই কুসুম কোমল করপল্লবে বলয় পরাতে
আসছে । না, না, এ যে ভয়ঙ্কর আলোক ; সূর্য্যদে-
বের তেজকেও ম্লান করে উর্দ্ধে উঠছে । উঃ ! কি ভয়-
ঙ্কর ! কি চমৎকার ! কি অভূতপূর্ব্ব ! পঞ্চানন কি
অকালে প্রলয় উপস্থিত করতে পাণ্ডপত প্রয়োগ করে-
ছেন ? না দারুন দাবদাহে মেদিনী দগ্ধ হচ্ছে ? না
না, এ সমস্ত আলোক যে একস্থান হতে নির্গত হচ্ছে ।
উঃ কি ক্ষুলিঙ্গ !

কিন্নরী । নাথ ! এই মন্দার মালাই আজ আমাদের কেলি-
কুতুহলের যথেষ্ট হবে । আর পুষ্প চয়নের প্রয়োজন
নাই । চল শীঘ্র পলায়ন করি ।

কিন্নর । ছদয়েশ্বরী ! আমরা যে স্থানে অবস্থান করছি, এখানে
ভয়ের সমাগমের তো সম্ভাবনা নাই । স্থির হও,
দেখ, দেখ, কুরুক্ষেত্রে আজ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত ।
দানবদলনী দুর্গা যেন আবার দৈত্য দলনে অস্ত্র ধারণ
করেছেন । ঐ দেখ, অসংখ্য সৈন্যদল একমাত্র শিশুর
সমরে অস্থির হয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হচ্ছে । পাণ্ডুকুল-
তিলক অভিমন্যু কোরবগণের ব্যূহ ভেদ করে

সস্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিচরণ কর্ছে। ভগবান্-
ভূতনাথের বরে জয়দ্রথ আজ অজেয় পাণ্ডব সেনা-
গণকে অনায়াসে জয় করলে। উহাদের কেহই ব্যুহ
মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না।

কিন্নরী। আহা ! অভিমন্যু ব্যুহ মধ্যে একাই আবদ্ধ হলো।

কিন্ন। তা হোক্। লতাপাশ কতক্ষণ সিংহশিশুকে আবদ্ধ
রাখতে পারে ? প্রিয়ে ! দেখ, দেখ, ভীষণ আবর্ত
যেমন দূর হতে সকল বস্তুকেই আকর্ষণ করে, অগ্নি-
কুণ্ড যেমন অনায়াসে যজ্ঞ কাষ্ঠকে ভস্ম করে ; অর্জুন
আত্মজ একাকী তেম্‌নি অসংখ্য অরাতি নিপাত
করছে। পাণ্ডব নন্দনের পদভরে সসাগরা ধরা
অস্থিরা হয়ে মুহঁ মুহঁ কম্পিতা হচ্ছে ; সিংহ ব্যাঘ্র আদি
স্বাপদ কুল আকুল প্রাণে জনস্থানে ধাবমান হচ্ছে ;
বিহঙ্গ পতঙ্গ প্রভৃতি আতঙ্কভরে নিজ নিজ নীড় হতে
উড়তীন হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য শরনিকরে রুদ্ধ-পথ
হয়ে প্রাণত্যাগ কর্ছে।

কিন্নরী। তাইত, এমন অদ্ভুত রণ তো আমরা কখন দেখি নাই।
চল, আমরা নন্দন কানন হতে কুসুম চরন করে এনে
অভিমন্যুর উপর বর্ষণ করি।

কিন্ন। তা চল, এ উচিত কার্য্যই বটে। বিশেষ, আজ আমা-
দের মহোৎসবের দিন। আজ ঐ রণক্ষেত্রে অভি-
মন্যুর কলেবর পরিত্যাগ করে, চন্দ্রদেব আমাদের
চন্দ্রলোক উজ্জ্বল করবেন। আজ আমাদের এই
সুদীর্ঘ দুঃখের অন্ত হবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

(চক্রবাহ)

(বৃহস্পতি অভিমুখ্য ও চারিদিকে সৈন্তাগণ ।)

অভি । (স্বগতঃ) একি ! আমার অজের আত্মীরগণ কি কেহই
আম্নার অনুগমন করতে পারেন্ নাই ! এই অগণ্য
শত্রুসৈন্য মধ্যে কি আমি একা ! অসহায় ! হস্তার সাগ-
রের জলবিশ্বের ন্যায় কি মুহূর্ত্ত মধ্যে লয় প্রাপ্ত
হব । নদী যত কেন বেগে এসে সাগরে পড়ুক্-
না, ক্রমেক পরে তো অদৃশ্য হবেই হবে ।
হায় ! তবে কি আমার উপায়ান্তর নাই । এ কুটিল
সেনাচক্র হতে তো আমি নির্গমের কোন পথই জানি
না । হায় ! হায় ! কি করি, কি করি ! (চিন্তা)
কি ? আমার মনে অকস্মাৎ কেন এমন ভাবের উদয়
হলো । এই অসংখ্য শত্রুসৈন্য মধ্যে আমি একা,—
এই কি আমার ভয়ের কারণ ? ওঃ ! সহায় নাই,—নাই
থাক্‌লো । দানবঘাতিনী দুর্গা যখন দৈত্য সংহারে
প্রবৃত্তা হয়েছিলেন, তখন তাঁহার সহায় কে ছিল ?
পার্ব্বতীনন্দন কার্ত্তিকের যখন অসুর বধে ধনুক ধারণ
করেছিলেন ; তখন তাঁহার সহায় কে ছিল ? পরশু-

রাম যখন ধরিত্রীকে ত্রিসপ্তবার নিষ্কত্রিয়া করেন, তখন তাঁহার সহায় কে ছিল? অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমারই পিতা যখন খাণ্ডব দাহনে গাণ্ডীব ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁহার সহায় কে ছিল? আর আজই যে তিনি রণহুর্ষদ নারায়ণী সেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গেছেন, আজ তাঁর সহায় কে? বীরেরপুত্র, বীরের আবার সহায় কি? এই বিচিত্র শরাসনের সহারেই তো আমি কোরব দলকে আপাততঃ ছিন্ন ভিন্ন করেছি। কুকক্ষেত্র আজ সদ্য শ্মশানে পরিণত করেছি। ঐ যে! হুর্ষতি হুঃশাসন শরাসন নিষ্ক্ষেপ করে দূরে পলায়ন কর্চে। রে বৃথাক্রোধপরায়ণ! বীরাভিমानी পুরুষ! আজ সৌভাগ্য ক্রমে সমরাজনে তোরে দৃষ্টি করলাম। তুই যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভামধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট অপমান করেছিলি; আর কপট দূত আশ্রয় করে বলমদে মত্ত হয়ে মহাবীর ভীমসেনকে কুবাক্য বলেছিলি, আজ তার উচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হ। আর! আজ তোকে উচিত শাস্তি দিয়ে ক্রোধপরায়ণা জ্ঞপদ কন্যাকে, আর মহাবীর ভীমসেনকে সন্তুষ্ট করবো। রে কাপুরুষ! এ কটুক্তিতে ও তুই পলায়ন করলি। তা বিচিত্র কি! ভীক্ষুবিশ সর্পই ছারা স্পর্শে ফণা ধারণ করে; বলবিহীন কীট কি পদে দলিত হলেও উর্দ্ধ মুখ কর্চে সাহসী হয়। তাইত, এই অসংখ্য সেনানী মধ্যে এমন যোদ্ধা কি কেহই নাই, যে স্পর্শ

কাজে ও আমার সঙ্গে সম্মুখ সময়ে দণ্ডায়মান হই।
 কে, কুরু-রক্ষক কর্ণ কোথায়? রণভূমিদে জ্যোনাচার্য্য
 কি দূরে পলায়ন করেছেন? কৌরবরাজ হৃষ্যক
 আজ কোথায়? আঃ! (গাত্রে হাত বুলাইয়া) এই
 সকল বুদ্ধিহীন, অকর্ম্মণ্য সেনাগণের বৃথা যুদ্ধে আরাসে
 আমাকে বিরক্ত করে তুললে। ওরে, নিরীকোথ!
 তোদের এ অগণ্য শরে আমার কি হবে? মৃনালের
 কন্টক কি হস্তির চর্শ্বে আঘাত করে? তা যাই, এখানে
 আর বিলম্বে কাজ নাই; ঐ দূর ভাগে বড় বড় মহা-
 রথ দৃষ্ট হচ্ছে; হরত ঐ স্থানে আমার এই তীক্ষ্ণ শরের
 উপযুক্ত বীর দেখতে পাব।

(নিক্রান্ত)

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।

কর্ণ, অশ্বখামা, ও জয়দ্রথের প্রবেশ।

অশ্ব। তাও কি কখন হতে পারে? দেবরাজ কি কৌরবরা-
 জের অনিষ্ট সাধন করতে মানব দেহ ধারণ করে
 আমাদের ব্যুহভেদ করতে এলেন? তাঁর প্রায় আর
 অন্য কাজ নাই। তা হলে আর সকল দেবতার
 তাঁকে বলবে কি? আর কৌরবগৃহের অচলা কম-
 লাই, বা কি বলবেন?

জয়। তবে কোন মহাবীর বালকবেশে অনায়াসে আমার
 রক্ষিত ব্যুহভেদ করে প্রবেশ করলে? ষোড়শবর্ষ
 বয়সে অর্জুননন্দনের কি এ বীরত্ব সম্ভব হয়?

অর্থ। তা বিচিত্র কি? সময়শাস্ত্রে পারদর্শী পিতা তো অর্জুনকে শিক্ষাদান কর্তে ত্রুটী করেন নাই। তিনি আমাকে যে সকল অস্ত্র দেন নাই, অকাঁচবে তাহা অর্জুনকে দিয়াছেন। ক্ষীরদানে কালসর্পের বিষ বাড়িয়েছেন। কালসর্পের শিশু যে গরল উপকার করবে তা বিচিত্র কি?

কর্ণ। এই বিচিত্র শরাসন সেই গরলপায়ী মহাদেব। বীরবর! তুমি,—তুমি কেন, তোমার পিতাও সেই কালসর্প অর্জুনের প্রশংসায় অধীর হও। বীরবর! প্রভুতবিক্রম হস্তি আপনায় বল বিজ্ঞাত নয় বলে হস্তিযুধ একটা উপহাস বাক্য হরেছে। তোমরা যে দেখতে পাই ততোধিক। তোমার পিতা প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয়ের রণ শিক্ষক;—তুমি নিজে অতুলবিক্রম;—তোমাদের পিতাপুত্রের সম্মুখে দেবরাজ ইন্দ্র ও মশত্রে দণ্ডায়মান হতে ভীত হন;—তোমরা কি বলে সেই অজ্ঞাতবীর্ষ্য অস্ত্রভিক্ষুকের উপাসনায় অন্ধ হও। ভাল, যদি নিজের বল পরীক্ষা করতে কুণ্ঠিত হও, নির্ঝিষে সিদ্ধরাজের সহায়তা কর। আমি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে অবিলম্বে সেই প্রশংসিত-বিক্রম শিশুর সমুচিত শাস্তি দিয়ে আসি।

দম্ব। বীরের উচিত প্রশংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম;—উপাসনা চাটু-কারের কাজ। উপযুক্ত ব্যক্তির স্তুত্যাতি করলে অস্ত্র যোগ্যব্যক্তির নিন্দা করা হয় না। অর্জুন আমার অপেক্ষা অস্ত্রশিক্ষা অধিক পেয়েছেন; এ কথা যে

মুখে বলি, সেই মুখেই আবার বলি, যে এই শাবিত্ত
অস্ত্রের তেজ অনায়াসে তার শিক্কাকে অতিক্রম
করতে পারে। পিতার অপার শিক্কাই তার মস্তিষ্কে
প্রবেশ করেছে,-তার ভুবনবিজয়ী অদ্বুতবীর্য্য তো
এই বাহুতে প্রবাহিত হচ্ছে। (কোলাহল) বীরবর !
ব্যুহের অভ্যন্তরে যেরূপ কোলাহল হচ্ছে, তাতে বোধ
হয় সেখানে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। চল আমরা
ও সেই স্থানে যাই। বীরশ্রেষ্ঠ সিদ্ধুরাজই একক
ব্যুহদ্বার রক্ষণে সক্ষম।

জয় । যখন আমার এই বিচিত্রধনুঃ মণ্ডলাকারে ব্যুহদ্বার
রক্ষা করছে, তখন নিশ্চিত মনে আপনারা স্ব স্ব কার্য্যে
গমন করুন। তীক্ষ্ণধার সূক্ষ্মহৃদীর ন্যায় শিশু ইহার
মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে ; নইলে, দেব দৈত্য
যক্ষ, রক্ষ এর মধ্যে সাধ্য কার, যে সম্মুখ সমরে ইহার
মধ্যে প্রবেশ করে ?

কর্ণ । আর করলেই বা কে নিস্তার পায় ?

জয় । আপনারা নিশ্চিত মনে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করুন।

(কর্ণ, ও অশ্বখামার গমন)

জয় । (পদচালনা করিতে করিতে স্বগতঃ) আজ আমার
কি শুভদিন ! কঠোর উপস্যার পঞ্চাননকে তুষ্ট করে,
আমি যে বর পেয়েছি, আজ তার পরীক্ষার উপযুক্ত অব-
সর। আজ গুরুদেব যে ভার দিয়াছেন, তা রক্ষা কর্তে
পারলে মহারাজ হৃষ্যোধন নিশ্চয়ই আমার উপর ষাট
পর নাই সন্তুষ্ট হবেন। আর এই অসংখ্য বীরকুল মধ্যে

আমার নাম ও উজ্জ্বল হবে। আজ একবার ভীমসেন এলে হয়। কাম্যবনে, নিৰ্জনে পেরে সে আমার যে যথেষ্ট অপমান করেছিলো, আজ এই সৰ্বজন সমক্ষে তার উচিত প্রতিফল দেবো। আজ জগৎ জান্বে যে ভীম বড় কি জয়দ্রথ বড়। এর পর, আর কোন যোদ্ধাই আমার সমক্ষে অস্ত্রধারণ করতে সাহস পাবে না। সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ বীরগণের অগ্রগণ্য হবে। (চিন্তা) আর বেশ হয়েছে। কর্ণ, অশ্বখামা, এঁরা যে অন্তরে গেছেন তাতে সুবিধাই হয়েছে। তারা উপস্থিত থাকলে, এ জয়ের গৌরব তাদের নামকেই শোভিত কর্তো। আমার তপোবলের বিচিত্র ফল মিল্‌য়েই যেতো। তা হবে কেন? ভগবান ভূতভাবন যখন প্রসন্ন হয়ে বর দান করেছেন, তার উচিত ব্যবহারের সুবিধাও তিনি ঘটাইয়েছেন। হে দেবাদিদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি! হে অনাথ নাথ! হে ভক্তজনমানসপূর্ণকারি! হে আশুতোষ! আজ আপনার দত্ত বিভবে আমি অতুল গৌরব উপার্জন করবো। দেব! করযোড়ে প্রার্থনা করছি, আজ যেন আমার অভীষ্ট লাভ হয়, আজ যেন হুঁরাওয়া ভীমসেনের দৰ্পচূর্ণ হয়, আজ এই প্রবল পদাঘাতে তার বিপুলদেহ দূরে নিক্ষেপ করবো, তার চিরসঞ্চিত যশোরশি ধূলিকণার ন্যায় উড়্‌ইয়ে দেবো। আজ এই শতসহস্র যোদ্ধার সমক্ষে সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথের বীর নাম সংস্থাপন করবো। আজ কাহার ও

সাহায্য অপেক্ষা করবো না। সামান্য একটি সৈন্য-
কের শর ও সেই বিপুল দেহ লক্ষ্য কর্তে দেবো না।
স্বরংই বিচিত্র তপোবলে স্ব নাম সংস্থাপন করবো।”

(পদচালনা)

কই, এখন ও যে সে ছুরাঙ্গাকে দেখতে পাচ্চিনা।
তার ভ্রাতৃপুত্র একক ব্যূহমধ্যে আবদ্ধ হয়েছে ; সৈন্য-
গণ এই ভীষণ শরাঘাতে হতচেতন হয়ে বিমুখ হয়েছে।
এ সংবাদ শুনে ও কি সে নিরস্ত আছে। তার
কোপাঙ্গি যে অকস্মাৎ জলে উঠে; তার দর্প যে
বাতাসের ভরে উথলে ওঠে। আজ্ এই দর্পহারি
সদর্পে দণ্ডায়মান, আজ সে এখন ও আসছে না
কেন? আঃ এ বিলম্ব যে আর সহ্য হয় না। (পদ-
চালনা) ঐ না দূরহতে সৈন্যকোলাহল শুনা
যাচ্ছে ; ঐ না হিমাচলে শালবৃক্ষের স্যায় তার গদা
দূর হতে দেখা যাচ্ছে। আর চিন্তা নাই। সৈন্য
গণ! তোমরা প্রস্তুত থাকো। আমার আজ্ঞা ব্যক্তি-
রেকে কেহই জ্যা আকর্ষণ করো না। স্থির হয়ে
নিরপেক্ষের মত আমার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করবে।

(পদচালনা)

(ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ভীম। ধৃষ্টদ্যুম্ন? এই কি সেই অপূর্ব, অভেদ্য ব্যূহ ;—এই
ব্যূহের মুখ হতেই কি আজ তোমরা সৈন্য দুইবার
বিমুখ হয়েছে।

যুঁট। বীরশ্রেষ্ঠ! এই সেই অভেদ্য চক্রবাহ। দেখুন ইহার কোনদিকে মক্ষিকার ও প্রবেশের পথ নাই। রণগুরু দ্রোণাচার্য্য অদ্বুত বিদ্যাযবে এই আশ্চর্য্য সৈন্যসমাবেশ করেছেন।

ভীম। এঁক! সিদ্ধপতি জয়দ্রথ কি এর দ্বার রক্ষক। তবেই যুঁধিছি এর যত বল। হাঃ, হাঃ, হাঃ, তখনই তো আমি বলেছিলাম, যে তোমরা নূতন বিধি দেখে ভয়েই আকুল হয়েছো। যুদ্ধকালে অঙ্গ সকল পক্ষাঘাতের রোগীর ন্যায় হতচেতন হয়েছিলো, তাই পরাস্ত হয়ে প্রত্যাগমন করেছো। জয়দ্রথ, দ্বার রক্ষক! কেমন আর কোন মহারথকে তোমরা এর সম্মুখে দেখে-ছিলে।

যুঁট। না বীরবর! একা জয়দ্রথই আমাদের নিরস্ত করেছে। কি জানি কোন্ অদ্বুত মন্ত্রবলে, কি হর্কৌষ্য দৈববলে তার পরাক্রম যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কার সাধ্য তার সম্মুখে দাঁড়ায়। আজ সমস্তই যেন অত্যাশ্চর্য্য; কৌশলময়।

ভীম। এই ভীষণ গদাঘাতেই সকল মন্ত্র, সমস্ত কৌশল অস্ত হিত করবো। তুমি সৈন্যগনকে নিয়ে ব্যূহের পার্শ্ব সকল আক্রমণ করগে; আমি এখনই ঐ কাপুরুষকে তৃণবৎ হুরে নিক্ষেপ করে অভিমত্ন্যর অনুসরণ করি (ব্যূহমধ্যে কোলাহল) ব্যূহমধ্যে ঘেরণ কোলাহল শুন্ছি, তাতে বোধ হচ্ছে, যে প্রিয়তম ভাতপুত্র সেখানে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে—আমি অবিস-

যেই সহস্র সহস্র পতককে সেই অগ্নিতে আছতি
দিই গে ।

ধৃষ্ট । যে আজ্ঞা—ভাল এক কথা জিজ্ঞাসা করি, কিয়ৎ-
সংখ্যক সৈন্য আপনার পশ্চাতে রেখে গেলে ভাল
হতো না ।

ভীম । আমার সঙ্গে সৈন্য,—কেন ? আমার গদা কি সারহীন
হোয়েছে; না আমার এই বিশাল বাহু হতচেতন
হয়েছে, যে এই শৃগালের পাল ধ্বংশ করুতে সাহায্য
অপেক্ষা করে । যাও ধৃষ্টছন্ন ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে
সমস্ত সৈন্য সঙ্গে করে ব্যূহের অপর পার্শ্ব আক্রমণ
করবে । আমি অবিলম্বেই পর পার্শ্বে উপস্থিত
হবো । যাও, তুমি আর বিলম্ব করো না ।

ধৃষ্ট । যে আজ্ঞা ।

(নিক্রান্ত)

ভীম । (জয়দ্রথের প্রতি) এতো কম আশ্পর্কী নয় । রে
পামর ! তুই কি অন্ধ হয়েছিলি, না উন্মত্ততা তোকে
আচ্ছন্ন করেছে । ভীমসেনের বিশাল দেহ সম্মুখে
উপস্থিত দেখে, তুই কি সাহসে এখন ও দণ্ডায়মান
আছিলি ।

জয় । এই সাহসে, যে ভীমসেন রণপরাঙ্মুখ নয় ।

ভীম । তুই যথার্থই উন্মত্ত হয়েছিলি, না কি ? নিকোঁধ ! সে
তোর সাহস না শঙ্কার কারণ ?

জয় । সাহস, এই যে তুই প্রাণভরে পলায়ন করবি না ।
সিদ্ধুরাজের পদাঘাত সহ্য করবি ।

- ভীম । কি, আমাকে এই বাক্য ? জানিস্, যে তই অতুল-বিক্রম ভীমসেনের সঙ্গে কথা কচ্ছিস্, যার নিঃশ্বাসে তোর মত শত শত পতঙ্গ পক্ষঃহীন হয় ।
- জয়দ্রথ । জানিবে পামর জানি যে দান্তিক, দর্পময়, বাক্‌সর্কস্ব ভীম আমার পদাঘাত প্রার্থনা কর্ছে ।
- ভীম । উন্মত্তকে আক্রমণ করা বীরের কার্য নয় । জ্যোপদীর কোমল পদাঘাতে যার কুৎসিত অবয়ব আরো বিকৃত হয়েছে, সেই কাপুরুষকে গদাঘাত করে আমার অক্ষয় যশোরীশি আমি কলঙ্কিত কর্তে চাহি না । ছাড়্ মুঢ়মতি ! এখনও পথ ছাড়্ । হাড় মাংস নিয়ে এখনও পলায়ন কর্ । আর আমার কোপানল উদ্দীপিত করিস্নে । এ কাম্যবন নয় ;—যোর রণ-ক্ষেত্র ;—ক্ষমাশীল সুধিষ্ঠির এখানে উপস্থিত নাই ;—শত্রুদমন ভীমসেন গদাহস্তে দণ্ডায়মান্ । উগ্ধস্তের উপেক্ষা কর্বে না ; এবার কখনই ক্ষমা কর্বে না । এখনই তোর অস্থি চূর্ণ করে ধুলার ন্যায় ছুর আকাশে উড়্ইয়ে দেবো ।
- জয়দ্রথ । যতক্ষণ মিথ্যা বাক্য ব্যর্থ কর্ছিস, ততক্ষণ আমার অস্ত্রের সমক্ষে আগমন কর্তে সাহসী হলে এতক্ষণ তোর সমরসাধ পূর্ণ কর্ভাম ; দর্প চূর্ণ হতো ; অস্থি অদৃশ্য হতো । তা বল, নীর্ঘ্য, সাহস থাকলে, তেঃ যুদ্ধ কর্বি । এখন যা, আর আমাকে বিরক্ত করিস্নে । তোদের বংশধর বালককে যখন বন্দী করেছি, তখন আর আমাদের ক্ষোভ নাই । এখন ছর হ ।

ভীম । না আর সহ্য হয় না।— যা রণক্ষেত্রের ধূলি বৃদ্ধি কর্।

(গদা উত্তোলন করণ)

জয়দ্রথ । (গদা অসিঘাতে তুই খণ্ড করিয়া) দেখুক্,—কুরুক্ষেত্র দেখুক কে ধূলিসার হয়।

ভীম । কি চমৎকার ! তুই যথার্থই মন্ত্র বল পেয়েছিস্ না কি ! ভীমের ভয়ঙ্কর গদা, যাহা এক আঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করে তুই কোন বলে তাহা ভগ্ন করলি।

জয়দ্রথ । ভীমের বাক্যই মেদিনী রসাতল দেয় -; কার্য্য — এই-রূপে লোকের উপহাস জগায় ।

ভীম । দেখ্ তোয় মন্ত্রবল কোশল সকলই এই বজ্রমুষ্টির আঘাতেই লয় প্রাপ্ত করি।

জয়দ্রথ । থাক্ তোয় মুষ্টি ঐ স্থানেই থাক্। রে দান্তিক অকি-কিৎকর পামর ! যে মুষ্টি দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করে তাকে বজ্রমুষ্টি বলে না।

ভীম । কি চমৎকার ! এ যে অপূৰ্ণ ক্ষমতা । দেব দৈত্য নর ঐশ্বর্য্য কাহার ও তো এ ক্ষমতা সম্ভব হয় না। দেখি তোয় মন্ত্রবল কতক্ষণ এই প্রবল পরাক্রমকে নিরস্ত রাখে। তুই যদি যথার্থই দৈববলে বলী হয়েছিস্, তো এই সিদ্ধগদা ধারণ করে আমি নিজের পথ পরিষ্কার করি।

(পদ ধারণ করিতে গমন ।)

জয়দ্রথ । হাঁ এ উচিত কার্য্যই বটে। মুষ্টিভিক্ষার পর রাজপদসেবা করা তোয় মত ভিক্ষুকের গৌরবের কৰ্ম্ম।

ভীম । সে যেমন সৃষ্টিভিক্ষা, এ তেমনি রাজপন সেবা ।

জয়দ্রথ । ভিক্ষার যে পুরস্কার, সেবার ততোধিক্ । দেখ সৈন্য-
গণ, দেখুক্ সমস্ত জগৎ দ্বান্তিক্ ভীম রণস্থলে বিপ-
ক্ষের পদধারণ করে জীবন ভিক্ষা চায় ।

ভীম । না এ উপহাস আর সহ্য হয় না । থাক্, দূরাত্মা
কীচককে যেরূপে বধ করেছিলাম, তোকে ও তেমনি,
করে সহ্যার করি ।

(মহাদেবের প্রবেশ)

একি ! (জামু পাতিয়া) দেবাদিদেব ত্রিশূলপাণি স্বয়ং
এর পৃষ্ঠরক্ষক ।

(উভয়ের স্তব)

রাগ ভায়রো ।—তাল ঝাপতাল ।

কিবা জ্বলে অনল তালে, গঙ্গা জটাজালে,
মনোহর দরশণ চন্দ্র কপালে ।

বিল্ল পত্র পায়, লাল চন্দন কি শোভা,
ভৈরবরূপ, শোভে কটি রাঘহালে ॥

কৈলাষ ভূষণ, ভুবন মোহন তনু আভা,
ভীমশূল হস্তে ধরি, নাচ কি তালে ।

ভীষণ কণিঘর তনু, বৃষভবরবাহন,
সুশোভিত চরণ কি, কিরণ মালে ॥

শিব । কাস্ত হও, বৃথাযুদ্ধ কেন কর আর ।

সহায় যাহার আমি, কি ভয় তাহার ॥

রুদ্রভেজে পূর্ণ আজি, জয়দ্রথ বীর ।

ছাড়ি রণ ষাও ভীম আপন শিবির ॥

ভীম । হে অনাথনাথ ! হে মৃত্যুঞ্জয় ! হে আশুতোষ ! এ কি আদেশ করছেন । এ যে আপনার উক্ত শাস্ত্র সমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত । দেব ! আপনিই তো বলেছেন, যে যে ক্ষত্রিয়ধর্ম সমুখ সমরে ভঙ্গ দেয়, সে ইহকাল, পরকাল, উভয়কালই নষ্ট করে । তার কলঙ্কের শেষ থাকে না । পর্বত্র পাণ্ডুকুলে জন্ম গ্রহণ করে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুজ হয়ে, আমি কেমন করে সেই কলঙ্করূপে ঝাঁপ দেবো । কেমন করে জঘন্য সারহীন নিকীর্যের মত ঐ কাপুরুষের হস্তে অপমানিত হয়ে মুহু শরীরে শিবিরে প্রত্যাগমন করবো । আমাদের কুলভূষণ, বংশগৌরব ভাতপুত্র অভিমন্যু একক এই কুটিল ব্যূহচক্রে আবদ্ধ হয়েছে ;—আমি তাকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞা করেছি ; এখন কেমন করে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাকে এই নৃশংস শত্রুহস্তে বিসর্জন দিয়ে রণক্ষেত্র হতে প্রত্যাগমন করবো । দেব ! আপনার প্রসাদে তো পাণ্ডবগণের অক্ষয় যশ ছুবনে কুত্রাপি অবিদিত নাই । ভীমের বাহুবল কে না বিজ্ঞাত আছে । সেই ভীমসেন আজ কি বলে এমন নীচ, কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ করবে ? এ পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, আমি এর পর কেমন করে জগতে মুখ দেখাব ।

শিব । অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য, কে করে খণ্ডন ।
হইবে মঙ্গল শেষে, করহ গমন ॥

(গমনোদ্যত)

ভীম । হে অনাথ নাথ ! হে ত্রিদেবেশ্বর ! তা কখনই হবে না । যদি শিববাক্য একান্তই অলঙ্ঘ্য, যদি আমাদের কুলার্জিত ধর্মবল, সকলই বিফল ;—হে আশুতোষ ! যদি ঐ বীর্ষ্যবিহীন, কুটিলবুদ্ধি কাপুরুষের প্রতি আপনি একান্তই কৃপাবিত ; যদি ভীমসেনের প্রবল পরাক্রম আজিকার রণে একান্তই ব্যর্থ, তবে এই ঘৃণিত, অকিঞ্চিৎকর প্রাণ এ পাপদেহে আর এক মুহূর্ত্ত রাখতে ইচ্ছা করি না । হে শূলপানি, আর এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকুন । এমন জীবন সংশয়ে ফেলে সহসা অন্তর্হিত হবেন না । যদি অসাধারণ অমুগ্রহ প্রদর্শন করে, এই অভাগাকে দর্শন দিয়েছেন, তবে আর এক মুহূর্ত্ত ভূতলে অবস্থান করুন । আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন । আপনার ঐ জগৎসংহারকারি অমোঘ ত্রিশূল দিয়ে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করুন । ভীমের যশ ও প্রাণ এক সঙ্গেই পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হোক । আর আপনার ঐ পবিত্র ত্রিশূলস্পর্শে এ পাপ প্রাণের ও উদ্ধার সাধন হোক । দেব ! কর-যোড়ে প্রার্থনা করছি, আপনি আমার জীবন গ্রহণ করুন । হায় ! হায় ! এ অভাগার প্রতি কি আপনার করুণা হলোনা । হে শূলপানি ! হে সংহার

কর্তা, এমন করে সজ্জিত হবেন না, হবেন না আর
এক মুহূর্তে মর্শন দিন আপনার ঐ শ্রীপদমুগলে এই
অসার জীবন বিসর্জন দিই ।

(শিব ও ভীম নিকৃান্ত)

অরজ্জথ । (স্বগতঃ) । আঃ এতদিনে আমার মনের কালি
ঝুচলো ; এত দিনের সাধ আজ পূর্ণ হলো । এ জর
ঘোষণা হরতো এতক্ষণ মহারাজ হৃষ্যোদনের কর্ণ-
গোচর হয়েছে । বাই একবার ব্যূহের অভ্যন্তরে বাই ।
লোকে এখন আমাকে ভীমের দর্পহারি বলে কোতুকের
সহিত দেখতে আসবে ।

(নিকৃান্ত)

পঞ্চম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তভাগ ।

দ্রোণ, অশ্বখামা, কর্ণ, হুশাসন, অরজ্জথ ও কৃপাচার্য্য ।

কর্ণ । তার পর ।

অশ্ব । তারপর আর আমার চেতনা ছিল না । যখন পুনরায়
চক্ষুঃ উন্মীলন করলেম তখন সমর ক্ষেত্রের এই প্রান্ত
ভাগে তোমাদের দেখতে পেলেম ।

- জোন । হায় হায় সকলেরই কি এক দশা ।
- জয় । তাহঁতো এ কথায় বিশ্বাসই বা করবে কে? কর্ণ, জ্যোৎস্না, হুঃশাসন, এরা যে বালকের সহিত রণে হতচেতন হয়ে বিমূৰ্ছ হয়ে ছিলেন, এ কথায় কি কারো প্রত্যয় হয় ।
- কপ । প্রত্যয় হোক আর নাই হোক ;—এখন আমাদের রক্ষার উপায় ।
- কৃপা । উপায়ের মধ্যে তো—

দুর্যোধনের প্রবেশ ।

দুর্য । কি আশ্চর্য্য ! একি ব্যবহার ! মহারণ কর্ণ, বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বখামা, প্রাণের ভাই হুঃশাসন, তোমরা সমর শাস্ত্রের এ নূতন নীতি কোথা হতে শিখলে ? সমূৰ্ছ সমর ত্যাগ কর্তে কে তোমাদের উপদেশ দিলে ? এই যে গুরুদেব ও স্বয়ং উপস্থিত । কি চমৎকার ! গুরো ! এ বিচিত্র রণকৌশল কি আপনি এই বীরগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ; আর এই অপূৰ্ব্ব কৌশলের বলেই কি আজ এই নিন্দিত ঘৃণিত শত্রুপদদলিত জীবন রক্ষা করতে মানস করেছেন । ধিক্, আপনার যুদ্ধ শিক্ষাকে ধিক্ এই সকল বীরাত্মমানী রণত্যাগী, কাপুরুষগণকে ও ধিক্ আর তদুপেক্ষা শতধিক্ আমাকে যে এই বীর্য্যহীন, রণপরায়ণ মুখদের সঙ্গে করে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি । বাও যোধগণ ! অন্তঃপুরে অঙ্গনাগণের অঞ্চলের শরণ লওগে । তোমাদের এ বৃথা আরাগে

প্রয়োজন করে না। কোরব নাথের এই বিশাল গদাই নিজ গোরব রক্ষা করবে।

দ্রোন। মহারাজ! আজ জানুলেম যথার্থই বিপদ কালে বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়। কার প্রতি আপনি এসকল কটুক্তি প্রয়োগ করচেন? রণভূমি যাদের ক্রীড়া স্থল, যুদ্ধ যাদের বিনোদন, পৃথিবী যাদের তুল্য বীর কখন প্রসব করেন নাই; আপনি সেই অতুল বিক্রম মহাপুরুষগণকে ইতরের ন্যায় ভৎসনা করছেন। রণপরাঙ্মুখ! রণপরাঙ্মুখ কারা? আমার অজ্ঞের শিষ্যগণের শত্রুরাই চিরকাল রণে ভঙ্গ দেয়। দেখুন দেখি, ইহাদের বিশাল পৃষ্ঠদেশ কি অস্ত্রের কলঙ্ক কখন ধারণ করেছে?

দ্রুপদ। গুরুদেব! তবে আজ কোন কারণে ইহারা সমরাজ্ঞন পরিত্যাগ করে নির্জনে উপস্থিত হয়েছেন।

দ্রোন। মহারাজ! রথি অস্ত্রঘাতে অচেতন হলে সারথি রথ প্রত্যাবর্তন করে, ইহাই চিরপ্রচলিত যুদ্ধ নীতি এই সকল মহারথ অজ্ঞান অবস্থাতেই একে একে এই স্থানে আনীত হয়েছেন।

দ্রুপদ। সে কি গুরুদেব! হুঃশাসন, অস্থামা, কর্ণ, এরা রণক্ষেত্রে অচেতন হয়েছিলেন,—কার সমরে তাঁরা অস্থির হয়ে চেতনা হারাইয়াছিলেন। যার পিতা পিতৃব্যগণকে হুচ্যুত্রে ভূমিখণ্ড দিতে কোরব নাথ অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, বন যার জন্ম, পশুর পশ্চাৎ ধাবন যার রণশিক্ষা,—যে এখন ষোড়শবর্ষ

উল্লীর্ণ হর নাই, সেই নিভান্ত অবোধ অক্ষম শিশুর
সমরে কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দুঃশমন প্রভৃতি মহাধমুর্কিরগণ
চেতনাবিহীন হয়েছিলেন। ছি ছি গুরুদেব! এ
কথা বলবেন না, বলবেন না। এ উপহাস বাক
আপনার ও অকথ্য, আর মহারাজ দুঃখোধনের ও
অবণের অযোগ্য।

অথথামা। কুরুরাজ! কত্রিয়গুরু দ্রোণাচার্য্যের মুখে কি রণস্থলে
উপহাস বাক্য নির্গত হয়। মহারাজ এ উপহাস
নয়;—বাস্তবিক জীবন্ত সত্য। চলুন রণক্ষেত্রের মধ্য-
স্থলে চলুন; দেখবেন মহাবীর অভিমন্যু যেমন চক্রের
ন্যায় চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে; শরংকালের জুঘ্যদেবের
ন্যায় তার ধনুঃ প্রতিনিরতই তেজ উৎসার করছে; মকর মৎস্য যেমন পুচ্ছাঘাতে সাগরের তরঙ্গকে শাসিত
করে; ঝটিকা যেমন তীব্রবেগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে
অনারাসে সমূলে উচ্ছেদ করে; ভূমিকম্প যেমন
মুহূর্ত্তমধ্যে অটল অচলকে সচল করে শত যোজন
দূরে নিক্ষেপ করে; সেই রূপ ঐ অদ্বুতবীর্য্য মহাপুরুষ
নিমেষ মধ্যে আমাদের ন্যায় অতুল বিক্রম যোদ্ধা-
গণকে দূরে বিক্ষিপ্ত করেছে।

কর্ণ। মহারাজ! বালকবীর যে এমন রণপ্রবীর তা আমরা
দ্বপু ও জান্তাম্ না। আপনি তো কত্রিয় সন্তান, কুরু-
কুলরাজ, সসাগরা সদ্বীপাধরগীর এক মাত্র অধীশ্বর, রণ-
কার্য্য তো আপনার অজানিত কিছুই নাই। চলুন দেখি,
সেই বালকের রণে আপনার ও বিস্ময় উপস্থিত হবে।

কৃপা । কৌরবনাথ ! অধিক কি আমাদের পক্ষের ঘোড়ারা
তাহার গাত্রে যে সকল অস্ত্র প্রয়োগ করছে, কি জানি
কি মন্ত্রবলে না বিচিত্র কবচের গুণে, সে সকল পর্ব্বতের
পৃষ্ঠ হতে লোষ্ট্র বৎ দূরে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে ।

কর্ণ । এমন স্থলে তো সম্মুখ যুদ্ধ কোন মতেই সম্ভবে না ।

হৃষ্যে । বীরগণ ! তোমাদের বাক্যে ও ব্যবহারে যে আমাকে
বিশ্বয়ে অভিভূত করলে । গুরুদেব ! আপনি যে
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্জুন উপস্থিত না থাকলে যুধি-
ষ্ঠিরকে নিশ্চয়ই বন্দী করবেন । তাকে বন্দীকরা
দূরে থাক্, এখন আমাদের সৈন্যরক্ষার উপায় কি ?

দ্রোণ । মহারাজ ! বলতে কি আমি এপর্যন্ত পরিত্রাণের কোন
উপায়ই উদ্ভাবন করতে পারি নাই ।

হৃষ্যে । এ ক্লি কথা গুরুদেব ! তবে কি আপনি সহায় থাকতে
কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সেনাপতিগণ বিদ্য-
মানে, আর এই একাদশ অক্ষৌহিনী চতুরঙ্গিনী সেনা
সমক্ষে মহারাজ হৃষ্যেয়াদনকে শরাসন বিসর্জন করে
জীবন আশয়ে পলায়ন করতে হবে ? না গুরুদেব !
তা কখনই হবে না । হৃষ্যেয়াদনের দেহে প্রাণ থাকতে
একথা কখনই সম্ভব হবে না । আপনারা যুদ্ধে পরি-
ভ্রান্ত হয়ে থাকেন, এই স্থলে নির্ঝিষ্মে বিশ্রাম করুন ।
দেখুন, কৌরবরাজের এই বিশাল বাহু স্বরাজ্য রক্ষণে
শক্ষম কি অক্ষম ।

দ্রোণ । এ তো রাজোচিত বাক্য ।

কর্ণ । আর রাজপ্রসাদভাগী বীরগণের ও উচিত কাৰ্য দেখুন ।

চলুন, মহারাজ আপনার এই অগণ্য সৈন্য মধ্যে এমন কাপুরুষ কেহই নাই, যে রাজার দেহরক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ পরিত্যাগ করতে না পারে।

হুঃশাসন। মহারাজ! ঐ দেখুন বীরবর অপ্রতিহত গতিতে আমাদের অভিমুখে ধাবমান হচ্ছে।

(সকলে সমস্তরে, জয় কৌরবনাথের জয়, ইত্যাদি)

হুঃশাসন। গুরুদেব! গুরুনন্দন! কৃপাচার্য! কর্ণ! হুঃশাসন! এস আমরা কয়জনে চতুর্দিক হতে বেঠন করে অভিমুখ্যর উপর বাণ নিক্ষেপ করি।

দ্রোণ। সে কি মহারাজ! এমন নীতিবিগর্হিত, অশাস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করলে, লোকে আপনাকে অক্ষত্রিয় বলে উপহাস করবে যে।

কর্ণ। আপনার শাস্ত্র, অশাস্ত্র, সুনীতি, দুর্নীতি হুরে রাখিয়া দিন। সমরে আবার শাস্ত্র কি? ছলে হোক বলে হোক, কৌশলে হোক, জয়লাভ করতে পারলেই হলো। (সব্যস্তে) এই যে অর্জুন নন্দন উপস্থিত আর বিলম্বে কাজ নাই।—

(অভিমুখ্যর প্রবেশ)

অভি। (সহর্ষে) এই যে সময়ের সারাংশ এই স্থানেই। (ধনুকে টঙ্কার দিয়া) রে বীরাভিমানী কাপুরুষগণ! সিংহ ভরে শৃগালের ন্যায় পলায়ন করে তোরা কি পরামর্শে প্রবৃত্ত হচ্ছিস্।

কর্ণ। রে অক্ষত্রিয়ডিম্ব! আমরা এই পরামর্শ করছি যে ষোড়-

শব্দ বয়স্ক শিশু যদি স্পর্শে বর্ষতঃ গুরুজনের অবমাননা করে, তার কি শাস্তি বিহিত।

অভি। অগ্রে পরস্বাপহারী পরজ্যোহী নীচগণের কি শাস্তি হয় প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কর। (এই বলিয়া শরনিষ্ক্ষেপ)

(অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া ধুঙ্ক)

(সক্ৰোধে)রে ছুরাঙ্গা অধাশ্মিক অক্ষত্রিয়গণ, তোরা একত্র সর্বদিক হতে শরবর্ষণ করে আমাকে পরাজয় কর'বি মনে করেছিস্। এই দেখ্ আমার দুই হস্ত তোদের চতুর্দশ হস্তের অধিক বল ধারণ করে কি না। সাবধান কর্ণ, এই শরে তোর শিরশ্ছেদ কর'বো।

(কণের মস্তক স্থানান্তর করণ)

ধিক্‌পামর! তোর প্রতি আর অস্ত্র প্রয়োগ কর্তব্য নয়।

কর্ণ। রে দাস্তিক বালক! তোর শরের বল কত তা পরিষ্কার না করে এবিচিত্র বর্ষে উহা স্পর্শ করতে দিলে যে আমার কলঙ্ক হবে।

অভি। রে মিথ্যাভাষী কাপুরুষ আমার তীক্ষ্ণশারকের বল কি এখন ও তোর অজ্ঞাত আছে। রণভূমে অচেতন হয়ে পলায়ন কি স্মরণ নাই। তা দেখ্, এই শাণিত শরের বল তোর অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত অবগত হয়।

কর্ণ। রে নির্কোধ শিশু ; তোর প্রতি আর কি অস্ত্র প্রয়োগ করবো। এই বজ্র মুষ্টিতে তোর মস্তক চূর্ণ করি।

হুয্যো। ১ না, না, এই প্রবল বাহুবলে উহা বিচ্ছিন্ন করে আমি পদে দলিত করবো।

স্রোণ । মহারাজ ! এ ধর্ম্মযুদ্ধ নয় ! এমন অধর্ম্মরূপে বাঁপ দেবেন না ।

কর্ণ । মহারাজ ! ও রাজপদস্পর্শ করবার ষোণ্য সামগ্রী নয় ; আপনি আমার শীকার হরণ করবেন না ।

অভি । কে কার শীকার দেখ্ ।

(বাণ নিক্ষেপ, কর্ণ অচেতন)

আর না হতচেতনের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ বিবেক নয় । এই যে কুরুরাজ স্বয়ং উপস্থিত । দাস্তিকরাজ দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমার দর্পচূর্ণ করি ।

দ্রুপ্যো । রে অবোধ বালক ! তোর প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করলে যথার্থই আমার দর্পচূর্ণ হবে । সম্মুখে এই ভীষণ গদা ধারণ করলেম্ । ভয়নাই, ইহা তোর সুকুমার দেহ পেণ্ডিত করে কলঙ্কিত হতে চাহে না । তুই নির্ভরে ইহার উপরে অস্ত্র পরীক্ষা দে ।

অভি । নিবীৰ্য্য, রণপরাঙ্ মুখ, ক্লীবের দিকে ও অর্জুননন্দন অস্ত্র ত্যাগ করে না ।

দ্রুপ্যো । কি রাআধিরাজ দ্রুপ্যোধন নিবীৰ্য্য, রণপরাঙ্ মুখ, ক্লীব—না, এ স্পর্ধা বচন যে মুখ হতে নির্গত হয়, তাহাকে আর ক্ষণমাত্র ও ভূতলে স্থান দেওয়া উচিত নয় । এই পদাঘাতেই তোকে রণক্ষেত্র হতে বিক্ষিপ্ত করি ।

অভি । কি ? আমাকে পদাঘাত করতে চাস্ । যাক্ তোর পদ, দেহ, গদা একস্থানে যাক্ ।

(শরনিক্ষেপ, দ্রুপ্যোধন অচেতন)

জয়দ্রথ । এ কি ? মহারাজের প্রতি শরক্ষেপ ? এই দেখ্, তোর শরযোজনা প্রতিরোধ করি ।

(ধনুকের জ্যাচ্ছেদন)

অভি । (অন্য ধনুঃ গ্রহণ করিয়া) মহারথগণের রথে অনেক ধনুঃ থাকে, সামান্য সৈনিক তুই তা কি রূপে জানুবি ।

জয়দ্রথ । এরূপ শাগিত অস্ত্রে অমন শত শত ধনু চূর্ণ হয় ।

(পুনর্বার জ্যাচ্ছেদন)

অভি । (অন্য ধনুঃ গ্রহণ) (সহাস্যে) এ রণকৌশল মন্দ নয়; তোর বাণ শিক্ষা কি ধনুকের জ্যাচ্ছেদন পর্য্যন্ত ।

জয়দ্রথ । আমার ম্বে অস্ত্রশিক্ষা তাতে এমন শিশুকে সম্মুখে ধনুঃ ধারণ কর্তেই দিই না ।

অভি । শৃগালের চাতুর্য্য কি কখন ও সিংহশিশুর বিক্রমকে অতিক্রম কর্তে পারে ? এই দেখ্, তোর কৌশল কতক্ষণ এই প্রবল পরাক্রমকে নিরস্ত রাখে ।

(জয়দ্রথের পতন)

হুঃশাসন । সিংহশিশু ! তুই ক্লীবের সন্তান । এই বর্ষাঘাতে তোর কোমল দেহ আজ খণ্ড খণ্ড কর্বে ।

অভি । কেরে হুঃশাসন । সম্মুখে যুদ্ধে উপস্থিত হতে তোর সাহস হয়েছে ! তা যা । কুরুক্ষেত্রের শবরাশি বৃদ্ধি কর ।

(হুঃশাসনের পতন)

অভি । একি রণগুরু দ্রোণাচার্য্য ও আমার প্রতি, অস্ত্র নিক্ষেপ

করছেন। একি গুরুদেব! এমন অনার্য্য,-অন্ধত্রিয়,-
নীতিবিগর্হিত যুদ্ধে আপনি কিবলে প্রবৃত্ত হলেন।
গুরুদেব! আপনি আমার গুরুর গুরু মহাগুরু।
আপনার সমক্ষে আমি মৃতক উত্তোলন করে বাক্য
প্রয়োগ করতে সঙ্কুচিত হই। আমি কেমন করে
ভীক্ষু অন্ত্রে আপনার ঐ পবিত্র অঙ্গ ভেদ করবো।
গুরুদেব! আপনার ঐ লোলমাংসের প্রত্যেক রক্ত-
বিন্দু যে আমার মহাপাপের সাক্ষ্যস্বরূপ দৃষ্টি হচ্ছে।
এমন অন্যায় যুদ্ধে আমি কখনই ধনুঃ ধারণ করবো
না। গুরুদেব! এই শরাসন পরিত্যাগ করে, (জাম্বু
পার্তিয়া উপবিষ্ট) করষোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা
করছি, ক্রমা দিন;—আপনি আমার সম্মুখ পরিত্যাগ
করুন।

দ্রোণ। আমার প্রিয়শিষ্য, ত্রিভুবনবিজয়ী ধনঞ্জয়ের পুত্রের যুদ্ধ-
স্থলে অস্ত্র পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নয়।

অভি। আর আপনার প্রিয়শিষ্যের পুত্রের প্রতি কি অন্যায়
যুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ করা আপনার শোভা পায়। গুরু-
দেব! প্রিয়শিষ্যের প্রতি কি প্রীতি হয়ে এগ্নি করে
তার পুত্র সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ব্রহ্মাণী! শুনেছি
হিমগিরির তুঙ্গশৃঙ্গে না কি বারিাশি পাশ্ববর্তি প্রস্তরের
কাঠিন্য ধারণ করে। আজ আপনার ব্যবহার ও যে
তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলে বোধ হচ্ছে। গুরুদেব!
ক্রমাশীল ব্রাহ্মণ কুলে আপনার জন্ম; আপনার গল-
লম্বিত ঐ পবিত্র স্ত্র ধর্মের নিশান বলে পরিচিত;

এই পাষণ্ড হৃদয় কৃত্রিয়গণের সংশ্রবে আপনার হৃদয়
ওকি এত কঠিন হয়েছে, যে ভ্রূণশাস্ত্রের গুরু হয়ে
স্বর্ণধর্ম ত্যাগ করে আপনি নৃশংস নরহত্যার প্রবৃত্ত
হয়েছেন। ছি, ছি গুরুদেব! এ কার্য্য করবেন না,
করবেন না। এ ব্রাহ্মণের বিহিত কর্ম্ম নয়, কৃত্রিয়ের
উচিত ধর্ম্ম নয়; এ নৃশংস নিষ্ঠুর চণ্ডালের কাজ। এতে
আপনার ও কলঙ্ক হবে আর এর পর আমার ভুবন-
বিজয়ী পিতা ও লোক সমাজে আপনার শিষ্যবলে
পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন।

দ্রোণ। অভিমন্যু! বৎস্য! কেন আর আমার প্রতি বাক্য বাণ
প্রয়োগ কর। বাছা! এ বাণ যে তোর ঐ তীক্ষ্ণ অস্ত্র
হতে ও খরসান্। বৎস্য! তুমি মহৎকূলে জন্মগ্রহণ
করেছো ও নিজে ও যে অদ্বুত রণশিক্ষার পরিচয় দিচ্ছ
তাতে তোমাকে মহাবীরগণের অগ্রগণ্য বলা যায়।
তুমি কি জেনে ও জাননা যে আমি প্রভুর আজ্ঞার
পরবশ হয়ে এ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। কি
করি, পরাধীনের কি ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য বিচারের
ক্ষমতা আছে।

অভিমন্যু। কৃত্রিয় কূলে জন্ম হলে কখনই আপনার মুখ হতে এ
কথা নির্গত হতো না।

(অরুণধর্মের উত্থান)

পরাদীন? পরাদীন কে? অক্ষয় নির্কার্য্য কাপুরুষই
পারের অধীন হয়; কোমল সারহীন লতাই পরাদীন

হর ; অস্ত্রসার সমস্ত মহীকুহ শত শত লতাকে অকা-
তরে আশ্রয় দেয় ।

(কণের উত্থান)

কি আশ্চর্য ! আপনি রণে অস্থিতার, কমতার সর্বা
গ্রগণ্য । আপনি পরাধীন ? কিসের অন্য পরাধীন ?
আপনার ঐ পলিতকেশ গতাবশেষ দেহের পুষ্টিসা-
ধনের জন্য পরাধীন ? তবে ঐ বিচিত্র শরাসন দূরে
নিষ্ক্ষেপ করুন ; ঐ কুলোচিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করে
ঘারে ঘারে মুষ্টিভিক্ষা করুন ; তাহলে ইহকালে ও
এ দারুন কলক ভার বহন করতে হবে না আর পর-
কালের গতি ও রুদ্ধ হবে না ।

অরুণ । রে নির্বোধ ! অস্ত্র ত্যাগ করলেই কি তোর নিস্তার
আছে । তোর মস্তক চূর্ণ করবো ; দেহ খণ্ড খণ্ড
করবো ; ঐ কালকুট পুণ মুখ এই পদে দলিত করবে
তবে সুস্থির হবো ।

কর্ণ । রে অবোধ শিশু ! আমাদের স্নেহের কাঠখণ্ডকে সন্দো-
ধন করা ও যা আর এর মধ্যে কোন ঘোকার নিকট
বিনীত ভাবে জীবন প্রার্থনা করা ও তা । তুই মিছে
কেন বাক্য ব্যর করছিল । যদি জীবনের অভীলা
থাকে তবে যেমন অস্ত্র পরিত্যাগ করেছিল অমনি
গললবকতমানে মহারাজের নিকট প্রাণদান ভিক্ষা
কর ।

অভি । (উত্থান করিয়া) ভিক্ষা ? জীবন ভিক্ষা ? গাণ্ডীব
ধারির পুত্র সম্মুখে জীবন ভিক্ষা করে ?—বরং জীব-

দান করে। এই রণক্ষেত্রে, এই মুহূর্তেই তোমর মৃত
কত কাপুরুষকে জীবন তিকা দিরাছে।

কর্ণ। তবে আপনার দুর্নতির ফলভোগ কর। এই শান্তি
শরে তোমর ঐ কোমল কলেবর ছিন্নদল কমলের ন্যায়
ছিন্নভিন্ন করি।

অভি। বরষাকালের বারিধারার ন্যায় তোমরা আমার উপর
অজস্র শরবর্ষণ কর, পর্ত্তের পাষণ দেহ যেমন
ভ্রাবণের ধারার ফ্লিট হর না, আমার এই লৌহসার
শরীর ও সেইরূপ তোমের অসংখ্য বাণ বরিষণ অনা-
রাসে সহ্য করবে। আমি যখন একবার শরাসন
পরিত্যাগ করেছি তখন এ অন্যায় যুদ্ধে উহা আর
কখনই প্রতিগ্রহণ করবে না।

হুশোশন। শক্তি থাকলে তো।

অভি। শক্তি আছে; এখন ও আছে; এখন ও তোমের মৃত
অগণ্য সৈনিকের মস্তক এই বজ্রমুষ্টিতেই চূর্ণ করতে
পারি। তবে এক তিকা দে জীবন তিকা নয়, এ ধর্ম
তিকা। ধর্মরাজের ভ্রাতৃপুত্র, ধর্মিকের সন্তান, সমরে
ধর্ম তিকা চাচ্ছে, ধর্মযুদ্ধ ঘাচুণা করছে। কর্ণ! তুমি
তোমর দরার সাগর বলে বিখ্যাত; লোকে তোমাকে
শক্তিকর্ণ বলে। আমি একক, অসহায়, অন্ত্রহীন;
আমাকে ধর্মযুদ্ধ তিকা দাও। এন, তোমাদের মধ্যে
কোন যোদ্ধা আমার সঙ্গে হুল যুদ্ধে সক্ষম; আমি
অকাতরে তার সমরসাধ পূর্ণ করি। এই বজ্রমুষ্টিতেই
তাকে সদ্য শমন সদনে প্রেরণ করি।

হুশাসন । যোগের, ঋণের আর শত্রুর শেষ রাখা নিকোঁধের কাজ ।

তুই অবোধ অজ্ঞ শিশু ; পশুর সমান । আজ তোকে
পশুবধ করবো ।

অভি । হার ! হার ! পামণ্ডের কাছে ধর্ম আশা করা, আর
অনশূন্য অরণ্যে রোদন করা উভরই এক । যে নৃশংস,
নিষ্ঠুর, পাষণ্ডগণ ! যদি আমার সঙ্গে হৃদয় যুদ্ধে তোদের
একান্তই ভয় থাকে ; তবে আর, তোরা হুই জনে, তিন
জনে, অথবা এই সাত জনে মিলেই আর । অর্জুন-
নন্দন অভিমন্যু এমন শৃগালের পাল ধ্বংশ করতে ভীত
নয় ।

কর্ণ । শৃগালের পাল কি সিংহের দল আগে তোর মস্তক
বিদীর্ণ করি তবে জানুতে পারবি ।

(হৃদ্যোধনের উত্থান ।)

অভি । তোরা আমার জীবন হরণ কর, আমি তাতে কাঁচর
নহি ; বীরপুত্র মৃত্যুকে ভয় করে না । তিত্ত এক
ভিক্ষা দে ; তোরা আমার পশ্চাতে আঘাত করিসনে
দেখ আমার পৃষ্ঠরক্ষক কেহই নাই । আমি একাকী,
তোরা অসংখ্য ; আমি অস্ত্রহীন, তোরা সশস্ত্র ; আমার
পশ্চাতে আঘাত করিসনে । কত্রিরের এর অ্যুপেক্ষ
কলঙ্ক আর নাই । আমি অক্ষত্রির নহি ;—আমাকে
সে কলঙ্কে ফেলিসনে ।

কর্ণ । ভিক্ষুকের সম্বাস আবার কত্রির কোথায় ? তোর
আবার কলঙ্ক কি ?

অভি । হার ! হার ! এ করণ বাক্যে ও তোরা কর্ণপাত করলি

নে। তুমি কবুবি কেন; পাণ্ডু, পাণ্ডিষ্ঠ, মরাম্বন তোর;
তোদের মনতাহীন হারয়ে কি কাতর বর স্পর্শ করে ?
শ্রাবণের ধারা কি লৌহকে আজ করতে পারে ?

দুর্ঘো। আর সহ্য হয় না। তোর ঐ বিরপূর্ণ জিহ্বা বিচ্ছিন্ন
করে ফেলি।

অভি। (জানুপাতিয়া উপবিষ্ট) হার ! হার ! শেবে কি
এই হলো। হা পিতঃ ত্রিভুবন ভয়কারি ধনঞ্জয় !
হা বৃষ্টিস্থিতিপ্রসন্নকারি মাতুল মধুসূদন ! হা
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ! হা ক্লান্তঃ ভীমসেন ! হা মাতঃ
সুভদ্রে ! মাগো। তুমি যে বলে ছিলে পাণ্ডুকুলে
কেহ কখন শত্রুকে পৃষ্ঠ দেবার না। হার ! হার !
শেবে কি এই পাণ্ডিষ্ঠ কুলাকার হতে তাই
ঘটলো। অকলঙ্ক পাণ্ডুকুলে আমি কালি দিলাম

কণ। আত্মীয় বন্ধুর আশ্রয় প্রার্থনা করা বালকের চির
প্রচলিত স্বভাব।—যোদ্ধার বর।

দুর্ঘো। সমস্ত পাণ্ডুকুল উপস্থিত হলে ও আর তোর নিস্তার
নাই। এখন ইষ্টদেবের নাম স্মরণ কর। এই মুহূর্ত্তা-
ঘাত্তে তোকে বিনষ্ট করি।

অভি। রে অশান্তিক বোদ্ধাকুল—অথবা বোদ্ধাই না কাকে বলি
রে নৃশংস পায়র মহাদল ! তোর, অন্যান্য বৃদ্ধে
আমাকে সহ্য কর'বি মনে করেছিল। কিন্তু
জানিস যে আমি অবিদ্যামানে পাণ্ডবসম্বন্ধের এক তিল
মাত্র কড়ি হয়ে না। পাণ্ডবপিবিরে আমার মত শত
শত বোদ্ধা আছে।

অরজ্জ্ব। কোরব শিবিরে এমন অনেক বীর আছে। তাদের নিঃবাসে তেমন ভিকারির কুল নির্মূল হর।

অভি। কেমহাবমুর্জের কর্ণমর্জপাতাল এই ত্রিভুবনের বীরগণকে একক নিরস্ত করে ধাওব দাহন করেছিলেন, সেই বীর-শ্রেষ্ঠ পিতা ধর্মজ্ঞর অবিলম্বেই তোদের সমূলে নির্মূল করবে।

হুর্ঘ্যো। কোরবনাথের পদাঘাত তেমন সহস্র সহস্র কীটকে অনায়াসে দলিত করতে পারে।

অভি। (সহস্রে দণ্ডারমান) কি? অভিমুহুর মেহে প্রাণ থাকতে গাণ্ডীবধারি অর্জুনের নিশুক পৃথি তলে স্থান পায়। রে রশবর্জবিরোবী দহ্মাদল দেখ এই ভীষণ গদাঘাতেই তোদের সপ্তমস্তক চূর্ণ করি।

(হুর্ঘ্যোথনের বসিরা পতন)

অখণ্ডমা। (অসিঘাতে গদাতঙ্গ করন) কি? তোর এত বড় স্পর্ধা! যার দোর্ধ্ব প্রতাপে মেদিনী কল্ম-বান্, বনচারি ভিখারির সন্তান হয়ে তুই তাঁহার মস্তকে আঘাত করিষ্। সামান্য ভেদ করে বাহুকির মস্তকে আরোহণ করতে চাস। আর! আজ এককালে তোর সমর সাধ পূর্ণ করি।

(অসি উত্তোলন)

অভি। রে নিকোষ! তুই, বিকারগ্রস্থের ন্যায় প্রলাপ দেখছিল। এই সকল বীরগণের দশা দেখে ও তি তোর জ্ঞান জন্মায় নাই। তাই আমার উপর অস্ত্র

উত্তোলন কর্তে সাহস করেছিল। তা' যা, তোদের
মহারাজের পক্ষ অনুসরণ কর। (গদাঘাত)

(হৃষ্যোষনের উদ্দেশ্যে)

অর্থপ্ৰাণ। বালকের ক্রীড়া পুতুল এইরূপে নষ্ট করা যায়।

অস্তি। (অসিঘাত) অর্থ্য নিরত অন্যায় বোদ্ধার শিরো-
দেশ এইরূপে ছেদন কর্তে হয়। (হস্ত হইতে তর-
বারি পতন)

অর। বুদ্ধিহীন দান্তিক নীচকে এই রূপে নষ্ট কর্তে হয়।
(গদাঘাত করিতে উদ্যত)

হৃষ্যে। এমন দান্তিকের চিত্রমাত্র ও পৃথিবীতে রাখিবো না।
রে কুলান্নর এই গদাঘাতে তোকে নিলম্বিত করে-
ফেলি।

কর্ণ। আর না। এই পরাঘাতেই তোরে শমন ভবনে প্রেরণ
করি।

হুঃশাসন। এই বর্ধাঘাতেই তোকে রণভূমিতে বিদ্ধ করি।

অর। তা নয় বীরবর। এই তীক্ষ্ণ অসিঘাতে উহাকে আজ
রণদেবীর নিকট বলিদান দিই।

অস্তি। তোর অস্ত্র নিয়ে তোকেই বলিদান দিই।

কর্ণ। আছা হা। ওরে অস্ত্রাঘাত করলে তো এখনই ওর
যন্ত্রণার সমাপ্তি হবে। শত্রুর মৃত্যু দেখতে অতি রম-
ণীর। বীরগণ আজ তোমরা সেই অতুল সুখ অনু-
ভব কর।

হৃষ্যে। এ বেশ কথা। ওকে ছিন্ন হয়ে মর্ত্তে দাও।

অস্তি। উঃ আর সহ্য হয় না। আর দাঁড়াতে পারি না। শরীর

অধম হচে । মস্তক বিঘূর্ণিত হচে । (জামুপাতিরা
উপবিষ্ট) হে সর্বসাকী ভগবান্ সুধাধেব ! হে সর্ব-
সহা মাতঃ মেদিনী ! হে হৃবিত্ত নিলাস্বর ! তোমরা
সাকী, বিপদগণ অন্যান্য সময়ে আমাকে নিধন করে ।
তোমরা সাকী যে পৃষ্ঠ দেশের এ দারুন্ অস্ত্রাঘাত
আমার কলঙ্কের চিহ্ন নয় । আমি অক্ষত্রির নহি রণে
ভঙ্গ দিই নাই; নিরস্ত্র হয়েই পশ্চাতে আহত হলেম ।
রে-পাপিষ্ঠ নৃশংস নরাসম-কুল । আমার এই প্রত্যেক
শোনিত কথা জীবনকালের ন্যায় চিরকাল তোদের
কলঙ্ক ঘোষণা করবে ।

অধ । কই পায়র । অস্ত্রগ্রহণ কর না ।

অভি । দাও, অস্ত্র দাও, গুরুনন্দন, (যুক্ত করে) গুরুদেব !
আপনি আমার পিতাকে সমগ্র অস্ত্র দান করেছেন ।
আপনি রণগুরু, অস্ত্রদানে করতরু; আমি অস্ত্রহীন ;
আমাকে অস্ত্র দিন । যেকরেক বিপু শোনিত আছে এখন
ও তার প্রভাব দেখুন । হার ! হার এ কাতর বাক্যে
কেহই কর্ণপাত করে না । বিপদকালে আত্মীর ও শত্রু
হয় । হা পিতঃ ধনঞ্জয় ! তুমি দেবরাজকেও অস্ত্র
দান করেছিলেন । তোমার স্নেহের ধন এখন অস-
হারে নিধন হয় ।—এস, এ নৃশংস, নির্দল্লদের হাত হতে
আমাকে রক্ষা কর । ওঃ এ কাতরস্বর তোমার ও
কর্ণে গেল না । হা তাত হৃবিত্তির ! হে ধর্মরাজ
তোমার প্রাণের অভিমত্য় আমায় অর্পণ হুঙ্কে নিহত
হয় । এস, রক্ষা কর । হা তাতঃ ভীমসেন ! তুমি যে

আমাকে রক্ষা করবে অস্বীকার করেছিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা তো কখন লঙ্ঘন হয় না। হার! আমার অস্বীকারের দোষে কি আজ ভাঙে তুলে। গেলে ওঃ বড় তৃষ্ণার-প্রাণ যার।

অরাজক। কোর কলঙ্কিত শোণিত পৃথিবী ও পান করছেন না ভুই উহা। পান করে আপনায় ডুটা নিবারণ কর।

অভি। হা প্রিয়ে বিরাট হুহিতে। হা পতিপ্রাণা! তুমি কেমন করে প্রাণধারণ করবে। তোমার দশা কি হবে। তোমার সঙ্গে যে দেখাও করে আসি নাই। তুমি ত কিছুই জান না। হা মাতঃ সুভদ্রে! মাগো! ও মা, মা, মা, তোমার বে আন্ন নাই মা। তুমি কেমন করে জীবন ধারণ করবে মা। ওঃ হঃ মা-মা, মা। (মৃত্যু-)

হুঃশা। আমি উহার মস্তক ছেদন করবো।

অন্ন। মহারাজ! এ বালক অলঙ্কারে আমার রক্তিত ব্যাধে প্রবেশ করেছে; সুতরাং এ আমারই বধ্য, আমিই একে বিনাশ করবো।

অন্ন। আর কাকে বিনাশ করবে? ঐ দেব কাকে বিনাশ করবে তার প্রাণশূন্য এতক্ষণ স্বর্ণধামে শোভা করছে

হুঃশ্যা। আর না যথেষ্ট হয়েছে। সাবধান বীরগণ তোমরা কেহই ইহাকে অস্পর্শ করো না।

অন্ন। স্বর্ণধাম! এতক্ষণ নরকধাম উজ্জ্বল করছে খাদ্য-নের শৃগাল সুকুম প্রভৃতি আজ ইহার মাংসে মহোৎসব করুক।

ছর্গে। এস বীরগণ। এমন আমদের দিন, সমুচিত মহোৎসব করিগে।

(ক্রপ ও দ্রোণ ভিন্ন সকলে নিক্রান্ত)

ক্রোণ। (অভিমম্বার মৃত দেহের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া) উঃ! আজ কি অদ্ভুতবীৰ্য্য মহাপুরুষেরই পতন হলো। বহুমতি! আজ তুমি সার রত্ন হারালে; ভারতভূমি! আজ তুমি শ্রেষ্ঠ ধনে বঞ্চিত হলে। বীরকুল! তোমাদের প্রধান গৌরব আজ বিনুগু হলে। আৰ্য্যবংশ আজ ছার খার হলো। যতদিন পৃথিবীতে বীর প্রসঙ্গ থাকবে, যতদিন ভারতভূমি আৰ্য্যভূমি বলে পরিচিত থাকবে, ততদিন এই অনাৰ্য্য অক্ষত্রিয় পাপ-কাৰ্য্য, কুরুকুলের কলঙ্ক-নিশান স্বরূপ উদ্ভীয়মান থাকবে। অনাৰ্য্য প্রভুর পাপ অজ্ঞার বশ হয়ে, আমি আজ কি নিদারুণ পাপেই নিমগ্ন হলেম। হায়! হায়! এ পাপের তো প্রায়শ্চিত্ত নাই;—এ কলঙ্কের তো শেষ নাই;—এ হুঃখের তো পার নাই; কি করলেম, কি করলেম! ইহকালের অন্ধর বশ একেবারে নষ্ট করলেম,—পরকালেরও আশায় জলাঞ্জলি দিলাম। আহা! আমার একমাত্র প্রিয় শিষ্যের মনে কি নিদারুণ ব্যথাই দিলাম। অর্জুন যে আমার একান্ত অনুরক্ত; আমি কি নরাধম; তার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে এমনি করে নিধন করেই কি তার আনুরক্তির উচিত প্রতিকল দিলাম। হায়! কি বলে আমি আর তার কাছে মুখ দেখাব। যখন অর্জুন এমনি সঙ্কাতের জিজ্ঞাসা করবে, গুরুদেব! আমার অভিমম্বা কই? তখন কি আমি এই শ্মশানশায়ী, ছিন্ন দেহের প্রতি দেখিয়ে দিয়ে বলবো, যে

অর্জুন রে, তোমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধনকে এই নৃশংস
 নরাধম নিধন করেছে। এ অকলঙ্ক চাঁদ কি ভূতলে লুপ্তিত
 হবার যোগ্য। এ কোমল কমল কি এমনি করে ছিন্ন ভিন্ন হবার
 জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। এই সুকুমার দেহ শ্মশানশায়ী ; আর এই
 শুভ্রকেশ গভাবশেষ শরীর এখনও ধরাকে কলঙ্কিত করছে।
 ওঠ, ওঠ, বীরবর ! তোমার এ কোমল কলেবর এ শয্যার
 যোগ্য নয়। এস বৎসু ! আমাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে
 মিনতি করেছিলে ; আমি জীবন পরিত্যাগ করে তোমার স্থানে
 শয়ন করি,—তুমি সুস্থ শরীরে জননীর কাছে প্রত্যাগমন কর।
 তুমি সকাতরে আমার কাছে অস্ত্র প্রার্থনা করেছিলে ;—আমি
 অকাতরে আমার এই পবিত্র ধনুঃ প্রদান করছি—তুমি বীর-
 পুত্র, বীরশ্রেষ্ঠ, অনার্যমে এতে জ্যারোপণ করে আগে এই
 নরাধমকে পৃথিবী হতে অস্তর কর। পরে ঐ অনার্য্য দস্যু-
 দলকে নিশ্চূল কর।

যোগীয়া ভাঁয়রো ।—চিমে তেতালা ।

উঠ হে উঠ বীরবর !

পাণ্ডুকুলে নিরমল বশঃ শশধর,

আজি এ হেম সোণার অঙ্গ ধূলার ধূসর ॥

বধেছি অন্যায় রণে, সহেনা সহেনা প্রাণে,

রহেনা জীবন বাহুমনি ।

অর্জুন নরন তারা, সুদিগে নরন তারা,

তারা পতি পড়ে যেন, অবনি উপর ।

কমল কলিকা প্রায়, সুকোমল তব কার,

আহা মরি লুটায় ভুতলে ।

স্বরভি কুসুমহার, দেবতার উপহার,

সে হার পতিত পদতলে ।

হুঃখে কাটিছে হৃদয়, প্রাণে আর নাহি নয়,

ইচ্ছা হয় তেয়াগিতে এ কলেবর ॥

কুপ । আচার্য্য ! আর এখন অনর্থক শোকে কি কল হবে ? যখন দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখনই তো ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য সকল বিচারই জলাঞ্জলি দিয়েছি । প্রভুর আজ্ঞার প্রতিপালনই একমাত্র ধর্ম্ম হয়েছে । দাসত্বই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়েছে।

দ্রোণ । ধিক্ রে দাসত্ব, তোর মত জঘন্য কার্য্য আর দ্বিতীয় নাই । তুই গোরব নাশক—ধর্ম্মবিষাতক,—স্বাধীন সদিচ্ছার চির-শত্রু,—নরকের সিংহদার,—কাপুরুষের একমাত্র গতি,—ক্ষমতাহীনের প্রধান আশ্রয় । উৎসবৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণও শ্রেয়ঃ, তবু ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য সদস্য সকল জ্ঞান পরিত্যাগ করে পণ্ডর ন্যায় তোর শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়া কোন মতেই কর্তব্য নয়

কুপ । কিন্তু একবার যে সে শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েছে, সে তো অনন্ত্যগতি । বিশেষ রাজসেবা প্রজ্ঞা মাত্রেই প্রধান কর্তব্য বলে শাস্ত্রে উক্ত আছে । যদি সেই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমরা মন্দ কার্য্য করে থাকি তাতে আমাদের দোষ কি ? তা আর সে ক্ষোভেই বা কি লাভ হবে ? ঐ দেখুন, পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হচ্ছেন । সন্ধ্যাকাল উপস্থিত । চলুন আমরা শিবিরে যাই ।

দ্রোণ। ধরিত্রি ! তুমি তো তমোময় আবরণে অচিরেই আপন কলঙ্ক চিহ্ন গোপন করবে। শ্মশানের শৃগাল কুকুর প্রভৃতি এখনই এই স্কন্ধুয়ার দেহ খণ্ড খণ্ড করবে,—কাল আর ইহার চিহ্নমাত্র থাকবে না। কিন্তু আমার দারুন কলঙ্ক যে জন্ম জন্মান্তরেও অপনীত হবে না।

কুপ। আচার্য্য ! এমন মহাবীরের দেহ এই শবরাশির মধ্যে ফেলে রেখে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়।—আত্মনু আমরা ইহাকে পৃথক স্থানে রাখি।

দ্রোণ। এমন মহাপুরুষ যে অনন্ত ধামের যোগ্য; এতক্ষণ এর সাদ্র্য্য সেই স্থান উজ্জল করছে। যতদূর ঠেঁয়সাদন সম্ভব, তার তো কিছুই ক্রটি হয় নাই। এখন এ মৃতদেহের প্রতি ঐহিক আদর প্রকাশ করাও যা, আর দেবমূর্ত্তিকে পদে দলিত করে, উহার আসনের পূজা করাও তা। তা আত্মনু আজ যখন আপনার অন্তরে আশুন জেলে দিয়ে পরের অভিল্য পূর্ণ করতেই ব্রতী হয়েছি, তখন আর আপনার ক্ষোভ রাখবার প্রয়োজন কি ? (শব ধারণ,)

কুপ। আমি সদভিপ্রায়ই এই অনুরোধ করছি। (শব ধারণ)

দ্রোণ। আজ আমি সদস্য বিবেচনা শূন্য।

(শব লইয়া প্রস্থান)

(৬৯)

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

শিবদূতের প্রবেশ ।

রাগিণী । আশা—তাল—চুংরি ।

শিবদূত ।

জয় গঙ্গাধর হর, চন্দ্রমা শেখর,

খেত কলেবর, শৃঙ্গধারি ।

বিষাণ বাদক, ভীষণ নাদক

পাবক ধারক, ত্রিপুরারি ॥

জয় স্বরেশ, সুরেশ, মহেশ ভূতেশ,

জগদীশ জৈশ, বিষধারি !

সম্পদ দায়ক, মঙ্গল গায়ক,

মোক্ষপ্রদায়ক, মঙ্গলধারী ॥

জয় কাশী বিশ্বেশ্বর, কৈলাশ জৈশ্বর,

অন্নপূর্ণেশ্বর, শুভকারি ।

ভূজঙ্গ ভূষণ, ভয় বিভূষণ,

ক্রকুটী ভীষণ, কালবারি ॥

জয় ব্রহ্ম উপাসক, গরল শোষক,

সংসার নাশক, ব্রহ্মচারি ।

কৃতান্ত বারণ, ত্রিলোক তারণ,

ভক্ত জনগণ হিতকারি ॥

জয় বৃষভ বাহন, ভূবন মোহন,

দম্ভকারিজন, দর্পহারি ।

গুপ্ত কলেবর, ব্যাপ্ত চরাচর,

নেত্র অগোচর রূপধারি ॥

ଉତ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ଦଳ ପ୍ରିୟ, ବିଷ୍ଣୁଶୁଭନୀୟ,

ତ୍ରିନେତ୍ର, ଅମ୍ବିୟ ଶୁଣଧାରି ।

ମଞ୍ଜୁଳ ନିବାସ, ନିତ୍ୟା ସୁପ୍ରକାଶ,

ତ୍ରିତାପ ତରାଶ, କ୍ଷୟକାରି ॥

ଉତ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ନିକେତନ, ବିଷ୍ଣୁଜନମନ,—

ହରଣକାରଣ, ଜଟାଧାରି ।

ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଶ୍ରୀମାନ ଜ୍ଞାନ,

କୁହୁ ମେ କଲ୍ୟାଣ, ଅକ୍ଷରାରି,

ବିଷ୍ଣୁହୃତେର ପ୍ରବେଶ ।

~~ବିଷ୍ଣୁହୃତେର~~ ଦୀନନାଥ ! ହେ ଅନାଥ ନାଥ ! ହେ ଅଧିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି !

ହେ ଶ୍ରୀଧାମ, ଶ୍ରୀଧ୍ୟାମ, ସିଦ୍ଧିକାରଣ ! ହେ କୌଣ୍ଡଭୃଷିତ, ବିକସିତ

ନୀଳାସୁଗ୍ରଗଞ୍ଜନ ! ହୃଦ୍ଭଞ୍ଜନସୁଧଭଞ୍ଜନ, ଜନା-ନିନ, ଜଗମନୋରଞ୍ଜନ !

ମରଣହରଣ, ତାରଣକାରଣ, ଚରଣ-ଧାରକ-କଣ୍ଠ-ନିବାରଣ-କାରଣ,

ହେ ତ୍ରିଲୋକପାଳକ ! ବ୍ରହ୍ମେର ବାଳକ, ଗୋଳକଆଲୋକ !

ଚକ୍ର-ନୀଳ-କଳେବର-ଧାରକ ! ହେ ପୂର୍ବାକୁଳୋତ୍ତବ, ଉପବୈତ୍ତବ,

ଉପ ସଂସାରସାର, ସାରାଂସାର !

ହେ ପ୍ରଭୋ ନାରାୟଣ, ବ୍ରହ୍ମପରାୟଣ,

କମଳାଜୀବନ ଜୀବନ ।

ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ସତ୍ୟ ନନୀତନ,

ନୈତ୍ୟ ଦଳ ବଳ ନାଶନ ॥

ଗୋବିନ୍ଦ ଶାଧବ, ଶ୍ରୀଧର କେଶବ,

ଶାଧକ ମଞ୍ଜୁଳ ଉପନ ।

ଉତ୍ତର ଜଗଦୀଶ୍ଵର, ପ୍ରାର୍ଥିତ ପାମର,

କିଞ୍ଚିତ୍ କରୁଣା କାରଣ ॥

হে আর্ষ্যকুলনিধি, গৃহ্যজনবিধি,

বাক্তিত চরণ ধারণ ।

মুকুন্দ মুরারি, গর্ভধর্ষকারি,

সর্বজীব শুভ কারণ ॥

ত্রিলোক পালক, গোলোক তিলক,

শ্রীনন্দ হৃদয় নন্দন ।

জয় জগদীশ্বর, প্রার্থিত পামর,

কিঞ্চিং করুণা কারণ ॥

হে ইষ্ট পরাংপর, ত্রিদেশ ঈশ্বর,

নীরদ নিন্দিত বরণ ।

অসুর নাশক, মোক্ষ প্রদায়ক,

শ্রীকান্ত, শমনদমন ॥

ধন্য গুণধাম, ব্রহ্মময় নাম,

ধর্মরূপ অবতরণ ।

জয় জগদীশ্বর, প্রার্থিত পামর,

কিঞ্চিং করুণা কারণ ॥

শিবদূত । আপনি দেখছি বিষ্ণুদূত ; ভাল জিজ্ঞাসা করি, এ স্থানে
আপনার কি প্রয়োজন ?

বিষ্ণুদূত । আপনার করস্থিত এই ভয়ঙ্কর ত্রিশূল দেখে স্পষ্টই বোধ হচ্ছে
আপনি শিবদূত । ভাল আমিও জিজ্ঞাসা করি, আপনার
এস্থলে কি প্রয়োজন ?

শিবদূত । হাঃ হাঃ হাঃ ! তুমি যে হাঁসালে, সংহার কর্ত্তা শ্মশানবিহারি
শিবের দূত আমি—আমার শ্মশানে কি প্রয়োজন ? এ স্থান

তো আমাদেরই অধিকার ভুক্ত। তা সে যা হোক, এখন বল দেখি এখানে প্রয়োজনটা কি?

বিষ্ণুদূত। আমি গোলকবিহারি, ভূভারহারি বিষ্ণুর দূত;—আমার অগম্য কোন স্থান, অনধিকারই বা জগতে কোথায়? তা সে যা হোক, আজ এই কুরুক্ষেত্রে ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠবীর অভিমহ্যু সর্ষুথ যুদ্ধ দেহত্যাগ করেছেন। আমি তাঁকে গোলকধামে নিয়ে যেতে এসেছি।

শিবদূত। এই জন্যই বলেছিলে “আমার অনধিকার কোথায়?” এর চেয়ে অনধিকার চর্চা আর কি আছে? সত্বগুণ অবলুপ্ত দেবের দূতগণ আবার তমোগুণের আদর করে, এ কথা তো এই নৃতন গুলেম

বিষ্ণুদূত। তমোগুণের আধারভূতদেবের দূত সেই ত্রিগুণাতীত ঈশ্বরের কার্য কি বুঝতে পারবে। যিনি স্বভঃ, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণময়ী সৃষ্টি মানসমাত্রে উদ্ভিত করে, নিজে নির্লিপ্ত উদাসীন, সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করছেন, তাঁর মহিমা যদি ইতর সাধারণ সকলেই অনায়াসে বুঝতে পারতো তা হলে আর ভাবনা কি।

অকাশ বাণী।

শাপাস্ত হইয়া চন্দ্র শোভিছে গগন।

মিছে কেন দ্বন্দ্ব তবে করিছ দুজন।

উভয়ে। একি দৈববাণী নাকি?

শিবদূত। হাঁ এ শব্দ অশরীরী বটে। তবে আর আমাদের বুঝা বাক্‌বিত্ত-
গার প্রয়োজন নাই। চলুন জামরা স্ব স্ব স্থানে গমন করি।

বিষ্ণুদূত। এক্ষণে কর্তব্যই তাই। (উভয়ের প্রস্থান)

বঠ অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

পাণ্ডব শিবির ।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন ।

যুধি । বীরকুল ! বালক অভিমন্যুকে একক সমরক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে আসা, তোমাদের সম্পূর্ণ অন্যান্য কার্য্য হয়েছে । তোমাদের মধ্যে কি এমন বীর কেহই ছিল না, যে শিশুর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ? ভীম ! তুমিতো ভাই ব্যূহ নাম পর্য্যন্ত লৌপ কপ্তে উদগত হয়েছিলে । যুদ্ধে পরাঙমুখ হওয়া দূরে থাকুক, বিপক্ষের সমাগমে তোমার হৃদয় আনন্দভরে নৃত্য করে তুমি আর সেই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন, অভিমন্যুকে শত্রু হস্তে বিসর্জন দিয়ে এলে ?

ভীম । আর্ষ্য ! মানবের কথা কি ? বন্ধ, রক্ষ, গর্হকর্ত্ত প্রভৃতির মধ্যে যখন এমন বীর কেহই নাই যে ক্ষণ মাত্রও আমার এই ভীষণ গদার সম্মুখে স্থির থাকতে পারে তখন সিদ্ধরাজ জয়দ্রথ যে কোন বলে আমার গতি প্রতিরোধ করতে পারলে আমি ও মুহূর্ত্তকাল স্থিরচিত্তে তাহা চিন্তা করেছিলাম । পরে যখন সহসা দেখতে পেলাম যে ভগবান আশুতোষ স্তবে তুষ্ট হয়ে সমরক্ষেত্রে তার সহায় হয়েছেন তখন তার বিপক্ষে নয়, ত্রিলোকনাথের বিপক্ষেই যুদ্ধ করা হচ্ছে, এই ভেনেই কান্ড হয়েছি । পক্ষীর পালক যে উড়ে উঠে, পক্ষতকে লক্ষ্যন করে,

সে কি তার নিজের কামভার, না পবনের সাহায্যে। যা হোক আপনার চিন্তার কারণ নাই। আমি হৃদয়নন্দন অভিমত্কার আজ যে বীরত্ব দেখে এসেছি তাতে আশঙ্কা পরিত্যাগ করে আমাদের আশ্বাস করাই উচিত।

যুধি। ভাই সমস্তই গুন লেন্, বুঝলেন্ ও রটে; কিন্তু মনে যে কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। একে বালক, শত্রু সৈন্য মধ্যে তাতে আবার একক।

ধৃষ্ট। মহারাজ! একা স্মৃতি স্মৃতিমত্বে সঙ্কম হয়েছিল; আপনার ভ্রাতৃপুত্র অর্জুনের আশ্রয় কি একা কোরব দলনে অক্ষম। চতুর্দিক তুলারশিতে আচ্ছাদিত থাকলে কি অগ্নিকণা আপন তেজে নির্গত হতে পাবে না?

(স্মৃত্তার প্রবেশ)

স্মৃত্তা। (যুধিষ্টির চরণতলে পড়িয়া কঁাদিতে কঁাদিতে) মহারাজ! কি করুন!—ধর্মরাজ কি করুন!—হার! হার! হার! প্রাণ যে ফেটে যায় গো।

(সকলে সমব্যস্তে একি! একি! ব্যাপার কি!)

যুধি। একি বৎসে! তুমি এমন হলে, এমন বেশে কেন? কি বিপদ উপস্থিত? বল, বল, শীঘ্র বল, কি হয়েছে, আমি এখনই তার প্রতীকার করি।

স্মৃত্তা। এক বৎসাগাভী বৎসহারা হয়েছে;—তুংখিনী পুঙ্কিনী শাবক হারা হয়েছে;—কগিনী মল্লকের মণি হারা হয়েছে;—পৌর্ণমাশীনিশী শপি হারা হয়েছে।

যুধি। তুমি যে দেখছি জ্ঞানহীনা হয়েছে, বল, স্থির হয়ে বল কি উৎবেগ তোমাকে উৎকণ্ঠিত করেছে। তোমার সকল

শোক সঙ্কট অসমর্থ কথাতো তো আমি কিছুই নিশ্চয় করতে পারছি না। কোন কুণ্টনা তো ঘটে নাই ?

সুভদ্রা। কই আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন অঞ্চলের নিধি অতিমহা কই। অভিমহু্য বাপ ! তোর চাঁদমুখ কি আর দেখতে পাবনা ধন।

যুধি। কেন ? অভিমহু্যর কোন অমঙ্গল সংবাদ তো শুনি নাই। কোন বিপদ ঘটলে দূতগণ আমাকে অবিলম্বেই সংবাদ দিত। স্থির হও, হৃৎকের প্রকৃত কারণ অবিদ্যামানে খেদ করা অবোধের কার্য।

সুভ। পাওরনাথ ! আমার হৃদয় যে কেটে যাচ্ছে ; প্রাণ যে অস্থির হচ্ছে, মন যে কিছুতেই প্রবোধ মান্চে না।

(ভগ্নদূতের প্রবেশ)

ভগ্ন। (সরোদনে) মহা-রা-জ

যুধি। একি দূত ! তুমি এত কাতর হচ্ছে। কেন ? রণক্ষেত্রের সংবাদ কি ?

দূত। (সরোদনে) মহারাজ ! (আর আমাকে স্বত্ব বলে সোধোয়ন করবেন না। এ নরাক্ষয় আর এখন দূত নামের যোগ্য নয়। মহারাজ ! আজ আমি ভগ্নদূত !—ভগ্নদূত !—কি কলকপূর্ণ বাক্য, এর চেয়ে অপবাদ কি আর কজিরের হতে পারে। মহারাজ ! আমি চল্লেম —চল্লেম। সে সর্কনেশে কথা কখনই বলতে পারবনা। এ পাগলুখে তো নিগত হবে না। মহারাজ আমি চল্লেম। গহন কাননে, হিংস্রজন্তুর গ্রাসে, অথবা গভীর সাগরে বারিরাগির মধ্যে এ পাপ মেহ বিসর্জন করিণে।

বুবি। হা বিধাতঃ। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

শুভ। কি দূত ? তুই প্রলাপ করছিস্ না কি। বীরচূড়ামণি অভিমহু্য
কি রণে পরাস্ত হয়েছেন ?

দূত। পরাস্ত ? পরাস্ত হওয়া কাকে বলে পাণ্ডব শিবিরে কেহ কখন
জানে না।

শুভ। তবে কি আমার আভিমহু্য আজ রণে জয়া হয়েছেন। দূত !
তুমি তাকে কোথায় রেখে এলে ? কেন তুমি তাকে সঙ্গে করে
আনলে না। হায় ! হায় ! মায়ের প্রাণ যে সন্তানের জন্য
কত কাতর হয় তুমি তা কিরূপে জানবে ?

দূত। দেবি। আজকার অদ্ভুত রণে বীরশ্রেষ্ঠ অভিমহু্যই
স্বার্থ জয়ী। সাতজন রথীকে যে সাতবার পরাস্ত করতে
পারে তার চেয়ে রণজয়ী কে ? (স্বথেষ্টে) কিন্তু হায় ! তার জয়
যে তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেছে। এ নিষ্ঠুর নরাধমদের যে
তিনি চিরকালের জন্য কলঙ্ক সাগরে ভাসিয়ে গেছেন। উঃ
এ সর্বনাশের পর ও আমি বেঁচে আছি। (বকে করাঘাত)
রে পাষণ্ডহৃদয় কেন তুই বিদীর্ণ হলিনা, রে পাষণ্ড প্রাণ কেন
তুই দেহ পরিত্যাগ করলিনা। কেন শক্ররানলে দম্ব হয়ে
বীরশ্রেষ্ঠ অভিমহু্যর সঙ্গে সমরক্ষেত্রে শয়ম করলিনা।

শুভ। হা বিধাতঃ (পতিতা ও মুচ্ছিতা) (সকলে সসব্যস্তে) হায় !
হায় ! কি হলো;— একি হলো কি শুন লেম, কি শুন লেম।

ভীম। দূত তুমি শীঘ্র যাও; একজন পরিচারিকাকে ডেকে আন।

(দূত নিঃকান্ত)

(সখির প্রবেশ)

সখি। একি দেবি। রাজসভায় মুচ্ছা হয়েছেন না কি ?

যুধি । দেখ দেখ শীঘ্র দেখ, শুক্রবা কর । হার হার কি সর্বনাশ হলো । কি সর্বনাশ হলো । এবে সর্বনাশের উপর সর্বনাশ । বজ্রাবাতের উপর বজ্রাঘাত । হে বিধাত ! একি । একমাত্র বংশধর পুত্রকে অকালে কাল গ্রাসে পতিত করে কি আপনি তৃপ্তি হলো না—তাই তার অভাগিনী জননীকে ও ধরাশায়ী করলেন । এক আঘাতেই ফল ও বৃক্ষ উভয়ই নিপতিত করলেন ।

সখি । মহারাজ ! ভয় নাই ভয় নাই ; দেবি মুছ । গেচেনমাত্র এখন আবার চৈতন্য লাভ করবেন ।

যুধি । এ চৈতন্য লাভ করা অপেক্ষাঘোর অচৈতন্য চির দিন থাকাই ভাল । বৎসে ! তোমার অচৈতন্যে আমার হিংসা হচ্ছে । উঃ আমার হৃদয় কি পাষণ অপেক্ষাও কঠিন, যে এ নিদারুণ শেলের আঘাতেও শতধা বিদীর্ণ হলোনা । হার । হার । অর্জুন বখন এসে জিজ্ঞাসা করবে “আর্য্য আমার অভিমত কোথা ?” আমি তাকে কি উত্তর দিব । আমি কি করে তাকে বলবো যে এনৃশংস নির্দয় অপরিণামদর্শীর আজ্ঞা পালন করতে আমাদের বংশধর কুলগৌরব এক মাত্র পুত্র কিশোর বরসে কালসন্ধনে গমন করেছে । আর এই পলিতকেশ এখন ও অক্ষত শরীরে ধরাকে কলঙ্কিত করছে । আমাদের লোলমাংসের এক বিস্কু রক্তও নির্গত হয়নাই আর হৃদয়ের বন কুলের মানিক শোণিতাক্ত হয়ে অশ্রুমানের ধূলায় গড়াগড়ি বাচ্ছে । হার । হার !

ললিত ।—ভাল আড়াঠেকা ।

আজি কি উদয়াচলে, সহসা শশী ডুবিল ।
 সমুদ্রল কুল প্রভা কেবা আজি নিভাইল ॥
 সুধাকর করে যেন, নিদ্রা ছিল অগজন ;
 আশুঅন্তমিত হয়ে চির আঁধারে ব্যাপিল ।
 অস্থির অদৃষ্ট বাধা, কেন পাঠালেম তথা,
 স্ব দোষে মরম বাধা, হলে উপস্থিত ;
 কোথা অভিমত্যা মন, কোথা কুলের ভূষণ ।
 তোমা বিনে দশদিশ, হাহা, রবে পুরিল ॥

হে বিধাত কোনধর্ম্মে—কোন দোষে এমন কিশোর বয়সে অভিমত্যা
 জীবন হরণ করলে, পূর্ণিমার চন্দ্রকে চির রাহর গ্রাসে পাঠালে ।
 অথবা দৈবেরই বা দোষ কি ? আমি যদি উদ্ভক্তের ন্যায় এ কঠোর
 আজ্ঞা না দিতাম তাহলে তো এমন সুকুমার শিশুহত্যা ঘটতো না,
 এই ধরাশায়ী অভাগিনী এক মাত্র পুত্র-ধনে বঞ্চিত হতো না, আমা-
 দেব কুলগৌরব লুপ্তহতো না । হায় ! হায় ! লোকে না আমাকে
 ধর্ম্মব্রাজ বলে, আমি কোন ধর্ম্মে এমন নৃশংস কার্যের আয়োজন কর-
 লাম । কেন এমন কলঙ্কপে আঁপ দিলাম; কেন এমন ঘোর পাপ
 পক্ষে মন্বহলেম । একলকতার বহন করে, এ সর্ব্বনাশ সহ্য করে,
 আমার যুদ্ধে অন্ন হলেই বা আমার কি ফল হবে । যে
 নৃশংস, নির্দয়, কত্রিয়ধর্ম্ম, তুই মাতৃঘের ধর্ম্ম নহিস । তুই
 ধর্ম্মহীন নির্দুর চণ্ডালের ধর্ম্ম । তোকে ধিক ; যে পাপাচারী

তাকে আশ্রয় করে তাদের ও যিক্ এ পাপময় লোভপূর্ণ
সংসারকেও যিক্ ।

(ত্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রবেশ)

যুধি । ভাইরে সর্বনাশ ঘটেছে ।

অর্জুন । একি দেবি সুভদ্রে—সভাস্থলে—স্পন্দহীনা যে ?

সখি । মুচ্ছিততা ।

অর্জুন । মুচ্ছিতা, মুচ্ছিতা কেন ?— (কৃষ্ণের প্রতি) সখা ! এই
জন্যই আমার মন এতকণ এত ব্যাকুল হচ্ছিলো ।

কৃষ্ণ । (স্বগতঃ) হাঁ যার জন্য অস্থির হয়েছ, তার বিন্দু বিসর্গও
এখন জাস্তে পার নাই ।

সুভদ্রা । বা—প—রে— ? উঃ একি স্বপ্ন, না বাস্তবিক সত্য না—
না—না— এ স্বপ্ন—এ স্বপ্ন— এও কি সত্য হতে পারে ;

অর্জুন । কি সর্বনাশ ! উন্মাদিনী নাকি ?

যুধি । (স্বগতঃ) বিচিত্র নয় ।

সুভদ্রা । (চক্কু মুছিতে মুছিতে) গোবিন্দ ! গোবিন্দ মধুসূদন । না—
না— এতো স্বপ্ন নয় (উত্থান করিতে করিতে) এইতো
সেই সভাস্থল ।

অর্জুন । প্রিয়ে ! সুস্থিরা হও—তুমি উত্থতা হলে নাকি ?

সুভদ্রা । (অর্জুনের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) নাথ !
হৃদয়ের স্বয়ং ! কই, আমার অতিমন্থ্য কোথায়—আমার প্রাণের
প্রাণ—হৃদয়ের রতন—জীবনের সম্বল কোথা—কই ; কই—
আমার অতিমন্থ্য কই ? নাথ ! শীঘ্র বল নাথ—তুমি
তাকে কোথায় রেখে এলে বল । বিধাতা এই অভাগিনীকে
যে এক মাত্র রতন দিয়েছিলেন, অনেক বাড়ি, অনেক কষ্টে,

তাকে পালন করে, আপনার কাছে সমর্পণ করেছিলাম।
নাথ! আপনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবন বিজয়ী;
আপনার তুল্য বোদ্ধা আর কে আছে? আপনার হাত থেকে
সে রত্ন অপহরণ করে কার সাধ্য। বলুন এই অভাগিনীর
সেই এক মাত্র রতন এখন কোথায় রেখেছেন? আমার—
আপনার অভিমত—এখন কোথায়? হায়! হায়! হায়!

(মুহূ ক্রন্দন ও শিরে করাঘাত)

অর্জুন। মহারাজ! অভিমত কি কোন বিপদে পড়েছে? কই তাকে
যে আজ সভাস্থলে দেখ্‌চিনা—আর আপনারাই—বা সভাসুদ্ধ
এত বিষয় কেন?

যুধি। ভাইরে! সে কথা আর আমি কেমন করে বলবো?

ধৃষ্ট। কেন মহারাজ! বীরের গৌরব ঘোষণায় ক্ষত্রিয়রাজ কুণ্ঠিত
কেন? (অর্জুনের প্রতি) বীর শ্রেষ্ঠ! মহারথ অভি-
মতু আজ কুরুক্ষেত্রে সন্মুখ যুদ্ধে বীর শব্দায় শয়ন
করেছেন।

ভীম। (সক্রোধে) সন্মুখ যুদ্ধে—অন্যায় যুদ্ধে আর যুদ্ধই বা কাকে
বলি, দণ্ড্যতে, চণ্ডালে, যে কাজ করতে লজ্জা পায়,
তাকে যুদ্ধ বলে না।

অর্জুন। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে যুধিষ্ঠির প্রতি) মহারাজ একি কথা!
এঁবে আমার কোন মতেই প্রত্যয় হচ্ছে না। বালক অভিমতু
রণক্ষেত্রে, প্রাণ ত্যাগ করেছে—আর আমার—অজ্ঞের ভ্রাতা
ভীমসেন;—ধর্মরাজ—যুধিষ্ঠির বীরশ্রেষ্ঠ বোদ্ধাগণ, সকলেই
নির্কিয়ে শিবিরে উপবিষ্ট রয়েছেন। আপনার এই অসংখ্য
সেনার মধ্যে একটিও মৈনিক স্থানভ্রষ্ট দেখ্‌চি না। আর

একা শিশু অভিমন্যু,—রণক্ষেত্রে, বীরশয্যায়! মহারাজ!
এ কি কথা!

যুধি। ভাইয়ে! সে কথা আর কি বলবো। আজ দ্রোণাচার্য্য চক্রবাহ
রচনা করে আমাকে বন্দী করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে-
ছিলেন। অভিমন্যু ভিন্ন আর এ শিবিরে এমন বীর কেহই
ছিল না যে সে ব্যুহ ভেদ করে আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা
করে। আমারই নিয়োগে, বাছা সেই ভয়ঙ্কর চক্রবাহ ভেদ
করেছিল।

অর্জুন। একক?

ভীম। ভাইরে তীক্ষ্ণধার, সূক্ষ্ম সূচির ন্যায় কুলমানিক সেই অভেদ্য
ব্যুহ অনারাসে ভেদ করে প্রবেশ করেছিলো। আমরা
অনেক চেষ্টা করেও সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে ব্যুহদ্বার হতে অন্তর
করতে পারলেম না।

অর্জুন। জয়দ্রথ!—মহাবীর ভীমসেনের গদা প্রতিরোধ কল্যে?

ধৃষ্টদ্যুম্ন। শতধা খণ্ড খণ্ড কল্যে।

অর্জুন। কি চমৎকার! এ সভা কি উদ্ভততার পূর্ণ!

কৃষ্ণ। সখা! কাম্যবনে ভীমসেনের নিকট অপমানীত হয়ে জয়দ্রথ
মহাযোগে যোগীশ্বরকে তুষ্ট করে বর লাভ করেছে। সেই বর
প্রভাবে সে তোমা ভিন্ন আর চারি ভ্রাতারই অজেয় হয়েছে।

ভীম। নইলে সাধ্য কার যে আমার গতিরোধ করে?

সাত জন রথি বেষ্টন করে অসহায় শিশুকে নিধন করেছে।
এ দুঃখ কি সহ্য হয়? এ ক্রোধ কি সংবরণ করা যায়। আমি
বাই মহারাজ। দেখি এই অগণ্য সৈন্য মধ্যে কোনও মহাবীর
আমার সঙ্গে অকাতরে মৃত্যুমুখে বাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়।

(নিকান্ত)।

অর্জুন । (দীর্ঘ নিশ্বাস ও শিরে করাঘাত) হায় ! হায় ! হায় ! হে
 বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল । জগদীশ ! কি পাপে
 এ দারুন শেল আমার বকে আঘাত কল্লে ? এমন বিবাক্ত
 শকু চিরদিনের জন্য আমার হৃদয়ে রোপণ করলে ? হে ভগ-
 বান হুতাশন ! তোমার জন্য আমি সমগ্র খাণ্ডব বন দহন
 করেছিলাম তাতেও কি তোমার ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয় নাই ? তাই
 বুঝি সত্ত্বতন্ত্র চিন্তে আজ আমার হৃদয় উপবনে আণ্ডন
 ঝেলে দিলে ; আমার হৃদয়ের একমাত্র আশালতা অকস্মাৎ
 দগ্ধ করলে । হায় ! হায় ! এ অগ্নি যে কখন নির্ঝাপ হবে
 না ; রাবনের চিত্তার ন্যায় যে এ চিত্ত চির দিন শোকানলে
 দগ্ধ হবে ।

হে ত্রিদিবেশ্বর ! আমি তোমার নিমিত্ত নিবাত কবচাদি
 দুর্দান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ কোরেছি । তাদের কাছে রুদ্ধ-
 গতি হয়ে কি তোমার অমোঘ অস্ত্র আমার হৃদয়ে আঘাত
 করলে । আমার চিরদিনের আশা—জীবনের সম্বল—
 হৃদয়ের সারধন-অভিমন্যু ধনকে নিধন করলে । কিন্তু বজ্র-
 ধারী ! তোমার নানম সম্পূর্ণ সফল হলো কৈ ? এই দেখ,
 এই বজ্র সার হৃদয় তোমার বজ্রের আঘাতে শু চূর্ণ হয় নাই ।
 অনিল ! তুমি মুহুমন্দ হিল্পোলে, উল্লাসভরে নৈশগগনে
 ক্রীড়া করচো । আমার অভিমন্যুর প্রাণবায়ু অপহরণ
 কোরে বৃজি আজ তোমার আনন্দ এত বৃদ্ধি পেয়েছে ।
 (অকস্মাৎ উঠান) থাক, থাক, আর কিছুক্ষণ থাক । কাল এই
 ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবে শরজাল বিস্তার করে তোমার পথ রুদ্ধ
 কোরবো । সদাগতি নাম তোমার বিলুপ্ত হবে !
 (ক্ষণেক নিস্তব্ধের পর) ওঃ ! আমি কি উন্মত্ত হলেম

দেবগণের দোষ কি ? তাঁরাত চিরকালই জগতের
 উপকার করে থাকেন। এ দোষ তাদের নয় ; এ দোষ
 আমারই কপালের দোষ। বলতে কি বীরগণ, এদোষ
 তোমাদের। তোমরা কেননা সেই ব্যাহের সম্মুখে এই
 অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জন করলে। সম্মুখ গমনে ভঙ্গ
 দিবে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন রক্ষা করে যে, সে কি
 ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য। ইহকালে ও তার কলঙ্কের
 শেষ থাকে না। পর কালে রৌরবও তাকে স্থান দিতে
 লজ্জিত হবে। হায় ! হায় ! এখন সংসপ্তক রণে গমন করি
 তখন যদি স্বপ্নেও জানতেম যে এমন ভীকর রণত্যাগী কাপু-
 র্ণবগণের হস্তে আমার জীবন সর্কায়, প্রাণের প্রাণ, স্নেহের
 প্রতিমা অকালে বিনষ্ট হবে, তাহলে মর্শোহন বাণে কৌর-
 বগণকে মোহিত কোরে, যুদ্ধে গমন করতাম্। অথবা প্রমত্ত
 মাতঙ্গ যেমন অবাধে কণ্টককুঞ্জ বিচিন্ন করে, তড়াগে নালিনী
 দল দলন করতে অবগাহন করে, আমি ও সেইরূপে এই
 ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবে সুভীকর শরঙ্গাল বিস্তার করে অরতিগণের চক্রে
 ব্যুহ খণ্ড খণ্ড করে, পরে সংসপ্তক কুল নির্মূল করতাম্।
 কিন্তু, হায় ! এখন কি করি। কি করে এ দক্ষজীবনের
 দারুণ যাতনা সহ্য করি। হায় ! হায় ! রণস্থল হতে কিরে
 আস্বার সময়ে যে ইন্দ্রোপম আশ্রয় অকলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায়
 সঞ্চিত বদনে আমার প্রত্যাগমন করতো, আজ তার সেই
 মোহন মুক্তি এখন কোথায় ? সুবর্ণময় পর্যাক্ষে ছন্দফেনিভ
 শর্য্যার বার কোমলকলেবর শান্তিলাভ করতো না, আজ ভূতল-
 গত চন্দ্রের ন্যায় সেই মনোহরদেহ শশানেয় ধূলার লুপ্তিত
 হচ্ছে। শত শত বন্দীগণ সুসঙ্গীতে বার নিদ্রাভঙ্গ করতো

আজ শশানবানী শৃগাল কুকুরগণ বিকট চিৎকারে, প্রেত-
গণ ভৈরব রবে, তার চিরনিদ্রা ভঙ্গ করতে চেষ্টা করছে।
হায়! কত শত কুলকামিনীগণ যার অমলবদন নিরীক্ষণ
করতে প্রার্থনা করতো—আজ অসংখ্য শবরাশীর ভয়ঙ্কর
স্বপ্নে তাহা লুক্কায়িত রয়েছে। হায়! হায়! ক্ষুটোমুখ
কমলের ন্যায় তার মনোহর শৈশববদন এখন শমনের
আঁধার ভবন উজ্জল করছে। ওঃ যার বদনকমল
অবলোকন করলে পাষাণের অন্তরে ও বিমল আনন্দের উদ্ভব
হয়, নৃশংস নরাদমগণ কেমন করে সেই সুকুমার শিশুকে
নিধন করলে।

ধৃষ্ট। শিশু কে? বীরকুলকেশরী অভিমন্যু আজ যে বীরত্ব দেখিয়ে
গেছেন, জগতে তার তুলনা মেলেনা। সাতজন রথীকে সাত
সাত বার পরাস্ত করে অস্ত্রাঘাতে অচেতন হয়ে জীবনহারা-
য়েছেন।

সুভদ্রা। হায়! হায়! অভিমন্যু রে বাপ! এই জন্যই কি তুমি
ভুবনবিজয়ী পাণ্ডুকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলে; এই রূপে
পরিণাম হবে বলেই কি বিধাতা তোমাকে তেমন অতুল
সৌন্দর্যে ভূষিত করেছিলেন। বৎস! তোমার চাঁদমুখ
দেখতে না পেয়ে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দেহগ্রন্থি
শিথিল হোচ্ছে; সমস্ত জগৎ যে অন্ধকার দেখ্‌চি। হায়!
হায়! কি করি! কি করি! কোথা যাই! কোথায় যাই!
কোথায় গেলে এ দারুন জালা হতে নিস্তার পাই।

কৃষ্ণ। ভগ্নি তুমি ইতরা কামিনীর ন্যায় কেন এমন অনর্থক দুঃখ
করছো।

সুভদ্রা। হে বিপদভঞ্জন। হে গধুসুদন। যে সৌভাগ্যবতীকে

আপনি ভগ্নী বলে সম্বোধন করেন, তার আবার বিপদ কি ?
অনর্থক হুঃখ কেন ? অথবা অনর্থকই বটে। হে দীনবন্ধু !
আপনার ভাগিনেয় কি অকালে কালের কবলে পতিত
থাকবে ? হে কালভয়নিবারণ ! তা কখনই হবে না।

(কৃষ্ণের পদতলে পড়িয়া)

দাদা। দাদা। চলুন, চলুন, আপনার এই অভয়দাতা,
বিপদ-ত্রাতা পদযুগল আমি কখনই ছাড়বো না। চলুন
যে পবিত্র পদের ঘর্ষবারিতে সর্কপাপনাশিনী, জগৎ
উদ্ধারিণী ভাগিরথীর জন্ম হয়েছে; যার ধূলি স্পর্শে পা-
ষণ্ড দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে; সেই নৃতসঞ্জিবনী ঔষধ
যখন আশ্রি হাতে পেয়েছি তখন ইহা কখনই ত্যাগ করবো
না। দাদা। চলুন, সেই শ্মশানে—শ্মশান—শ্মশান— উঃ
কি ভয়ানক বাস্য; কি ভীষণ স্থান ! আমার প্রাণের
অভিমত্য়র, আপনার স্নেহের ভাগিনেয়ের সে উপযুক্ত স্থান
নয়। ওঃ ! হঃ ! হঃ ! হে অন্তর্যামী ! হে ভক্তজনমানস
পূর্ণকারি। এ জগতে তো আপনার অবিদিত কিছুই নাই ;
তোমার ভক্তের ত একটি মানস ও তুমি অপূর্ণ রাখনা।
আমার হৃদয়ের ধন, তোমার একান্ত ভক্ত — জীবন সংশয়ে
পড়ে নিশ্চয়ই তোমার নামকরে রোদন করেছে। ভগ-
বান ! তুমি তা জানতে পেয়েও আসন্ন বিপদ হত তাকে
রক্ষা না করে, কি বলে আগমন করলে ? হে দীনবন্ধু ! আর
বিলম্ব করবেন না। আর এ নিদারুণ ব্যথা সহ্য হয় না।
আমাকে অভয় দিন।

কৃষ্ণ। ভগিনি ! তুমি কি উন্মত্তা হলে ? আর সখা ধনঞ্জয় ! মহা-
রাজ পাণ্ডবনাথ ! আপনারা ও অভিমত্য়র শোকে স্ত্রীলো-

কের অধিক মুগ্ধ হলেন দেখতে পাই। সমগ্র ক্ষত্রিয়বর্গের আদর্শস্বরূপ হয়ে আপনারাই যদি রণস্থলে ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম বিস্মৃত হলেন, তবে কে তাহা প্রতিপালন করবে? সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম কি আছে? বীরপ্রগণ্য অভিমত্যা আজ সেই অক্ষর ধর্ম সম্পূর্ণ রূপেই প্রতিপালন করেছেন। সাতজন মহারথিকে সাত বার পরাস্ত করে আর অগণ্য শক্রসৈন্যকে সংহার করে মহারথী অভিমত্যা প্রাণত্যাগ করেছে। ভয় তাহার হৃদয়কে স্পর্শ ও করতে পারে নাই। বিহ্বলতা সেমন ঘনাবলির বন্ধ বিদীর্ণ করে অদৃশ্য হয়, আজ অভিমত্যা ও সেইরূপ শত্রুবাহু ধও ধও করে ভীষণ সমরাস্ত্রনে বিলীন করেছে। একরূপ বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানের অদ্ভুত কাৰ্য্য স্মরণ করে কি ক্ষত্রিয়হৃদয় হুঃখে কাতর হয়, না উল্লাসভরে নৃত্য করে। অভিমতয়ার এই অপূর্বকীর্ত্তি অনন্তকাল পাণ্ডবদিগের,—শুদ্ধ পাণ্ডবগণের কেন? সমস্ত আৰ্য্যস্বাতির গৌরবস্বরূপ দেদীপ্যমান থাকিবে। আৰ্য্য বালকের অদ্ভুতকাৰ্য্য বৃদ্ধগণ সগৌরবে কীর্ত্তন করবেন। অতএব তোনরা আর শে কের অবিষমীভূত বিষয়ে বৃথা শোক প্রকাশ করিও না। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ মৃত কিংবা জীবিত কাহারও নিমিত্ত অহুশোচনা করেন না। শোক শোকাস্তরকে উপস্থিত করে। উহার শেষ নাই। ফলে, উহা কেবল শরীরকে নিপীড়িত ও মনকে কৰ্ত্তব্য হতে বিয়োজিত করে। বাহার জন্য শোক কর, সহস্রবৎসর অশ্রুজল বিসর্জন করলেও আর সে ফিরে আসে না।

অর্জুন। সখা! সমস্তই তো অবগত আছি; কিন্তু কিছুতেই যে মন প্রবোধ মানচে না। আমি নিবাত কবচাদি হৃদ্যস্ত দানব-

গণের নিশিত শরনিকর ও অকাতরে সহ্য করেছি; কিন্তু এই নিদারুণ পুত্রশোকের যে আত্মীয় জর্জরীভূত করছে। আহা! অভিনন্দ্য! আমার প্রাণের অভিমত্নার নাম কি আর উচ্চারণ করতে হবেনা। তার সে চন্দ্রবদন কি আর দেখতে পাবনা?

সখা। সখা সত্য বটে, দেহীর পক্ষে পুত্রশোক অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর কিছুই নাই। কিন্তু যে আত্মারাম পুরুষ মায়াবন্ধন ছেদন করতে পেরেছে, তাঁহার হৃদয়ে পুত্রের বিনাশ জনিত দুঃখ আর সামান্য লোষ্ট্রের অভাব উভয়ই সমতুল্য বোধ হয়। তুমি জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য।—যোগাদি নিগূঢ় ধর্মশাস্ত্র আমার মুখে সমস্তই শ্রবণ করেছ। তুমি কি জাননা যে দেহীগণের দেহ যেমন কোমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ঘট্টের সহিত আকাশের যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত জীবাত্মার ও সেই রূপ সংযোগ বহিত নয়। এই ক্ষণস্থায়ী দেহ ত অনিত্য অসার পদার্থ; কিন্তু শরীর মধ্যস্থ জীবাত্মা নিত্য অবিনাশী ও অপ্রমের। জীবাত্মাকে কেহই বিনাশ করতে পারে না। ইহার জন্ম নাই; মৃত্যুও হয় না; ইনি বারম্বার উৎপন্ন বা উৎসন্ন হন না। ইনি অজ, নিত্য ও পুরাণ। দেহের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় না। লোকে যেনন জীর্ণবসন ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে; জীবাত্মা ও সেইরূপ পুরাতন দেহ বিমর্জ্জন করে দেহান্তর আশ্রয় করে। অস্ত্র ইহাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না; অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না ও উত্তাপ ও শুষ্ক করতে সক্ষম নয়। ইনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্য ও বিকার রহিত। অতএব তুমি

জীবাশ্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে মৃতপুত্রের জন্য অমুশোচনা ত্যাগ কর।

ধু । দেবি ! ক্ষত্রিয়রমণী যে জন্য পুত্র কামনা করে আপনার অভিমত্ব্য তা সম্পূর্ণ রূপেই সফল করেছেন। আপনি তায় জন্য শোক পরিত্যাগ করে বরং আনন্দ করুন। সমস্ত জগৎ-বিলুপ্ত হবে, তথাপি অভিমত্ব্যর অক্ষয় যশোরাশি বিলীন হবে না।

সুতদ্রা। (সক্রোধে) আর যত দিন জগতে একমাত্র প্রাণী থাকবে, তত দিন কি আমার পুত্রনিহন্তা, অন্যায়যোদ্ধা ক্ষত্রিয়ধমগণের কলঙ্ক বিলুপ্ত হবে। কি আশ্চর্য্য ! নাথ ! ত্রিভুবনে অতুল বিক্রম বলে না ভগবান্ ব্রহ্মা তোমাকে পবিত্র গাণ্ডীব অর্পণ করেছিলেন ? তোমার বংশধর, কুল-গৌরব পুত্র অন্যায় সমরে কাপুরুষের হাতে প্রাণ হারালে, আর তুমি জড়ের গ্রায়,—নিরপেক্ষের মত, এখনও স্থির হয়ে বসে আছো ! ছি, ছি, ছি, এ পবিত্র গাণ্ডীব তোমার উপ-যুক্ত নয় ; এ রণবেশ আর তোমার শোভা পায় না। ও অক্ষয় তুণ এখন শুকতৃণ পূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে ; লোকালয় আর তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। চল, জনসমাজ পরিত্যাগ করে জনশূন্য অরণ্যে প্রবেশ করি। আর যদি ক্ষমতা থাকে, যদি এই ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবের জ্যা আকর্ষণ করবার বল তোমার বাহুতে এখনও প্রবাহিত হয় ; যদি এই গুরু দেহে, এই ক্ষত বিক্ষত শরীরে সেই অভূতপূর্ক ক্ষমতার এক কণাও অবশিষ্ট থাকে, বাহা জলন্ত অনলের ন্যায় সমস্ত বাদবকুলের তেজও নিস্তেজ করে আমাদের অনায়াসে উদ্ধার করেছিল ; যদি তুমি সেই ধনঞ্জয় হও ; তবে ওঠ, আর বিলম্ব করো না। প্রত্যেক

বুহুঁ তোমার কলঙ্ক ঘোষণা করছে, তোমার চিরার্জিত
 বশোরাশি বিলুপ্ত হয়। আর বিলম্ব করো না। যাও নাথ।
 এখনি যাও। আমার পুত্র হস্তা পামরের শিরোরক্ত
 আনয়ন কর। আমি সেই পবিত্র শোণিতে মৃত পুত্রের তর্পণ
 করবো। দেখি এ পোড়া হৃদয়ের দারুণ জ্বালা তাতে নির্মাণ
 হয় কি না।

অর্জুন। দেবি! কেন আর জলন্ত আগুনে আহুতি প্রদান করছো।
 কেন আর কাল নর্পের বিমোহন যোগ করছো। কেশরীকে
 কি কেশরাকর্ষণ করে উত্তেজিত করতে হয়, না গিরি-
 শিখরভেদী বজ্রের অগ্নিতে অন্য অগ্নি যোগ করবার আব-
 শ্যক করে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

মহারাজ! চির দিন প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন
 করেছি। একদিনের জন্য আমার অভিনাব অশুভার্থী কার্য
 করতে দিন। এক দিন, আর না এক দিন—এক দিন—
 আমার এক দিনের কার্য দেখুন।

সুভদ্রার প্রতি।

দেবি! সাতভূত তেজোরাশি এক দিনে স্বর্গ মর্ত্য পাতালের
 বীরগণকে অন্যায়মে নিরস্ত করে, গাণ্ডীবমাত্র সহারে খাণ্ডব
 দাহন করেছিলো; যে অক্ষয়বীর্ষ্য, এক দিনে দ্বন্দ্ববনল
 দলন করে দেবরাজকেও ভয় দান করেছিলো; কাল
 দেবে, সেই এতুত তেজোরাশি এক দিনে জগৎ বিলুপ্ত
 করবে। দেবি! কান্ আমি পাণ্ডপত অস্ত্র প্রয়োগ
 করবো! কাল আমার প্রদীপ্ত কোপানলে সেই পুত্রহস্তা
 পামরগণকে পতঙ্গের মত ভস্মীভূত করবো। সেই প্রাণ

অগ্নিতে সমস্ত দহন করে আপনারা ও ভস্ম হবো। এ দারুন
এ প্রাণাস্তকর জালা হতে নিস্তার পাবো।

যুধি। ভাই। ভুবনে তোমার অসাধ্য কি আছে। তুমি মনে
করলে কি না করতে পারো। ভগবান্ পশুপতি স্বন্দ যুদ্ধে
প্রসন্ন হয়ে যখন তোমাকে নিছের পাশুপত অস্ত্র প্রদান করে-
ছেন, তখন তো তুমি এই মুহূর্তেই প্রলয় উৎপাদন করতে
পারো। কর না, এই তোমার মহত্ব। মহৎ ব্যক্তির ধীর-
ত্বই তো পূজনীয়।

অর্জুন। তা বসে কি আমি এই দারুন অনিষ্ট বিস্মৃত হবো। পুত্র-
হস্তা পামরগণকে উচিত শাস্তি দিব না? সেই অন্যায়
যোদ্ধা কাপুরুষগণকে আরো পৃথিবীতে স্থান দেবো। মহা-
রাজ! একি আজ্ঞা! এ নিদারুন জালা কি বিস্মৃত হওয়া
যায়? এ ধৈর্য্য সশস্ত্র যোদ্ধার বিহিত নয়—গাণ্ডীবধারি
ধনঞ্জয়ের উপযুক্ত নয়, পাণ্ডুকুলের কর্তব্য নয়। এ ধৈর্য্য
নয়, কাপুরুষত্ব। মহারাজ! অনুমতি দিন। এখনও অনুমতি
দিন। কুলগৌরব অভিমত্যুর চাঁদমুখ মনে পড়ে কি এখনও
আপনার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হচ্ছে না। মহারাজ! অনুমতি
দিন! মান যায়; প্রাণ যায়; কুলগৌরব বিনুশ্ট হয়;—
এখনও আজ্ঞাদিন। আমি এই শাপিত অসি নিষ্কোসিত করে
সেই পুত্রহস্তা পামরের শিরশ্ছেদন করে আসি।

যুধি। তাঁর আবার অনুমতি কি? যে হতভাগা পাণ্ডুকুলরবি অভি-
মত্যুর জীবন হরণ করেছে, সহস্র মস্তক হলেও তাঁর নিস্তার
নাই। তবে কি না ভাই, সকল কার্যেই একটু বিবেচনা
আবশ্যিক করে। ইতর ব্যক্তিই তো শোকে অভিভূত হয়ে
হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়। তোমার মত মহাত্মার কি

তাহা শোভা পায় । তুমি ক্রোধাক্ত হয়ে পাণ্ডপত অস্ত্র
প্রয়োগ করলে, সমগ্র ভূমণ্ডল যে ভস্ম হয়ে যাবে । দোষী,
নির্দোষী, বলিষ্ঠ, আতুর, বিপক্ষ, স্বপক্ষ সকলেই তো অকালে
কালগ্রাসে পতিত হবে । সে ভয়ঙ্কর পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত
আছে ?

অর্জুন । তবে আপনি কি পরামর্শ দেন ; কি বিবেচনা করতে
বলেন ?

বৃষি । আমি এই বলি যে কোন পাপাত্মা আমাদের কুলগৌরব অপ-
হরণ করেছে, কাহা হতে এ সর্বনাশ ঘটেছে, আগে তা
নিশ্চয় কর ; পরে কালই তার কলেবর শতধা খণ্ড খণ্ড করে
ঋশানবিহারি শৃগাল কুকুরকে পরিতৃপ্ত করো ।

ধৃষ্ট । তার আর বিবেচনা কি মহারাজ । সিকুরাজ জয়দ্রথই তো
তপোবলে আমাদের নিরস্ত করে এই অনিষ্ট উৎপাদন
করেছে । এ পাপকর্মের সেই তো মূল ।

সুভদ্রা । কি পাপাত্মা জয়দ্রথই এর মূল । মহারাজ অযোগ্য
পাত্রে ক্ষমা দানের এই প্রত্যক্ষ ফল দেখুন । কাম্যবনে
তাকে ক্ষমা না করলে তো দে ভগবান্, আশুতোষকে প্রসন্ন
করে এমন সর্বনাশক বর পেতো না । হে দেবাদিদেব !
ত্রিলোকনাথ ! তুমি ত্রিলোকের নাথ হয়ে সকলের অ্যু-
র্ধ্বামী হয়ে, কেন সেই ক্রমতি পাষণ্ডকে পাপসংস্কর সাধন
করতে এমন ভয়ঙ্কর বর দান করেছিলে । হে আশুতোষ !
তুমি আশুতোষ হয়ে কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করানে । হে
পণ্ডপতি ! এই কি পণ্ডপতির উচিত কার্য্য ! হায় ! হায় !
হায় !

নাথ! জীবিতেশ্বর! আর না—আব না—আর বিলম্ব
করো না। হে নিশানাথ! তুমি আজ স্নেহ এখনও
অস্তাচলে আরোহণ করছো না;—সেই ২০০০
সৌন্দর্য্যধারি পুরুষ পৃথিবী ত্যাগ করেছে, এই আত্মা-
দেই কি তুমি কিরণ ছটার ফেটে পড়ছো। যাও
যাও তোমার ও মাধুর্য্য কেবল গরল বর্ষা করছে।
হে সূর্য্যদেব! তুমি আর কত কাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন
থাকবে। পাণ্ডুলরাবি অভিমতের মত তুমিও কি
চিরদিনের জন্য অস্ত গেছ! প্রকাশ হও, শীঘ্র প্রকাশ
হও। প্রাণেশ্বর! দেব, দেব, ঐ দেব দিনমণি
অভাগিনীর রোদন শ্রবণ কোরে না। ঐ দেব পৃষ্টি-
দিক্ প্রসন্নমুর্তি ধারণ করেছে। নাথ! আর বিলম্ব করো
না! তুমি এখনই সে পাপাত্মা জয়দ্রথের শিরোরক্ত
আনয়ন কর।

অর্জুন। জীবিতেশ্বর! রোগের আর শোকের রাত্রি শেষ হয়
না। প্রিয়ে! পূর্বাকাশের ও প্রসন্নভাব উবার,
আত্মাবে নয়। তুমি নিশ্চিন্ত মনে অন্তঃপুরে গমন
কর, আমি কোন রূপে এই কয় দণ্ড রাত্রি অতিবাহিত
করে, সূর্য্য দেবের সঙ্গে সঙ্গেই সমরাজনে অবতীর্ণ হয়ে
সুতীক্ষ্ণ শরজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করবো। কাল
কৌরবগণ চক্রবৃহৎ, মৎসবৃহৎ, সূচীবৃহৎ, কিম্বা যে কোন
বৃহৎ রচনা করুক না, আমি এই শাণিত অস্ত্রে তাহা শতধা
খণ্ড খণ্ড করে, ছুরাস্ত্রা জয়দ্রথের শিরোদেশ হতে দেহ
বিচ্ছিন্ন করবো। দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, একত্র হলে
ও কাল তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সে যদি
পর্ব্বতের বিশাল গহ্বরে লুক্কায়িত হয় আমার

কোপাশি, বজ্রাশির স্তায় তার মস্তক বিদীর্ণ করবে; সে যদি সাগরের গভীর বক্ষে লুক্কায়িত হয়, আমার কোপাশি বাজ্রাশির স্তায় তাকে গ্রাস করবে; সে যদি অরণ্যের গহন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তথাপি আমার কোপাশি বাজ্রাশির স্তায় তাকে ভস্মীভূত করবে। যদি সদাগতির গতি রোধ হয়, যদি মৃৎ পবন শিখরোপে বহুবা চালিত হয়, যদি অতলস্পর্শ সাগর শুষ্ক হয় তথাপি আমার এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে না। কাল যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি জয়দ্রথের জীবন হরণ করতে না পারি, তবে এই সর্বজন সমক্ষে শাসন বিসর্জন করে প্রদীপ্ত অগ্নিতে এই অকিঞ্চিৎকর দেহ আহুতি দেবো।

যুধি। ভাই! এ প্রতিজ্ঞা বড় সহজ নয়। তা যা হোক তোমার যে বাক্য সেই কার্য। চল অগ্নি প্রাণিও অধিক অবশিষ্ট নাই। আমরা সৈন্তগণের সহায়তা গ্রহণ করিগে। হতভাগ্য আহতগণের শুদ্ধি করিগে।

অজ্ঞান। চলুন তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

(সকলে নিরুদ্ভাস্ত)

দ্বিতীয় গর্তাক।

পাণ্ডব-শিবির-সম্মিলিত-ভূমি।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। (স্বগত) তাইতো সমস্ত জগতের কি আজ বিষময়; কিছুতেই কি আজ মন স্থির হবে না। কিছুতেই কি

আজ ঐশ্বর্য্য নাই। আজ সকলই কি জীর্ণরূপে, পরি-
 ত্যক্ত, সুখশূন্য; না আমিই আজ চক্ষু থাকতে অন্ধ
 হয়েছি। দাবানলে অরণ্য দগ্ধ হলে যেমন কুলারবিহীন
 পক্ষিণী নির্ভরের স্থান পায় না, আজ আমারও কি
 সেই দশা ঘটিলো। আহা! এই মনোহর সন্ধ্যাকালের
 মৃদুমন্দসরীর আমার মনকে কত প্রফুল্লিত করে, কিন্তু
 আজ যেন ইহা গরল বর্ষণ করছে। ভগবান্ সূর্য্যদেব
 অন্তাচলে আরোহণ করছেন; ছোট ছোট মেঘগুলি
 নানা রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে, যেন মনের সাথে এই
 মনোহর দৃশ্য দেখতে পশ্চিম গগনে একত্র হয়েছে।
 সমস্ত দিনস প্রথর করনিকর বর্ষণ করে ভগবান্ সূর্য্যদেব
 রাগরক্ত মূর্ত্তি ধারণ করে গগনপ্রান্তে নিমগ্ন হচ্চেন।
 যেন কুরুক্ষেত্রের সমাগত যোদ্ধাগণকে বীরোচিত মৃত্ত
 শিক্ষা দিচ্ছেন। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হায়! আজ কি ঐ
 অন্তগামী দিননাথের মত আমার হৃদয়নাথ ও চির-
 দিনের জন্ম অন্তাচলে গেছেন। তাই কি আমার মন
 এত ব্যাকুল হচ্ছে।

(সখির প্রবেশ)

সখি। রাজকুমারি! এই বুঝি ভোমার নিদ্রা যাওয়া। এই
 বিজন স্থানে, প্রকৃতির মনোহর শোভা একা উপভোগ
 করবে বলে, বুঝি নিদ্রা যাবার ছল করে আমাদের
 কাছে থেকে চলে এল। তাইতো রাজকুমারি! স্বভা-
 বের এমন শাস্তমূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই। সমস্ত জগ-
 তই যেন এখন নিদ্রা যাচ্ছে। বিহঙ্গমগণ সারাদিন
 আহার অবেষণ করে, এখন কেমন নিস্তকে নিজ
 কুলারে নিদ্রিত হয়েছে। ঐ দেখো, অনন্ত নীলাকাশে

ছোট ছোট মেঘগুলি যেন নিখর হয়ে নিজা যাচ্ছে ।
ঐ মেঘগুলির আড়ানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রাবলি যেন
নেত্র নিমীলন করে নিঃসঙ্গ হইয়াছে। এই বিমলসরসীর
স্বচ্ছসিলে মনোহর সুধারাশি যেন সুসুপ্তিলাভ
করেছে । কুমুদিনী প্রকৃষ্ণা হয়ে যেন তোমার ঐ বিমল
বদনের—ও কি রাজকুমারি ? তুমি কাঁদছ না কি ।

উত্তর। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) না সখি ও কিছু নয় !

সখি । কিছু নয় কি সখি ? তোমার কিছুনাতেই যে বেশ কিছু
প্রকাশ পাচ্ছে । তোমার মনে যেন আজ কি একখানা
উপস্থিত হয়েছে। যেন তোমার হৃদয়বল্লভ রণযাত্রার
কালে তোমার এই চাঁদমুখ খানি দেখে যান, নাই বলে
আজ মানের সাগর উথলে উঠেছে । ও সখি, এত
অভিমান কেন ? (চক্ষের জল মুছাইয়া) এ দুর্কীবনে
এমন অমূল্য মুকুটগুলি ছড়ালে কি ফল হবে ? এগুলিকে
এখন এই অগণবিমোহন কোটা দুটিতে তুলে রেখে
দাও, তোমার প্রাণেশ্বর রণজয়ী হয়ে ফিরে এলে
এ গুলি তাঁকে উপহার দিও । এ রত্নের যত্ব তিনিই
জানেন ।

উত্তর। সখি আর কি সেই ভুবনমোহন চন্দ্রবদন এই অশা-
গিনীর নয়নকে রঞ্জন করবে । আর কি প্রাণেশ্বরের
প্রণয়সম্ভাষণ এই জাপিতহৃদয়কে শীতল করবে
সখি । আর কি হৃদয়বল্লভের দর্শন পাব । (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)
হায়, যদি যাবার সময় একটিবার :—

সখি । ও কি সখি ! তুমি এমন অকারণ অমঙ্গল আশঙ্কা
করছো কেন ? রাজকুমার রণযাত্রা করেছেন, সে তো
তোমার উদ্বাসের কারণ । মহারাজের সমস্ত সেনা

সকল সেনাপতিগণ তাঁর সঙ্গে গেছেন ; শুনেছি মধ্যম পাণ্ডব না কি স্বয়ং অশ্রুগামী হয়েছেন ; কুমার সঙ্গে গেছেন মাত্র। দাদের মুক্ত করবার কথা তারাই সেই ভয়ঙ্কর কার্যে লিপ্ত হবে। তোমার হৃদয়নাথ কেবল সঙ্গে থেকে মনঃকৌশল শিখা করবেন, বইতো নয়। লাভে থেকে যশঃ তাঁরই হবে। কেননা সকলে না কি আজ তাঁকে আমোদ করে সেনাপতি বলে নিয়ে গেছে। তা যুদ্ধের কাছে গেলেও কি ক্ষত্রিয়ের জন্ত চিন্তা হয়। আমরা তো অবলা, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম দেখতে আমরা ও তো সঙ্গে এসেছি ; স্তবে তো আমরা আর নাই। যিনি কখন মশস্ত্রে শত্রুর গন্ধুখে উপস্থিত হন নাই, আজ তিনি এই কুরুক্ষেত্রের সৈন্যের যুদ্ধে সেনাপতি। (সহাস্ত্রে) হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

এ প্রসঙ্গে আমোদ না করে তুমি কিনা দুঃখ করছো, মনঃকৌশলে এই অমল বদন ঐ শিথিরসিক্ত কমলের স্তায় ম্লান করে ফেলেছো। তা থাকো, আমাদের নবীন সেনাপতি রণজয়ী হয়ে ফিরে আসুন ; আমি তাঁকে এই সকল কথা বলে দেবো।

সখি ! আমার সেই সুখের সময়ই উপস্থিত হোক, তখন তুমি তাঁর কাছে মনের কপাট খুলে বসো। তুমি সখি ! তাঁর মন ভাল করে জান না বলেই এত আহ্বাদ করছো। আশ্চর্যগিরির স্তায় তাঁর সেই মনোহর নরন প্রান্তে একবার ক্রোধের আগুণ জ্বলে উঠলে, সমস্ত দহন না করে আর ক্ষান্ত হয় না। তিনি রণক্ষেত্রে একবার উৎসাহিত হলে আর রক্ষা থাকবে না। পতঙ্গের মত নিশ্চরই তিনি সেই সময়ান্তরে ঝাঁপ দেবেন।

তা সখি! তুমি এখন আমার একটি কথা শুন। তুমি সত্বর গিয়া পূজার আয়োজন কর। আমি প্রাণেশ্বরের মঙ্গল কামনার একবার ইষ্টদেবের পূজা করবো।
 সখি। ইষ্টদেবের আরাধনা সকল সময়েই কর্তব্য। কিন্তু রাজকুমারি! তোমার এ আশঙ্কার কোন কারণই নাই। তা যা হোক, আমি অবিলম্বেই তোমার আদেশ প্রতিপালন করছি। তুমি ততক্ষণ এই স্থানে একটু বিশ্রাম কর। (নিষ্কান্তা)

উত্তরা। (স্বগতঃ) (দীর্ঘনিঃশ্বাস) মনে যখন আশু জ্বলছে তখন শারীরিক বিশ্রামে কি লাভ হবে ! হায় ! একবার যদি যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতেন, আমি তাঁর পায়ে ধরে রেখে দিতাম। কখনই সে ভয়ানক স্থানে যেতে দিতাম না। (বিশ্বয়ে) ও কি! শিবির মধ্যে অকস্মাৎ এমন ক্রন্দনের রোল উঠলো কেন ! এ শব্দ না সত্যমগুপ থেকে আসছে। হায়, তবে বুঝি আমার কপাল ভেঙেচে। এই যে সখি ও ফিরে আসছে।
 সখি! সংবাদ কি, তোমার চক্ষে জল কেন ?

সখি। (কাঁদিত্বে) হা রাজকুমারি ! হা সরলহৃদয়ে ! হা পতিগতপ্রাণা ! তোমাকে কি বলে সান্তনা করবো। হেমন দেবভুল্য আমি হারাইয়ে তুমি কেমন করে জীবন ধারণ করবে।

উত্তরা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হা বিধাতঃ ! তোমার মনে কি এই ছিল (পতিতা ও মুচ্ছিতা)

সখি। হায় ! হায় ! এ কি হলো ! এখন কি করি, কি করি।
 ও গো এখানে কে আছে ওগো একবার শীঘ্র এস !
 হায় ! এখানে আর কে আছে সে আসবে। আমি

হতভাগিনীই তো এই করলেন । কেন আমি রাজ-
কুমারিকে এ নিদারুন সংবাদ দিলাম । এখন কি করি
কি করি, সখি, সখি, রাজকুমারি হার, হার, একবারে
স্পন্দহীন ; যেন চপলা নবজলধরকে ছলনা করে
ভুতলে পতিতা হল ।

উত্তরা । হা প্রাণনাথ ! হা জীবিতেশ্বর ! হা অভাগিনীর একমাত্র
সম্বল ! তুমি কোথায় ! কোথায় গেলে নাথ !
এজীবন ভো তোমারই । কত দিন যে তুমি জীবনসর্বস্ব
বলে এ অভাগিনীকে আদর করতেন । এখন কেন
তবে একে পরিত্যাগ করে গেলে । যাবার সময়ে এক-
বার বলে ও গেলে না । একবার তোমার সুবিমল
মুখচন্দ্র দেখতে পেলেম না ;—জনমের মত কি আর
দেখতে পাবনা । এই কিশোরবয়সে কি আমার
জীবনের সকল সাধ ফুরালো । আমি কি চিরদিনের
জয় অনাথিনী হলেম, হার ! বালিকাকালে লোকে যে
আমাকে লক্ষণযুক্তা বলতো । হার ! হার ! সে কি এই
জলক্ষণ ঘটবে বলে । এই সর্বনাশ কি আমার কপালে
লেখা ছিল ! হা পিতা ! হে বিরাটরাজ ! তুমি যে আপ-
নার বিশাল রাজ্য অপেক্ষা আমাকে আদর করতেন ।
আমার বিবাহ দিয়ে যে তুমি আপনাকে ভাগ্যবান মনে
করতেন । হার ! তোমার ভাগ্যে কি এই ফললো ।
হতভাগিনীর কপালে কি এই ছিল । হৃদয়েশ্বর !
তোমার মনে কি এই ছিলো ! এইরূপে অন্তরে আশ্রয়
ছেলে দেবে বলেই কি তোমার ভুবনমোহন দেবমূর্তি
এই হতভাগিনীর মনোমোহন করেছিলো । হার ! তুমি
যে আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, তোমাকে হার-
টরে আমি কেমন করে জীবন ধারণ করবো ; কেমন

করে আর এপািপ দেহ ভার বহন করবো; কেমন করে
আর লোকের কাছে মুখ দেখাবো। কিবলে মনকে
প্রবোধ দেবো।—হার! হায়!

সখি! রাজকুমারি! এখন আর অনর্থক শোক করলে কি লাভ
হবে। এখন অবিরল চক্ষের জল মোচন করলে আর
কি ফল হবে।

উত্তরা। সখি! যদি চক্ষের জল পাষণ জ্বল কৃতান্তের মন
গলাতো তা হলে বর্ষাকালের বারিধারার মত আমি
অবিরল নয়নজল বর্ষণ কর্তাম্। কিন্তু, সখি!
বক্ষে যে আগুণ হু হু করে জল্ছে, চক্ষের জল
তার ও শমতা কর্ছে না। বাড়বানলের মত যেন
সেই আগুণ আরো দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে।

সখি। রাজকুমারি! বিধাতার নির্বিক কে খণ্ডন করতে পারে
এই শোকপূর্ণসংসারে দুঃখই তো সাধারণ সুখক্ষণ
স্বায়ী। চপলার মত এক এক বার এই আঁধারকে
উজ্জ্বল করে বই তো নয়।

উত্তরা। কিন্তু সখি। আমার মত ষার মাথায় একেবারে বজ্র-
ভেঙ্গে পড়ে, সে তো সেই মনোহর আলোক, দেখতে
দেখতেই নয়ন মুদিত করে; তবে কেন এ হতভা-
গিনী এখন ও জীবিত রয়েছে?

সখি। রাজকুমারি! এ জনতে সুখ দুঃখ কাহারও চিরকাল
স্থির নয়।

উত্তরা। সখি। বিধি যে আজ অবধি আমার ভাগ্যে চিরসুখ
স্থির করলেন। ষার জন্য অবলার জীবন ধারণ,
যিনি জীবনের সারসুর্কস্ব;—শান্ত্রে ষারে অন্ধ-অন্ধ
বলে, তিনি যখন চিরকালের জন্য আমাকে পরিত্যাগ
করে গেলেন; যখন তাঁর সে মোহন মুরতি এ পোড়া

নয়ন আর কখন দেখতে পাবে না ; তখন আর এ দৃষ্ট জীবন রেখে ফল কি ?

সখি ! আর সহ্য হয় না [আর এ] পাপপ্রাণ এ দেহ-
পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে না । আর এ ধারণ জালা বন্ধে
ধারণ করতে পারি না । কেনই বা ধারণ করবো
সখি ! কি আশরে আর এ ভরস্কর যাতনা সহ্য
করবো । না আর না । সখি তুমি চিরদিন ভগি-
নীর ন্যায় আমার শুভ্রুবা করছো । তোমার মত
সঙ্গিনী আমি জন্মান্তরে ও আর পাবোনা । আমার
সাধের সহচারিনী বলে পিতা তোমাকে আমার
সঙ্গে দিয়াছিলেন । এখন আমার সকল সাধ ফুরালো ।
সব আমোদ শেষ হলো । সকল বাসনা মিটলো ।
কেবল একটি অবশিষ্ট আছে ; একটি আর না একটি ।
সখি ! এই আমার শেষ অনুরোধ ; তোমার
প্রিয়সখী আর তোমাকে কোন অনুরোধ করবে
না । সখি ! যে করপল্লব উপবন হতে কুমুমচরন করে
মনের সাথে আমার জন্ত পুষ্পশর্ষ্যা প্রস্তুত ক্রিতে,
আজ সেই হস্তে ঐ কানন হতে কিছু শুষ্ক কাষ্ঠ
আহরণ করে এনে আমার চিতাশর্ষ্যা প্রস্তুত করে
দাও । (মৃদুহাস্যে) তা সখি ! তোমাকে অধিক
কষ্ট পেতে হবে না । এই ক্ষীণকার ভক্ষণ করতে
ভগবান্ হতাশনের বিকট বদন অধিক বিস্তার
করতে হবে না । অন্তরে যে আগুন হু হু করে
জ্বলে বাহ্যিক অনল দেহ স্পর্শ করলেই তার সঙ্গে
মিশে যাবে । যাও সখি ! তুমি আর বিলম্ব করো না ।

সখি । (কাঁদিতে ২) সখি ! আগুনের কাছে যে থাকে সেই
কি আগুন হয় । তোমার এই গোকবহি যে আমার

হৃদয়কে ও তন্দ্রা কর্ণে। তোমার মধুমাখা বচন শুনে আমার প্রাণ কত শীতল হতো; কিন্তু এখন যে উহা কেবল অন্তরে আগুণ জ্বলছে। সখি! আর কেঁদো না, আর কাঁদিও না। সখি! একটু স্থির হও। আমি কি করবো কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না।

উত্তর। (ঈষৎ হাস্যে) সখি! একটু পরে সকলি স্থির হবে। আমার হৃদয়নাথ সমরাজ্ঞানে স্থির হয়েছেন। এ হৃদয়ও এখন তোমার সমক্ষে স্থির হবে। তুমি ও সখি, চিরদিনের জন্যে স্থির হয়ে আর আমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হতে হবে না। এখন যাও সখি, আমার এই শেষ অনুরোধটা রক্ষা কর। আর বিলম্ব করোনা। এখন সকলে আমার অবেশণে এখানে উপস্থিত হবে। এখনি এই সিন্দূর বিন্দু মুছাইয়া দিয়া প্রাণেশ্বরের নিদর্শন বিলুপ্ত করবে। এখনি এই বিচিত্র বসন ভূষণ উন্মোচন করে আমাকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাবে দয়া করবে না কারো মায়্য হবে না। এখনি আমাকে বিধবা বলবে বিধবা, কি ভয়ঙ্কর কথা কি ভীষণ ভাব। সখি! আমি অকাতরে শতসহস্র বজ্র সহ্য করতে পারি; এ দারুণ জ্বালা ও এতক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছি। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর কথা আমি কখনই সহ্য করতে পারবো না। বিধবা-বিধবা, না সখি! আমি কখনই বিধবা হব না;—আমি এয়ত্নী মরবো। হৃদয়েশ্বরের প্রাণ গেছে, তার নামও যাবে, আমি কখনই তা সহ্য করতে পারবো না। তুমি যাও সখি! আর বিলম্ব করোনা।

গীত আলাহিয়া। আড়াঠেকা ।

জাল চিত। প্রাণ সঁ, কি হবে আর চিন্তিলে ।
 চিতানল নিভাইবে চিতানলে প্রবেশিলে ॥ নিদা-
 রুন শোকানল, চিতানল তার প্রবল, নিবিবে সবঅনল,
 অনলে অনল হইলে ॥ আর কি জীবনে আশা, মটিল
 আশা পিপাসা ঘটিল বৈধব্যদশা, এ শৈশব কালে ।
 ভগ্ন দশা আজ অবধি, বিড়ম্বনা করে বিধি, হরে
 লগ্নে গুণনিধি, কোণা বিসজ্জন দিলে ॥ ঘুচিল
 সখবা চিকু, সব হলো ছিন্ন ভিন্ন, চারি দিক হেরি
 শূন্য, এ বিপদ কালে ॥ কোথা জনকজ্ঞানী, দেখা
 হলে গো সজ্জনী, বলে এ হতভাগিনী প্রাণ
 ত্যজেছে চিতানলে ॥

সখি। রাজকুমারী! আমিও আর সহ্য করতে পারি
 না। যে নিজেকে উদ্ধৃত্ত চিত্ত সে কি এমন
 দারুণ শোকাবে প্রবোধ দিতে পারে। আমি যাই
 সখীগণকে এ স্থানে ডেকে আনি। (নিক্রান্তা)

উত্তরা। না সখি, যেওনা,-যেওনা-আর জ্বলার উপর
 জ্বালা দিওনা, আমি এ মুখ আর কারও কাছে দেখাতে
 পারবো না। যেওনা, যেওনা সখি, গেলে গেলে।
 তা যাও, আর অধিক ক্লম নয়, আর চিতার প্রয়োজন
 নাই হৃদয়ের অগ্নি মন্তকে উঠেছে। উঃ!—আর না,
 আর না এ জগতে আর কিছুই নাই। ধু ধু করছে,
 চারি দিকেই ধু ধু করছে, অন্তরে ধু ধু করছে সঞ্চুখে
 অনন্ত জীবন ধু ধু করছে। আশার মরীচিকাও
 সাহাস করে বিড়ম্বনা করতে পারছে না। সমস্তই
 শূন্যময় ভীষণ শ্মশান-এনেহ ও শ্মশান-জগতের সমস্তই
 যেন শ্মশান-যেন ছিন্ন হস্ত ছিন্ন মস্ত বিকটাকার। হে

বিমলসরসী! তোমার স্বচ্ছ সলিলের অপেক্ষাও নিখল-
তর বলে, তুমি অকাতরে যে দেহ নিজ বক্ষে বহন
করতে আজ তাকে স্থান দাও। হে অনিল! তুমি
মৃহমন্দহিন্দ্রোলে যার কপোলবিলম্বী অলকাবলিকে
মনের সাথে নৃত্য করাতো, আজ তাকে বিদায় দাও
জন্মের মত বিদায় দাও; তোমার সুশীতল গুণ এখন
তার হৃদয়ে কেবল আশুণ জাল্ছে। হে মাত মেদিনী,
এ অস্তাগিনীকে ধারণ করে আর ভার বহন করোনা।
দাও, চিরদিনের জন্য বিদায় দাও; হে অসীম,
অনন্ত আকাশ আমাকে অনন্তধামের পথ বলে দাও।
হে সুবিমল শশবর!

(বিস্ময়ে একি) । (সখির প্রবেশ)

সখি। রাজকুমারি! ভগবান্ বাহুদেব! তোমাকে শাস্ত
করবার জন্য স্বয়ং আসছেন; তুমি একটু স্থির হও।
উত্তরা। সখি! দেখ, দেখ, চন্দ্রদেব। যেন অকস্মাৎ উজ্জল
হয়ে উঠলেন। ঐ দেখো তারাগণ যেন উল্লাসভরে
নৃত্য করছে। কি আশ্চর্য্য! এমন তো কখনই
দেখি নাই।

সখি। কই সখি! ও কিছুই নয়। ঐ মেঘধানা সরে গেল বলেই
চন্দ্রদেব আরো উজ্জল দেখাচ্ছেন।

উত্তরা। না সখি! না সখি! না, না, দেখো, দেখো, ভাল
করে দেখো, প্রাণভরে দেখো, ঐ যে প্রাণেশ্বরের মোহন
মুর্তি যেন প্রণয়ভরে আমাকে ডাকছেন। হৃদয়েশ্বর।
দাঁড়াও দাঁড়াও (ধাবমানা) আমি অবিলম্বেই
তোমার।— (নিকৃতা)

সখি। সখি! ওকি তুমি উন্মত্তা হলে নাকি। তাইতো এ আবার
কি সর্কনাশ উপস্থিত হলো।

সপ্তম অঙ্ক

চন্দ্রধাম ।

কিন্নর কিন্নরী চন্দ্রদেবকে মধ্যে রাখিয়া ।

পরজ কামাংড়া । খেমটা ।

আজ্ঞা-লো সজনী, কিসুখ রজনী ,

শশীধামে পুনঃ উদিল ;

ত্যজিয়ে ভুবন, উজলি গগন,

শশী আসি পুনঃ শোভিল ॥

দেখ্‌লো নয়নে, সুধার সদনে,

সুধারসে মন মোছিল ।

দাওলো অঞ্জলি পারিজাত কলি

কুম্বে কুম্ভ গিমিল ।

গাওলো সকলে দেববালা দলে,

মনোসাধ আজি পুরিল ॥

মদন রাজে ডাক রতির মনে

কুলধনু ত্যজি চরণে

শ্রীপদসেবিয়া , রবে পড়িয়া

রূপমান আজি ভাঙ্গিলো ॥
